বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২৪

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪ কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
www.flid.gov.bd

বার্ষিক প্রতিবেদন

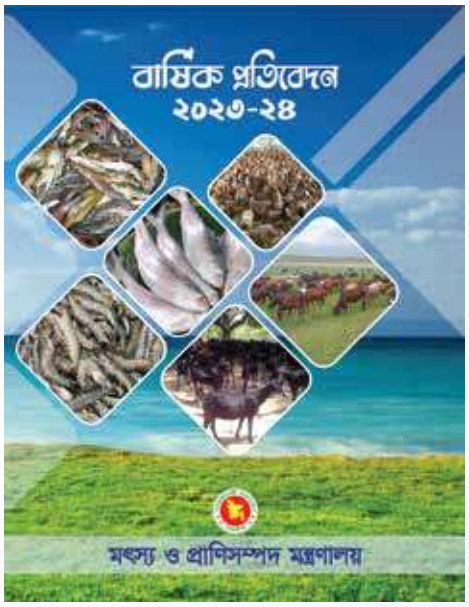

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
অক্টোবর, ২০২৪

প্রচ্ছদ ভাবনা
ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
(উপসচিব)
উপপরিচালক
ডা. মো. এনামুল কবীর
তথ্য কর্মকর্তা (প্রাণিসম্পদ)
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

মুদ্রণে
তিশা এন্টারপ্রাইজ
৩২ নারিন্দা, ঢাকা-১১০০
মোবা: ০১৮১৯-২৯৯৪৩০

প্রকাশনায়
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
বিএফডিসি ভবন
২৩-২৪, কারওয়ান বাজার, ঢাকা
www.flid.gov.bd

মিজ্ ফরিদা আখতার
উপদেষ্টা
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

দেশের আপামর জনসাধারণের জন্য নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সহজলভ্য ও নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য দূরীকরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, সুস্থ, উদ্যমী ও মেধাবী নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এখাতের টেকসই উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন সকল দপ্তর-সংস্থা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় এবং দপ্তর-সংস্থার জনবান্ধব উন্নয়নমূলক কার্যক্রম তুলে ধরতে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হচ্ছে; যা অত্যন্ত কার্যকরী ও সময়োপযোগী উদ্যোগ বলে আমি মনে করি।

মৎস্য খাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ ও উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর সফল বাস্তবায়ন এবং মৎস্য অধিদপ্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসহ সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থার অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে দেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লাখ মে. টন। শুধু মৎস্যসম্পদ উৎপাদনই নয়, কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতেও মৎস্য খাত অবদান রাখছে। বর্তমানে মৎস্য সেক্টরে ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ১ কোটি ৯৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করছে। শুধু তাই নয়, দেশের জিডিপিতেও মৎস্য খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। উল্লেখ্য, ২০২২-'২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৫৩%, কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২২.২৬% এবং জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার ২.৮১%। তাছাড়া ২০২২-'২৩ অর্থবছরে চলতি বাজারমূল্যে মৎস্য খাতে জিডিপির আকার ১০,৭৬,৬৭২ কোটি টাকা (তথ্যসূত্র: মৎস্য অধিদপ্তর)। অন্যদিকে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে জাতীয় মাছ ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫ দশমিক ৭১ লাখ টন; যা একক প্রজাতি হিসেবে মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ১২%। এছাড়া বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ প্রথম। জিডিপিতে ইলিশের অবদান শতকরা ১% এর বেশি। বর্তমানে দেশের চাহিদা মিটিয়ে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য পৃথিবীর ৫২টি'র অধিক দেশে রপ্তানি করছে। মৎস্য খাত আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও নানা রেকর্ড অর্জন করেছে। সম্প্রতি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকোয়াকালচার-২০২৪ এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ চীনকে টপকে বিশ্বে ২য় অবস্থানে উঠে এসেছে। তাছাড়া দেশের অর্জিত ১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক এলাকায় সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধন ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

অন্যদিকে কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃজন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। বিশেষ করে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মাংস উৎপাদিত হয়েছে মোট ৯২.২৫ লাখ মে. টন এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৪৩.৭৭ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২৩৭৪.৯৭ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৫.০৯ টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। তাছাড়া ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৩৩% (বিবিএস, ২০২৩-'২৪)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। এছাড়া রমজান মাস উপলক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ২০টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রর মাধ্যমে প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬০০ টাকা, খাসির মাংস ৯০০ টাকা, ড্রেসড ব্রয়লার ২৫০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৮.৩৩ টাকা মূল্যে বিক্রি করা হয়েছে। এতে মোট ৫,৯১,৯৭১ জন ভোক্তা সাকুল্যে ২২.৩৩ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন। তাছাড়া বিগত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। এবার ঈদুল-আজহা/২০২৪ উদ্‌যাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে কোরবানি যোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.২৯ কোটি এবং কোরবানি হয়েছে ১.০৪ কোটি। ২০২৪ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৬৯১৪১.১২ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে; যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-'২৪) প্রকাশিত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, খামারি-চাষিসহ সর্বস্তরের জনসাধারণ উপকৃত হবেন। প্রতিবেদনটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

(মিজ্ ফরিদা আখতার)

সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর
সচিব
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বাংলাদেশের অর্থনীতি হচ্ছে কৃষি নির্ভর। দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কৃষিজ জিডিপিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য বাস্তবায়নে উন্নয়ন কার্যক্রম তুলে ধরার নিমিত্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং সময়োপযোগী। যেকোন দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে সুস্থ-সবল ও মেধাসম্পন্ন জাতিসত্তা গঠন। সুস্থ-সবল ও মেধা সম্পন্ন জাতিসত্তা গঠনের মূল উপাদান হচ্ছে সুষম মাত্রায় প্রাণিজ প্রোটিন গ্রহণ। নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন সরবরাহে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান প্রশংসনীয়। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মোট মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মে. টন এবং মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ ৬৭.৮০ গ্রাম। জিডিপিতে মৎস্য খাতের অবদান ২.৫৩% এবং কৃষিজ জিডিপিতে অবদান ২২.২৬%। মৎস্য খাতে বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশ ১ম এবং দেশের জিডিপিতে ইলিশের অবদান ১% এর বেশি; যা মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২%। ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ রোল মডেল এবং পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে খ্যাত।

অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ আহরণে বাংলাদেশ ২য় (SOFIA ২০২৪), তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ, বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম এবং সামুদ্রিক ও উপকূলীয় ক্রাস্টাসিয়া আহরণে ৮ম অবস্থানে রয়েছে। দেশের ১৪ লক্ষ নারীসহ প্রায় ২ কোটি অর্থাৎ ১২ শতাংশ লোক মৎস্য সেক্টরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জীবিকা নির্বাহ করে। ২০২২-'২৩ অর্থ বছরে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে মোট ২.৭১ লক্ষ মে. টন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপানসহ বিশ্বের ৫২টি দেশে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে মৎস্য সেক্টর। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মোট রপ্তানি হয় ৭৭৪০৭.৯৪ মে. টন; যার বাজার মূল্য ৪৪৯৬ কোটি টাকা।

প্রাণিজ প্রোটিনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হচ্ছে প্রাণিসম্পদ ভিত্তিক-হাঁস, মুরগি, গরু, ছাগল, মহিষ, ভেড়া এবং কবুতরসহ নানাজাতীয় পাখি, দুধ, ডিম, পনির, ছানা ও সুস্বাদু মিষ্টান্ন দ্রব্য। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে বিকাশমান কম্পিউটার যুগেও আমিষের অবদানকে অস্বীকার করার সাধ্য কারোর নেই। মেধা বিকাশ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জন, বেকার সমস্যার সমাধান, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, গ্রামীণ অর্থনীতি সচল রাখা, রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণ, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান অনস্বীকার্য। এ অবদানের অন্যতম অংশীদার হলো মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থির মূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% এবং চলতিমূল্যে জিডিপির আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মাননীয় উপদেষ্টা মিজ্ ফরিদা আখতার এ মন্ত্রণালয়ের অধীন অধিদপ্তর ও সংস্থাসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীদের নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সার্বক্ষণিক উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছেন। এরই ধারাবাহিকতায়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যাপক প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে সামাজিক সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। আমি আশা করি, এ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে এবং দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

(সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর)

প্রকাশকের কথা

প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত সম্প্রসারণের জন্য ১৯৭৮ সালে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা হয়ে মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে একটি নতুন মন্ত্রণালয় গঠিত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে মৎস্য ও পশুপালন বিভাগ নামে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি বিভাগে পরিণত হয়। পৃথক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায় ১৯৮৬ সালে পুনরায় মৎস্য ও পশুপালন মন্ত্রণালয় নামে পুনর্গঠিত হয়। পাশাপাশি ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অধীন কৃষি তথ্য সংস্থা (বর্তমান 'কৃষি তথ্য সার্ভিস') দ্বিধাবিভক্ত হয়ে রাজস্বখাতে ৮৭টি ও উন্নয়ন প্রকল্প খাতে ২৩টিসহ মোট ১১০টি পদ নিয়ে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর' সৃষ্টি হয়। এ দপ্তর সৃষ্টিলগ্ন থেকেই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে উদ্ভাবিত নব নব প্রযুক্তি সম্পর্কে জনগণকে বিশেষ করে খামারিদের উদ্বুদ্ধকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। এ প্রতিষ্ঠান মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের উন্নয়নে সহায়ক বিভিন্ন ধরনের পুস্তক-পুস্তিকা, ফোল্ডার-লিফলেট, সাময়িকী ইত্যাদি প্রকাশ করে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণার্থে তাঁদের মধ্যে বিতরণ করে থাকে। তাছাড়া, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন টিভি-টেলপ, টিভিফিলার, প্রামাণ্য চিত্র ও ডকু-ড্রামা নির্মাণপূর্বক সরকারি ও বেসরকারি টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচার এবং সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণে সময়োপযোগী ভূমিকা পালন করছে।

মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার ইউনিট হিসাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সকল দপ্তর/সংস্থার অগ্রগতি, অর্জন, সাফল্য ইত্যাদি নিয়ে প্রতিবছর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উদ্ভাবিত নব-নব প্রযুক্তি ও কলাকৌশল এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সম্পৃক্ত খামারি, চাষিসহ প্রান্তিক সকল মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে। পাশাপাশি এটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত 'বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪' সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা, গবেষক, নীতি-নির্ধারকদের বিশেষ উপকারে আসবে বলে আমি মনে করি। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রকাশিত এ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক উদ্যোগ, সাফল্য এবং কার্যক্রম সম্পর্কে জনমনে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়িকা হিসেবে কাজ করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

তাছাড়া, এ প্রতিবেদন প্রকাশে যে সমস্ত দপ্তর ও সংস্থা প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও গুরুত্বপূর্ণ সময় সহযোগিতা করেছেন তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তথ্য দপ্তরের যে সকল সহকর্মী অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রতিবেদন প্রস্তুতপূর্বক সার্বিক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত তাদের কাছেও ঋণ স্বীকার করছি। সর্বোপরি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর এবং অতিরিক্ত সচিব জনাব আমেনা বেগমসহ মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ সময়ে সময়ে পরামর্শ দিয়ে এ প্রতিবেদন সমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছেন তাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ডা. সঞ্জীব সূত্রধর
(উপসচিব)
উপপরিচালক
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর

সূচিপত্র

০১.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	০১-১৬
০২.	মৎস্য অধিদপ্তর	১৭-৩৬
০৩.	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	৩৭-৫০
০৪.	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	৫১-৬৫
০৫.	বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট	৬৭-৮৪
০৬.	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন	৮৫-১০২
০৭.	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	১০৩-১০৮
০৮.	বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল	১০৯-১১৬
০৯.	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর	১১৭-১২৯

‘সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ’

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
www.mofl.gov.bd

ভূমিকা

দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা তথা প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন এবং আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অবদান অনস্বীকার্য। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য, গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি ও দুগ্ধ উৎপাদন বৃদ্ধিসহ এদের সংরক্ষণ, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও জাত উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য নিরাপদ, পর্যাপ্ত ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ নিশ্চিতকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mision)

মৎস্য ও প্রাণিজ পণ্যের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim and Objectives)

- টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- আইন-বিধিমালা প্রণয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জনহিতকর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ;
- নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য এবং প্রাণি ও প্রাণিজাত পণ্য অভ্যন্তরীণ বাজারে বিপণন ও রপ্তানিতে সহায়তা;
- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- আমিষে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে মাছ, মাংস, দুধ ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- গবাদিপশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন, হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন;
- মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির কৌলিতাত্ত্বিক গুণাগুণ সংরক্ষণ ও জাত উন্নয়ন;
- দুগ্ধ ও গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির খামার ব্যবস্থাপনা, মৎস্য ও প্রাণিজাত পণ্যের রপ্তানি ও মান নিয়ন্ত্রণ;

- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, গবেষণা কার্যক্রম ও মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- ❖ অভ্যন্তরীণ, উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা;
- ❖ মৎস্য, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির পুষ্টি উন্নয়ন।

সাংগঠনিক কাঠামো

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বিদ্যমান সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী এখানে ০৬টি অনুবিভাগ রয়েছে। অনুবিভাগগুলো হচ্ছে (১) প্রশাসন (২) মৎস্য (৩) প্রাণিসম্পদ (৪) সমন্বয় ও আইসিটি (৫) ব্লু-ইকোনমি (৬) পরিকল্পনা। ০৬ (ছয়)টি অনুবিভাগের অধীনে বর্তমানে ১১টি অধিশাখা ও ২৯টি শাখা রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত মোট জনবল ১৭১।

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উদ্‌যাপন

গত ২৪ হতে ৩০ জুলাই, ২০২৩ পর্যন্ত দেশব্যাপী জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়েছে। ২৪ জুলাই ২০২৩ তারিখ মানিক মিয়া এভিনিউতে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য সড়ক র‍্যালি এবং একই দিন হাতিরঝিলে একটি বর্ণাঢ্য নৌ র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ০১ জন ব্যক্তি ও ০৭টি প্রতিষ্ঠানকে স্বর্ণপদক, ০১ জন ব্যক্তি ও ০৬টি প্রতিষ্ঠানকে রৌপ্যপদক এবং ০১ জন ব্যক্তি ও ০৫টি প্রতিষ্ঠানকে ব্রোঞ্জ পদক প্রদান করা হয়। মৎস্য সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বঙ্গভবনস্থ পুকুর, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ভবন লেকসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়। তাছাড়া কেন্দ্রীয়, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করা হয়।

দেশব্যাপী প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ পালন

দুগ্ধ ও পোল্ট্রি খামারিদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে 'প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহ ও প্রদর্শনী-২০২৪' গত ১৮-২২ এপ্রিল, ২০২৪ দেশব্যাপী পালন করা হয়। প্রাণিসম্পদ সেবা সপ্তাহের অংশ হিসেবে ৯০,২৯৭টি পশুপাখিকে টিকা প্রদান এবং ৮০,০৬৮টি প্রাণীকে কৃমিনাশক ওষুধ খাওয়ানো হয়। এ সময়ে বিভিন্ন বিষয়ে ৬৯,১২১ জন খামারি পরামর্শ সেবা গ্রহণ করেছেন। প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রযুক্তি, ঔষধ সামগ্রী, টিকা, প্রাণিজাত পণ্য উৎপাদন ও সংরক্ষণ সরঞ্জাম, মোড়কজাত পণ্য, বাজারজাতকরণ প্রযুক্তি বিষয়ক স্টল প্রদর্শনীতে স্থান পায়। প্রদর্শনীর দুই দিনে প্রায় নয় কোটি টাকার প্রাণিসম্পদ পণ্য বেচাকেনা হয়। গুণ, মান, স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য, আকার, অবদান, বাজারজাতকরণ, প্রভাব ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় প্রদর্শনীর সমাপনী দিনে অংশগ্রহণকারীদেরকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ক্রেস্ট ও সনদ প্রদান করা হয়।

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন

দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'বৈশ্বিক পুষ্টিতে দুধ অপরিহার্য' প্রতিপাদ্যে গত ১ জুন ২০২৪ তারিখে দেশব্যাপী দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকার এগারোটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন তরান্বিত করার লক্ষ্যে উক্ত দিবসে ৪১ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৪’ উদ্‌যাপন

গত ১১-১৭ মার্চ, ২০২৪ পর্যন্ত ‘ইলিশ হলো মাছের রাজা-জাটকা ধরলে হবে সাজা’ এই শ্লোগানকে সামনে রেখে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ উদ্‌যাপিত হয়েছে। চাঁদপুর জেলাধীন সদর উপজেলার মোলহেড, বড় স্টেশন প্রাঙ্গণে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ও নৌর‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে জাটকা রক্ষার গুরুত্বসহ জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ এর কর্মসূচি দেশবাসীকে অবহিত করা হয়। জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষ্যে সারা দেশে মাছ বাজার ও আড়তে মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া দেশের বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয় এবং প্রচারণার অংশ হিসেবে সপ্তাহব্যাপী সরকারি বেসরকারি টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন, স্ক্রল, সংবাদ, বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়।

প্রধান প্রজনন মৌসুমে মা-ইলিশ রক্ষা কার্যক্রম

- ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ইলিশের ডিম ছাড়া নির্বিঘ্ন করতে প্রতিবছরের ন্যায় ২০২৩ সালের ১২ অক্টোবর-০২ নভেম্বর পর্যন্ত মোট ২২ দিন সারাদেশে ইলিশ আহরণ, পরিবহণ, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয়, বাজারজাতকরণ ও বিনিময় বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি, মোবাইল কোর্ট ও অভিযান পরিচালিত হয়েছে।
- ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩’ এর আওতায় মোট ২ হাজার ১১৭টি মোবাইল কোর্ট ও ০৮ হাজার ৭১১টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এ সকল মোবাইল কোর্ট ও অভিযানের মাধ্যমে ৫৩.৪২ মে. টন ইলিশ জব্দ, ৭৭২.৭৮ লক্ষ মিটার জাল আটক, ২ হাজার ৭১৮টি মামলা দায়ের, ৪৮.৮০ লক্ষ টাকা জরিমানা আদায় এবং ২ হাজার ৯৩ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে।
- ইলিশের প্রধান প্রজনন মৌসুমে ৩৭ জেলার ১৫৫ উপজেলার মা ইলিশ আহরণে বিরত থাকা ৫ লক্ষ ৫৪ হাজার ৮৮৭ টি জেলে পরিবারকে ২২ দিনের জন্য ২৫ কেজি হারে ১৩ হাজার ৮৭২ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রম

- ২০২৩-’২৪ অর্থবছরে জাটকা সংরক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় ০১ নভেম্বর ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত ২ হাজার ৪৩৫টি মোবাইল কোর্ট ও ১৫ হাজার ১৫৭টি অভিযান পরিচালনার মাধ্যমে ২৮০.১৮৫ মে. টন জাটকা, ২২১.৫৭৫ মে. টন অন্যান্য মাছ ১,২৫৩.৯৪ লক্ষ মিটার কারেন্ট জাল জব্দ এবং ২ হাজার ১৫৫টি মামলা দায়ের, ৮৮.৯৯ লক্ষ টাকা জরিমানা ও ১৩২৩ জনকে জেল প্রদান করা হয়েছে। জব্দকৃত মালামাল নিলামে বিক্রির মাধ্যমে ৪০.৬৪৮ লক্ষ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করা হয়েছে;
- জাটকা আহরণে বিরত জেলেদের মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় মাসিক ৪০ কেজি হারে ফেব্রুয়ারি থেকে মে, ২০২৪ পর্যন্ত চার মাসের জন্য ৩ লক্ষ ৬১ হাজার ৭১টি জেলে পরিবারকে ৫৭ হাজার ৭৭১.৩৬ মে. টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

সুনীল অর্থনীতিতে মৎস্য খাত

সুনীল অর্থনীতির বিকাশে সমুদ্রে প্রচলিত ও অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ অনুসন্ধান, সংরক্ষণ ও টেকসই আহরণের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন কর্মকৌশল প্রণয়ন ও তা এসডিজির সাথে সমন্বয় করে হালনাগাদ করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যের টেকসই আহরণ ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশনা, ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ‘সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিসারিজ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের

সমুদ্রসীমায় মনিটরিং, কন্ট্রোল ও সার্ভিল্যান্স জোরদারকরণে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে ভেসেল মনিটরিং সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ জন্য চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে জয়েন্ট মনিটরিং সেন্টার। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে মেরিন স্পেশাল প্ল্যান, যা সামুদ্রিক মৎস্য খাতে একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। সুনীল অর্থনীতির সম্ভাবনা কাজে লাগাতে 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) এর সদস্যপদ অর্জন করেছে। সামুদ্রিক মাছের মজুদ নিরূপণে মৎস্য গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' বঙ্গোপসাগরে ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করেছে এবং ২০১৬-'১৭ হতে ২০১৮-'১৯ পর্যন্ত পরিচালিত ২৪টি সার্ভে ক্রুজের Stock Analysis প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে। শীঘ্রই অবশিষ্ট ক্রুজের প্রতিবেদন প্রকাশ করা হবে।

নিহত/নিখোঁজ ও স্থায়ীভাবে অক্ষম মৎস্যজীবীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান

'নিহত জেলে পরিবার বা স্থায়ীভাবে অক্ষম জেলেদের আর্থিক সহায়তা প্রদান নীতিমালা-২০১৯' এর আলোকে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে নিহত জেলেদের ৬৯টি পরিবারকে মোট ৩৪.৫০ লক্ষ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মৎস্য গবেষণা সংক্রান্ত কার্যক্রম

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট বিলুপ্তপ্রায় প্রজাতিসহ দেশীয় মাছের জীনপুল সংরক্ষণ ও মৎস্য জীববৈচিত্র রক্ষার গবেষণা কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। ইতোমধ্যে ৪০টি বিপন্ন দেশীয় প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করেছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে চিত্রা (*Scatophagus argus*) এবং মেনি/ভেদা (*Nadus nandus*) মাছের কৃত্রিম প্রজনন, পোনা প্রতিপালন এবং নার্সারি ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। তাছাড়া উপকূলে বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন সীউইড (*Ulva intestinalis*) চাষ ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক লাইভ ফিড (*Skeletonema costatum Ges Chaetocers gracilis*) পৃথকীকরণ ও চাষ ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা হয়।

বিশ্ব ডিম দিবস উদ্‌যাপন

ডিমের গুণগতমান সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে 'ডিমে পুষ্টি ডিমে শক্তি, ডিমে আছে রোগমুক্তি' প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে পালিত হয়েছে ২১তম বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৯৯৬ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে।

স্কুল মিল্ক ফিডিং

দুধ একমাত্র আদর্শ খাদ্য যার মধ্যে রয়েছে শর্করা, আমিষ, চর্বি, ভিটামিন, খনিজ পদার্থ এবং পানি। শরীর গঠনে বিশেষ করে দাঁত ও অস্থিকে শক্তিশালী করে, মানসিক স্বাস্থ্য এবং মেধা বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলশ্রুতিতে একটি মেধাসম্পন্ন জাতি গঠনে দুধের আবদান অনস্বীকার্য। নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশের ৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বছরব্যাপী তরল দুধ পান করানোর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রচেষ্টার মাধ্যমে দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণের অভ্যাস সৃষ্টি হবে যা দুধের চাহিদা বৃদ্ধি ও সরবরাহ কাঠামোতে একটি উদ্দীপনা সৃষ্টি করবে।

স্কুল মিল্ক ফিডিং এর উদ্দেশ্য

- ❖ স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রাণীজ পুষ্টির যোগান দেওয়া;
- ❖ স্থানীয় দুগ্ধ উৎপাদনকারীদের দুধ বিক্রয় সহজতর করা;

- ❖ দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ কোম্পানিগুলোকে ক্ষুদ্রাকারে দুগ্ধ উৎপাদনকারী দল (পিজি) এবং ভোক্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা;
- ❖ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা।

চিত্র: স্কুল মিল্ক ফিডিং অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে দুধ বিতরণ

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রি

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ২৫টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করেছে। প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬০০ টাকা, খাসির মাংস ৯০০ টাকা, ড্রেস্ড ব্রয়লার ২৫০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৮.৩৩ টাকা মূল্যে গত ১২-০৩-২০২৪ থেকে ১০-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৯ দিনে ২,৩৮,৮৬১ লিটার দুধ, ১,৯৯,১৬৮ কেজি গরুর মাংস ৫,১৩১ কেজি খাসির মাংস ২,১৬,৪২৭ কেজি ড্রেস্ড ব্রয়লার এবং ৪২,০৯,৩৬৫টি ডিম ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ৫,৯১,৯৭১ জন ভোক্তা সাকুল্যে ২২.৩৩ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন।

চিত্র: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২৩-২৪)		পূর্ববর্তী বছর (২০২২-২৩)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
১	৩	৪	৫	৬	৭
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	মা ইলিশ আহরণে বিরত মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৫,৫৪,৮৮৭টি জেলে পরিবার	৭২৭৯.১৩৭৬৩	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	৬৯০১.১৬ (১৩৮৭২.১৮ মে. টন খাদ্যশস্য)
	জাটকা আহরণে বিরত থাকা মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৩৬১০৭১টি জেলে পরিবার	৩০৩১৪.৩১৮৬৩ (৫৭,৭৭১.৩৬ মে. টন খাদ্যশস্য)	৩,৬০,৮৬৯টি জেলে পরিবার	২৮,৭২৪.১৪ (৫৭,৭৩৯.০৪ মে. টন খাদ্যশস্য)
	৬৫দিন সমুদ্রে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালে উপকূলীয় জেলা এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য বিতরণ	৩,১১,০৬২টি জেলে পরিবার	১৩,৮৮২.৪৪৬০৫ (২৬,৭৫১.২৪ মে. টন খাদ্যশস্য)	৩,১১,০৬২টি জেলে পরিবার	১৩,৩০৬.৮২২ (২৬,৭৪৮.৩৪৪ মে. টন খাদ্যশস্য)
	কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধকালীন কাপ্তাই হ্রদ তীরবর্তী মৎস্যজীবীদের ভিজিএফ এর আওতায় খাদ্যশস্য প্রদান	২৬,৭৫১ জন জেলে	১১১০.৫৪৪২ ২১৪০ মে. টন (চাল/খাদ্য)	২৬৪৫৯ জন জেলে	৫২৫.৫২০১৮ ১০৫৮.৩৬ মে. টন (চাল/খাদ্য)
	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প এর আওতায় জাল বিতরণ ও জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উপকরণ সহায়তা প্রদান	১৪,৭৯৮ জন	৩,৮১১.৯৯	৮,৪৬৫ জন	২,১০১.০০
	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	৫৪,৪৩৯	৩৫৫৯.০০	-	-

মন্ত্রণালয়/ বিভাগ	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরণ	প্রতিবেদনাধীন বছর (২০২৩-২৪)		পূর্ববর্তী বছর (২০২২-২৩)	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/পরিবার/ প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	আর্থিক সংশ্লেষ (লক্ষ টাকায়)
	উপকূলীয় চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৩,৩৩৪	৫০৩৪.০০	৮,২০০	২০৫০.৩৩
	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠির আর্থসামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	৮৫,১১০	৬৭৪২.৯৭	৭,৯৭৫	৩১৯৯.৪৯
	দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে উপকরণ সহায়তা	৬,৮৩৫ জন	১,১৪৩.৩০	৮,০৯৫ জন	১,৩৫৬.৪০
	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প এর আওতায় বিকল্প আয়বর্ধনমূলক কার্যক্রমে উপকরণ সহায়তা	৫০০টি জেলে পরিবার	১০০.০০	২৫০টি জেলে পরিবার	৫০.০০
	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৫২৭	২৭৮০.০০	৩৯০	৪৩০.০০
	উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬টি এলাকা ও নদীবিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	২৬৫৮	৫২২.৫২	২৬২৩	৩৫১.৬৫
	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার অ্যান্ড ওয়াটার ম্যানেজম্যান্ট প্রজেক্ট এর আওতায় এআইজিএ উপকরণ সহায়তা প্রদান	৩৮০ জন	৯৫.০০	১০০ জন	২৫.০০

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম

১) ই-ফাইলিং

দ্রুততম সময়ে নথি অনুমোদন, নথি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা আনয়ন এবং পেপারলেস দপ্তর বিনির্মাণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল শাখায় ই-ফাইলিং সিস্টেম চালু করা হয়েছে। এ মন্ত্রণালয়ে ৯০%-এর অধিক কার্যক্রম ডি-নথিতে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে।

২) ই-প্রকিউরমেন্ট

সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় মার্চ/২০১৮ হতে ই-প্রকিউরমেন্ট কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

ই-প্রকিউরমেন্টঃ https://www.eprocure.gov.bd/

৩) দাপ্তরিক ইমেইল সিস্টেম ডেভেলপ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ডোমেইন ওয়েবমেইল সার্ভিস চালু করেছে। ব্যবহারকারী ইমেইল আইডি তৈরিসহ গ্রুপ মেইল প্রেরণের ব্যবস্থা আছে।

৪) ওয়েব পোর্টাল ও ওয়েবসাইটে ই-সার্ভিসসমূহ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থার প্রধান কার্যালয়সহ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সকল দপ্তর জাতীয় ওয়েবপোর্টালের সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে। জনগণের সেবা সংক্রান্ত তথ্যাদি, সুশাসন সংক্রান্ত তথ্যাদি, প্রজ্ঞাপন, অফিস আদেশ, নোটিশ, আইন, বিধি ও নীতিমালা, বিভিন্ন ফরমসহ প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হচ্ছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের ওয়েব পোর্টাল: https://mofl.gov.bd/ অথবা https://মপ্রাম.বাংলা/

মাতৃভাষা বাংলায় ডোমেইন চালু

ইংরেজি ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় ইতোমধ্যে এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবপোর্টাল সংযুক্ত করা হয়েছে। ইহা প্রচারের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে এর অধীন সকল দপ্তর/সংস্থাসহ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পত্র প্রেরণ করে জানানো হয়েছে।

বাংলা ডোমেইন এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট: https://মপ্রাম.বাংলা/

মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইজ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডাটাবেইজ তথা পিডিএস প্রস্তুত করা হয়েছে। ফলে কর্মকর্তা /কর্মচারীদের চাকুরি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্যাদি, চাকুরির ইতিহাস, বিভিন্ন ধরণের ব্যক্তিগত তথ্যাদি, পিআরএল গমনসহ যাবতীয় তথ্যাদি সহজেই সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা যাচ্ছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ডাটাবেইজ ব্যবহার করে খুব সহজে দাপ্তরিক বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে।

উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম স্থাপন

উচ্চগতি সম্পন্ন ইন্টারনেট ও নেটওয়ার্কিং সিস্টেম একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ৩৭০ এমবিপিএস ইন্টারনেট সংযোগ গ্রহণ করেছে। সার্ভার, রাউটার এবং ম্যানেজেবল সুইচের মাধ্যমে মন্ত্রণালয় নেটওয়ার্কিং এর আওতায় আনা হয়েছে। মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে দাপ্তরিক কাজে ইন্টারনেট ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

DIGITAL MoFL

মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সঠিক সময়ে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন তথ্যের প্রয়োজন হয়। সকল তথ্য একই প্ল্যাটফর্মে পাওয়া যায় না। মোবাইল অ্যাপস এবং সার্ভিসগুলোর লিংক খুঁজে পেতে অনেক সমস্যা হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। ফলশ্রুতিতে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কম্পিউটারে আলাদা আলাদাভাবে বুকমার্ক করে দিতে হয়। এ মন্ত্রণালয়ের সকল ডিজিটাল সেবাসমূহ একত্রে না থাকায় মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ নাগরিকদের ভোগান্তি পোহাতে হয়। ক্ষেত্রবিশেষে আইসিটি পার্সনালদের বিশেষজ্ঞের সহযোগিতা প্রয়োজন হয়। ফলে অনেক সময়ক্ষেপণ হয় এবং দাপ্তরিক কাজ বিঘ্নিত হয়। সকল সার্ভিসসহ নাগরিক সেবার তথ্য, মোবাইল অ্যাপস এবং দাপ্তরিক কাজে ব্যবহৃত সকল ওয়েব পোর্টালগুলো বুকমার্ক হিসেবে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসার জন্য এই উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ই-মনিহারি এবং রিকুইজিশন সিস্টেম

ই-মনিহারি এবং রিকুইজিশন সিস্টেম-এর মাধ্যমে স্টকে বিদ্যমান মনিহারি দ্রব্যের চাহিদা অনলাইনে দাখিল পূর্বক খুব সহজেই পাওয়া যায়। তাছাড়া কর্তৃপক্ষ স্টক দেখে কোন কোন মনিহারি দ্রব্য কী পরিমাণ ক্রয় করা প্রয়োজন তা সহজেই সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

দেশে/বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণকালীন প্রেষণ/ছুটি তথ্য ব্যবস্থাপনা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষা / প্রশিক্ষণের ছুটি অনুমোদন প্রক্রিয়া সহজিকরণ, দেশে / বিদেশে উচ্চ শিক্ষা / প্রশিক্ষণের ছুটিতে অবস্থানরত কর্মকর্তাদের ডাটাবেইজ তৈরি, মঞ্জুরিকৃত ছুটি শেষে অতিরিক্ত সময় দেশে / বিদেশে অবস্থান হতে কর্মকর্তাদের বিরত রাখা এবং

কর্মকর্তাদের মঞ্জুরকৃত ছুটি তাৎক্ষণিক (রিয়েল টাইম) মনিটর করার জন্য 'দেশে/বিদেশে উচ্চশিক্ষা/প্রশিক্ষণকালীন প্রেষণ/ছুটি তথ্য ব্যবস্থাপনা' একটি অনলাইন সিস্টেম চালু করা হয়েছে।

ফেসবুক পেইজ

জনগণের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে সোস্যাল মিডিয়ার কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে সেবা উদ্ভাবন প্রক্রিয়ার বিষয়ে মতামত গ্রহণের জন্য ফেসবুক পেইজ খোলা হয়েছে। https://www.facebook.com/moflbd/ এই ঠিকানায় গিয়ে মন্ত্রণালয়ের ফেসবুক পেইজে যুক্ত হওয়া যাবে।

পিআরএল, লামগ্রান্ট, পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর

নির্দিষ্ট চাকরি জীবনের পর সরকারি কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রাপ্য পিআরএল, লামগ্রান্ট, অবসর সুবিধাসহ আনুতোষিক মঞ্জুরির জন্য সেবা সহজিকরণের মাধ্যমে পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণরূপে অনলাইনে নিষ্পত্তি করা আবশ্যক। এতে বয়স্ক সরকারি চাকুরিজীবীদের ভোগান্তি কমবে এবং দ্রুত সেবার পাশাপাশি সরকারি অর্থের সাশ্রয় হবে।

ই-সার্ভিস ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা' নামক একটি ইন্টিগ্রেটেড ই-সার্ভিস http://eservices.mofl.gov.bd/চালু করেছে, যেখানে মন্ত্রণালয়সহ আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার সকল সেবা একই স্থান/পোর্টাল হতে পাওয়া যাচ্ছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তথ্য ও প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হবে প্রথম ও শতভাগ পেপারলেস অফিস। সেইসাথে কেন্দ্রীয়ভাবে সকল ই-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে।

আইন ও বিধি প্রণয়ন

বাংলাদেশ জাতীয় চিড়িয়াখানা আইন, ২০২৩ এবং ডেইরি ডেভেলপমেন্ট বোর্ড আইন ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা, ২০২৩ গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে। ব্যাপক উদ্যোগ ও ঐকান্তিক কর্ম প্রচেষ্টার ফলে এ সকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশমালা চূড়ান্ত রূপ লাভ করেছে। এ সকল আইন, নীতিমালা ও নির্দেশিকা অনুসৃত হলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে অধিকতর সুশাসন নিশ্চিত হবে এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)

সরকারের ঘোষিত নীতি ও কর্মসূচির অধীনে সরকারি কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১৪-'১৫ অর্থবছর হতে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। রূপকল্প (Vision) এবং অভীলক্ষ্য (Mission) বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে মোট ০৫টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের ২৫টি কার্যক্রম ও ৪৬টি সূচক এবং আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য অংশে জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা, ইগভর্নেন্স ও ইনোভেশন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা এবং তথ্য অধিকার কর্মপরিকল্পনা অন্তর্ভূক্ত ছিল। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) ২০৩০ এবং সরকারের সার্বিক উন্নয়ন অগ্রাধিকারের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর/দপ্তর/সংস্থা বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে।

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে (জুন ২০২৪ পর্যন্ত) সমাপ্ত প্রকল্পসমূহ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	প্রকল্পের মোট বরাদ্দ	প্রকল্পের মোট ব্যয়
মৎস্য অধিদপ্তর			
১।	রাজশাহী বিভাগে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (০১-০১-২০১৯ থেকে ৩১-১২-২০২৩)	৪৭.৪৭	৪৩.০০ (৯০.৫৮%)
২।	মৎস্যচাষ ও মৎস্যখাতে আসিয়ান (ASEAN)-বাংলাদেশ সহযোগিতা প্রকল্প (০১-০২-২০২৩ থেকে ৩০-০৬-২০২৪)	২.৮৭	২.৮৭ (১০০%)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর			
৩।	কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প (০১-০১-২০১৬ থেকে ৩০-০৬-২০২৪)	৪৩৩.০৫	৪২৪.২৬ (৯৭.৯৭%)
৪।	জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভেটেরিনারি পাবলিক হেলথ সার্ভিস জোরদারকরণ প্রকল্প (০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২৪)	৭৩.২৬	৭১.১১ (৯৭.০৭ %)
৫।	মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়) প্রকল্প (০১-১০-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০২৪)	১৬২.৯৩	১৫০.৪৫ (৯২.৩৪%)
৬।	হাওর অঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (০১-০৩-২০২০ থেকে ৩০-০৬-২০২৪)	১১৮.১৩	১১৪.০৯ (৯৯.১৯%)
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই)			
৭।	ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলের জাত সংরক্ষণ ও উন্নয়ন গবেষণা প্রকল্প (০১-০৭-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০২৩)	১১.০০	৭.৫০ (৬৮.১৮%)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের চলমান প্রকল্পসমূহ তালিকা

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১	সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্ট (SCMFP)	জুলাই ২০১৮-জুন ২০২৫	২১৮৬.৩৫	মৎস্য অধিদপ্তর
২	পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	মার্চ ২০২০-জুন ২০২৫	১১৮.২৮	মৎস্য অধিদপ্তর
৩	গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫	৫৫.২১	মৎস্য অধিদপ্তর
৪	দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৬	১৯৫.০০	মৎস্য অধিদপ্তর
৫	ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৫	২৭৬.৩০	মৎস্য অধিদপ্তর
৬	ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট (মৎস্য অধিদপ্তরের অংশ)	অক্টোবর ২০২১-সেপ্টেম্বর ২০২৫	১০৬.২৫	মৎস্য অধিদপ্তর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
৭	কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিসারিজ এন্ড অ্যাকোয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত)	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	৫৮.৫৩	মৎস্য অধিদপ্তর
৮	নিমগাছি এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা প্রকল্প	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৬	২১.৪৬	মৎস্য অধিদপ্তর
৯	হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)	সেপ্টেম্বর ২০২৩-জুন ২০২৭	৪৬.৩৯	মৎস্য অধিদপ্তর
১০	Fisheries Livelihood Enhancement Project in the Coastal Area of the Bay of Bengal (FiLEP)	জুলাই ২০২৩-মে ২০২৭	৪২.৪৫	মৎস্য অধিদপ্তর
১১	বিদ্যমান সরকারি মৎস্য খামারসমূহের সক্ষমতা ও মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)	জুলাই ২০২৪-জুন ২০২৮	৩৭১.৩২	মৎস্য অধিদপ্তর
১২	কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৪	২২৮.৪০	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
১৩	সুনামগঞ্জ জেলার দিরাইউপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প	জুলাই ২০২১-জুন ২০২৫	২৯.২৪	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
১৪	Improvement of Fish Landing Center of Bangladesh Fisheries Development Corporation in Cox's Bazar District	জানুয়ারি ২০২৪-ডিসেম্বর ২০২৭	২৩২৮৩.০০	বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
১৫	পিপিআর রোগ নির্মূল এবং ক্ষুরারোগ নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯-ডিসেম্বর ২০২৫	৩১৬.৫৪	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৬	উত্তরাঞ্চলের সীমান্তবর্তী সুবিধাবঞ্চিত ৮৬ টি এলাকা ও নদী বিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	মার্চ ২০২০-জুন ২০২৬	৮০.০০	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৭	প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৫	১১৭.৪৯	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
১৮	প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০১৯-অক্টোবর ২০২৫	৫৩৮৯.৯২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

ক্র. নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রাক্কলিত ব্যয় (কোটি টাকায়)	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
১৯	সমতল ভূমিতে বসবাসরত অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠির আর্থসামাজিক ও জীবন মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৬	৩৯১.৫২	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২০	সিলেট, লালমনিরহাট/কুড়িগ্রাম এবং বরিশাল ইনস্টিটিউট অব লাইভস্টক সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি স্থাপন প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২০-ডিসেম্বর ২০২৪	১৩৮.৪৩	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সক্ষমতা জোরদারকরণ প্রকল্প	জানুয়ারি ২০২০-জুন ২০২৬	২৫২.৫০	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২২	মানিকগঞ্জ, ঢাকা, মুন্সিগঞ্জ, রাজবাড়ী, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুর জেলার নদীবিধৌত চরাঞ্চলে সমন্বিত প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন	জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৭	৩০৩.৬৭	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
২৩	পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প	জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৫	১৩৪.০০	বিএলআরআই
২৪	মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প	জুলাই ২০২০-জুন ২০২৬	৭২.১১	বিএলআরআই

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও অধীনস্থ দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের বাজেট বিবরণী

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	২০২৩-'২৪ অর্থবছর		
	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়
সচিবালয়			
মোট পরিচালন	৫৫২০৬.২১	৫৬১০৩.৬৩	৫৫৫১৬.৮৪
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
পিএল (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন(জিওবি+পিএল)	০.০০	০.০০	০.০০
জিওবি (উন্নয়ন থোক)	৭১৪.০০	০.০০	০.০০
পিএল (উন্নয়ন থোক)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট থোক (জিওবি+পিএল)	৭১৪.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট উন্নয়ন(জিওবি+পিএল+থোক)	৭১৪.০০	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	৫৫৯২০.২১	৫৬১০৩.৬৩	৫৫৫১৬.৮৪

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	২০২৩-'২৪ অর্থবছর		
	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়
মৎস্য অধিদপ্তর			
মোট পরিচালন	৩৬৫৬৪.০০	৩৪৯২৭.৩০	৩১৬৯৪.০০
জিওবি (উন্নয়ন)	১৯১১৬.০০	১৯৪২৯.০০	১৬৭৬৬.১৯
পিএল (উন্নয়ন)	৬৪৯৭৪.০০	৩৭৩০০.০০	৩৫১৯০.৩৭
মোট উন্নয়ন	৮৪০৯০.০০	৫৬৭২৯.০০	৫১৯৫৬.৫৬
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	১২০৬৫৪.০০	৯১৬৫৬.৩০	৮৩৬৫০.৫৬
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর			
মোট পরিচালন	৭৮৪১৯.০০	৭৪৩৪০.৮৬	৭০০৩৮.৪৬
জিওবি (উন্নয়ন)	৪৪৫৮৬.০০	৪৪৯৩৬.০০	৪৩৩২১.৮০
পিএল (উন্নয়ন)	১০৩৫০১.০০	১০৩৫০১.০০	৯৪৫১৮.৩০
মোট উন্নয়ন	১৪৮০৮৭.০০	১৪৮৪৩৭.০০	১৩৭৮৪০.১০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	২২৬৫০৬.০০	২২২৭৭৭.৮৬	২০৭৮৭৮.৫৬
মেরিন ফিশারিজ একাডেমী			
মোট পরিচালন	১৬০৪.০০	১৫১০.৮৪	১৩১৫.১১
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
পিএল (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	১৬০৪.০০	১৫১০.৮৪	১৩১৫.১১
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর			
মোট পরিচালন	৬৩৭.০০	৬১৯.১৪	৫৯১.২২
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
পিএল (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	৬৩৭.০০	৬১৯.১৪	৫৯১.২২
স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ			
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনষ্টিটিউট			
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	৪২৩২.০০	৪১৬২.৩১	৪০৯৭.৬৪
জিওবি (উন্নয়ন)	৪৬০০.০০	৩৯৩৭.০০	৩৮৭০.৫৭
পিএল (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	৪৬০০.০০	৩৯৩৭.০০	৩৮৭০.৫৭
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	৮৮৩২.০০	৮০৯৯.৩১	৭৯৬৮.২১
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট			
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	৪৪৪৩.০০	৪৩১৫.৫০	৪০৮৫.২৭
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
পিএল (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	৪৪৪৩.০০	৪৩১৫.৫০	৪০৮৫.২৭

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থার নাম	২০২৩-'২৪ অর্থবছর		
	বাজেট	সংশোধিত বাজেট	ব্যয়
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল			
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	১৬৮.০০	১৬৮.০০	১৬২.১১
জিওবি (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
পিএল (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	০.০০	০.০০	০.০০
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	১৬৮.০০	১৬৮.০০	১৬২.১১
বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন			
মোট সহায়তা (সরকারি অংশ)	০.০০	০.০০	০.০০
জিওবি (উন্নয়ন)	৫২২৪.০০	৫২২৪.০০	৪৯৬৮.০৭
পিএল (উন্নয়ন)	০.০০	০.০০	০.০০
মোট উন্নয়ন	৫২২৪.০০	৫২২৪.০০	৪৯৬৮.০৭
মোট (পরিচালন + উন্নয়ন)	৫২২৪.০০	৫২২৪.০০	৪৯৬৮.০৭
সর্বমোট (পরিচালন)	১৮১২৭৩.২১	১৭৬১৪৭.৫৮	১৬৭৫০০.৬৫
মোট জিওবি (উন্নয়ন)	৭৪২৪০.০০	৭৩৫২৬.০০	৬৮৯২৬.৬৩
মোট পিএল (উন্নয়ন)	১৬৮৪৭৫.০০	১৪০৮০১.০০	১২৯৭০৮.৬৭
সর্বমোট উন্নয়ন (জিওবি+পিএল)	২৪২৭১৫.০০	২১৪৩২৭.০০	১৯৮৬৩৫.৩০
সর্বমোট (পরিচালন+উন্নয়ন)	৪২৩৯৮৮.২১	৩৯০৪৭৪.৫৮	৩৬৬১৩৫.৯৫

মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
৪৪২	১০৭১৫

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	সেমিনার/ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
৩৩৩	৯২৪১

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (০১ জুলাই ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত) প্রশিক্ষণের জন্য ১৩০ জন কর্মকর্তা বিদেশ গমন করেন।

ফোকাল পয়েন্ট ডাটাবেজ

ফোকাল পয়েন্ট তালিকা হালনাগাদ করার জন্য এবং নতুন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তালিকা সন্নিবেশ করার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে ফোকাল পয়েন্ট এন্ট্রি নামক নতুন একটি ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে। ফলে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তার তথ্য সহজেই সন্নিবেশ এবং হালনাগাদ করা যাচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০ তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নসহ এর যথাযথ ব্যবহার, অতিদারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো ছাড়াও বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানই ছিল এ এজেন্ডার মূল লক্ষ্য। পরিকল্পনা কমিশন হতে ২০১৮ সালে প্রকাশিত এসডিজি Mapping সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের মতামতের আলোকে ২০২১ সালে তা সংশোধন করা হয়। সংশোধিত Mapping অনুযায়ী এ মন্ত্রণালয় ১২টি অভীষ্টের বিপরীতে ০৭টি লক্ষ্যমাত্রায় Lead, ০৩টিতে Co-lead এবং ৩০টিতে Associate হিসেবে অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। SDG-এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য অতিরিক্ত সচিব (প্রাণিসম্পদ-২ অনুবিভাগ) কে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা এবং যুগ্মসচিব (প্রশাসন-২ অধিশাখা) কে বিকল্প ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১৪ (পানির নিচের জীবন) এর লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় দায়িত্ব পালন করছে। অভীষ্ট-১৪ এর বিষয়ে গত ১৩ আগস্ট ২০২৩ তারিখ বর্তমান অগ্রগতি, চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মূখ্য সমন্বয়ক এবং অভীষ্ট-১৪ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর/সংস্থা, উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, কাস্টোডিয়ান এজেন্সির প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থাসমূহে শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটির ত্রৈমাসিক সভা নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং সভার কার্যবিবরণী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থায় নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হার সন্তোষজনক।
- ❖ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামো তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হচ্ছে।
- ❖ এ মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার প্রশিক্ষণ মডিউলে শুদ্ধাচার কৌশল বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে এবং আবশ্যিকভাবে কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। দপ্তর/সংস্থা পর্যায়ে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান ও বর্তমান সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর এবং মন্ত্রণালয় পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব জনাব এ.টি.এম মোস্তফা কামাল ও জনাব মোঃ আব্দুল কাইয়ূম, প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব বিবি আয়েশা ও অফিস সহায়ক জনাব মোঃ শাহ পরান জুয়েল কে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে। পুরস্কার প্রাপ্তদের ০১ (এক) মাসের মূল বেতনের সমপরিমাণ অর্থসহ ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র প্রদান করা হয়।

মৎস্য অধিদপ্তর
www.fisheries.gov.bd

১. ভূমিকা (Introduction)

বৈচিত্র্যময় মৎস্যসম্পদে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ। দেশের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জনগণের পুষ্টি চাহিদাপূরণসহ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্যখাতের গুরুত্ব অপরিসীম। সুবিস্তৃত মুক্ত জলাশয়, অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সময়োপযোগী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ আজ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের মোট জিডিপি'র ২.৫৩ শতাংশ এবং কৃষিজ জিডিপি'র ২২.২৬ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। মৎস্য খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২.৮১ শতাংশ (বিবিএস, ২০২৪)। দেশের প্রায় ১৪ লক্ষ নারীসহ ২ কোটি অর্থাৎ প্রায় ১২ শতাংশের অধিক জনগোষ্ঠী এ খাতের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়োজিত থেকে জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে। বাংলাদেশের সীমিত জলজসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী, মৎস্য উপকরণ ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাসহ মৎস্য সাপ্লাই চেইনে সম্পৃক্ত সকলের সমন্বিত প্রয়াসে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ খাত আজ এক অনন্য উচ্চতায় প্রতিষ্ঠিত। টেকসই মৎস্য উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, বাণিজ্যিক মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ইলিশ সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা, সুনীল অর্থনীতির অপার সম্ভাবনার বিকাশে সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ, গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণের উদ্যোগ গ্রহণসহ মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

২. রূপকল্প (Vision)

মৎস্যজাত উৎস হতে প্রাণিজ পুষ্টির চাহিদাপূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজসম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদাপূরণ ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধি এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and objectives)

- ❖ মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি;
- ❖ আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- ❖ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ;
- ❖ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন;

- ❖ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- ❖ টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- ❖ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ❖ মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ❖ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- ❖ উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মান উন্নয়ন;
- ❖ তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন; এবং
- ❖ আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Key Functions)

- ❖ টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- ❖ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন;
- ❖ মৎস্য আবাসস্থল উন্নয়ন ও প্রদর্শনী খামার স্থাপন;
- ❖ মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাকে পরামর্শ প্রদান ও মৎস্যচাষির পুকুর পরিদর্শন;
- ❖ মানব সম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ❖ মৎস্যচাষি, মৎস্যজীবী ও অন্যান্য সুফলভোগীদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ বিল নার্সারি স্থাপন ও পরিচালনা এবং উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনামাছ অবমুক্তকরণ;
- ❖ মৎস্য হ্যাচারি নিবন্ধন ও নবায়ন এবং মৎস্য খাদ্যমান পরীক্ষা;
- ❖ মৎস্য রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ❖ মাছ ধরার ট্রলার ও নৌযানসমূহকে লাইসেন্সিং কার্যক্রমের আওতায় আনয়ন;
- ❖ আইইউইউ (IUU) মৎস্য আহরণ রোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ❖ ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- ❖ মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের কনসাইনমেন্ট পরিদর্শন এবং এনআরসিপি নমুনা পরীক্ষণ;
- ❖ রপ্তানিতব্য মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ এবং স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ প্রদান;
- ❖ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- ❖ মাছের অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ও ব্যবস্থাপনা এবং বিলুপ্তপ্রায় মৎস্য প্রজাতি সংরক্ষণ;
- ❖ মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন ও অভিযান পরিচালনা;
- ❖ পরিবেশ সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সম্প্রসারণ;
- ❖ মাছের আহরণোত্তর ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন; এবং
- ❖ উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন।

৬) সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)

বর্তমানে মৎস্য অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবল ২০৭৩ জন। অনুমোদিত ক্যাডার পদসংখ্যা ১৩৭১টি এবং নন-ক্যাডার পদসংখ্যা ৪৬৯১টি। তন্মধ্যে, কর্মরত ক্যাডার পদসংখ্যা ৬৪৪জন এবং নন-ক্যাডার পদসংখ্যা ৩৬৪৫ জন। এছাড়াও শূণ্য পদসংখ্যা (ক্যাডার) ৭২৭টি এবং নন-ক্যাডার ১৩৪৬টি। মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ৮টি বিভাগীয়, ৬৪টি জেলা এবং ৪৯৫টি উপজেলা মৎস্য দপ্তর রয়েছে। তাছাড়া, মানব সম্পদ উন্নয়নের জন্য সাভার, ঢাকাতে ১টি মৎস্য প্রশিক্ষণ একাডেমীসহ লক্ষীপুর, পার্বতীপুর, ফরিদপুর, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর এবং রাঙ্গামাটিতে ১টি করে মোট ৬টি মৎস্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট রয়েছে। এছাড়াও সিরাজগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ ও চাঁদপুরে একটি করে মোট ৪টি মৎস্য ডিপ্লোমা ইন্সটিটিউট রয়েছে। চট্টগ্রামে রয়েছে ১টি সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর এবং ১টি সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ব্যবস্থাপনা ইউনিট। তাছাড়াও সার্ভিলেন্স চেক পোষ্ট রয়েছে ৯টি, কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ম্যানেজারের দপ্তর ৩টি, বাঁওড় মৎস্য দপ্তর ৭টি, আঞ্চলিক মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর ২টি এবং চিংড়ি উৎপাদন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৫টি।

চিত্র: মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়

গুণগত মানসম্পন্ন রেণু ও পোনা উৎপাদনের নিমিত্ত মোট মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার/হ্যাচারি/নার্সারি রয়েছে ১৪৩টি। ঢাকা, খুলনা ও চট্টগ্রামে ১টি করে মোট ৩টি মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসহ সমগ্রদেশে ফিসারিজ কোরেন্টাইন অফিস রয়েছে ১৭টি।

চিত্র: কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাবরেটরি, সাভার, ঢাকা

চিত্র: মেরিন ফিসারিজ সার্ভিলেন্স চেকপোষ্ট, চট্টগ্রাম

৭. ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মৎস্যখাতে অর্জিত সাফল্যসমূহ

৭.১ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি

মৎস্য অধিদপ্তরের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য ও চিংড়িসহ অন্যান্য জলজ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি করে দেশের পুষ্টি চাহিদাপূরণ এবং অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে উন্মুক্ত জলাশয়ের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ ক্ষেত্র হতে প্রাপ্ত সুফলের মাধ্যমে দরিদ্র মৎস্যজীবী ও মৎস্যচাষি তথা বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন সাধন। উল্লিখিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি, কর্মপরিকল্পনা ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক চাষি পর্যায়ে লাগসই ও জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে সহ-ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার ফলে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদন হয়েছে ৪৯.১৫ লক্ষ মে. টন যা ২০০৭-'০৮ সালের মোট উৎপাদন ২৫.৬৩ লক্ষ মে. টন এর প্রায় দ্বিগুণ এবং ২০১০-'১১ সালের মোট উৎপাদন ৩০.৬২ লক্ষ মে. টন এর চেয়ে ৬০.৫১ শতাংশ বেশি। ২০২৩-'২৪* অর্থবছরে মাছের উৎপাদন প্রাক্কলন করা হয়েছে ৫০.৮০ লক্ষ মে.টন।

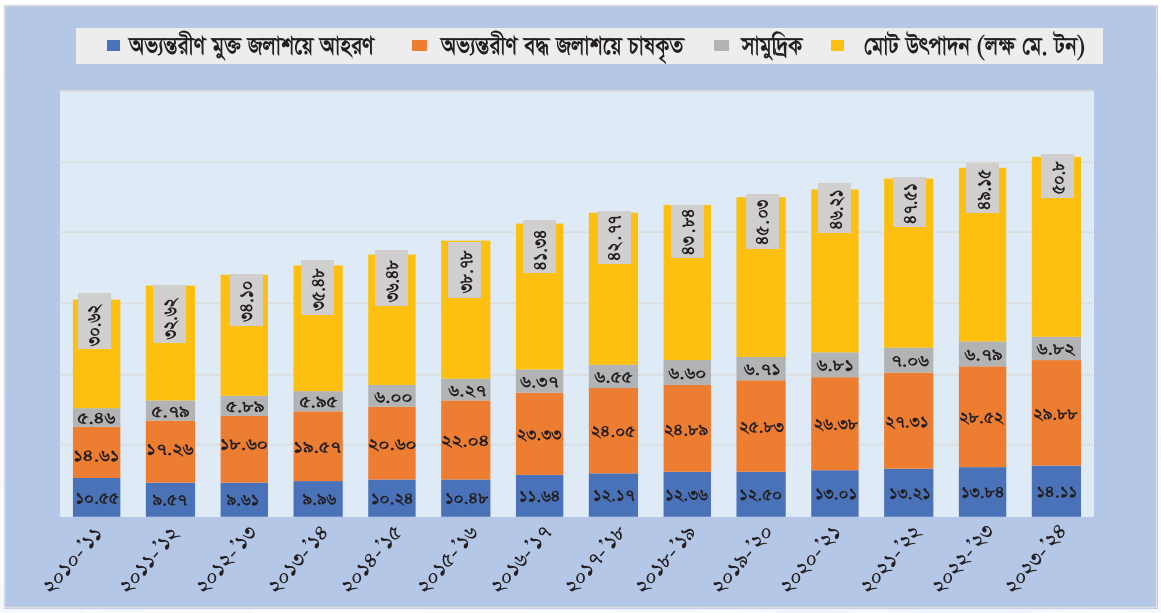

চিত্র: গত ১৪ বছরে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমধারা

মাথাপিছু দৈনিক মাছ গ্রহণের পরিমাণ চাহিদার চেয়ে (৬০ গ্রাম/দিন/জন) বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭.৮০ গ্রামে উন্নীত হয়েছে (HIES, 2022)। মৎস্যখাতে বাংলাদেশের সাফল্য আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলেও সর্বজনবিদিত। সম্প্রতি প্রকাশিত জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) The State of World Fisheries and Aquaculture, 2024 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী মিঠা পানির মাছ আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ২য় অবস্থানে উঠে এসেছে এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাছ উৎপাদনে বিশ্বে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে যা মৎস্যখাতে বাংলাদেশের

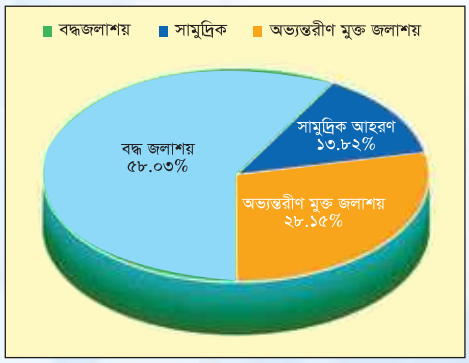

একটি অভাবনীয় সাফল্য। এছাড়াও ক্রাস্টাশিয়ান্স আহরণে বাংলাদেশ বিশ্বে ৮ম এবং কোস্টাল ও সামুদ্রিক মাছ আহরণে ১৪তম স্থান অর্জন করেছে। বিশ্বে ইলিশ আহরণে বাংলাদেশের অবস্থান ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে বিশ্বে ৪র্থ এবং এশিয়ায় ৩য়। খাতওয়ারী উৎপাদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, ২০২২-'২৩ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ের অবদান ২৮.১৫ শতাংশ, বদ্ধ জলাশয়ের অবদান ৫৮.০৩ শতাংশ এবং সামুদ্রিক জলাশয়ের অবদান ১৩.৮২ শতাংশ।

৭.২ বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ নিবিড়করণ

বদ্ধ জলাশয়ে মাছের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ফলে বদ্ধ জলাশয়ে চাষের মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ধারাবাহিকভাবে গত ৫ বছর ধরে বিশ্বে ৫ম স্থান ধরে রেখেছে। বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্যচাষ নিবিড়করণে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, মৎস্যচাষে প্রজাতি বহুমুখীকরণ, জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উত্তম মৎস্যচাষ পদ্ধতি অনুসরণ, চাহিদার নিরিখে সময় উপযোগী মৎস্যচাষ প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ, হ্যাচারিতে গুণগত মানসম্পন্ন রেণু/পোনা উৎপাদন; চাষি ও উদ্যোক্তাদের নিয়মিত ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ মৎস্যচাষ উপকরণ বিতরণ, রোগ নিয়ন্ত্রণে ডিজিস সার্ভেল্যান্স কার্যক্রম জোরদারকরণসহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ইতোমধ্যে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি পাঙ্গাস, তেলাপিয়া, কৈ, পাবদা, গুলশা ও শিং-মাগুর মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক নিরব বিপ্লব সাধিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন মাঠ পর্যায়ের দক্ষ কর্মকর্তাগণ ও সম্প্রসারণকর্মীবৃন্দ এ কাজে মৎস্যচাষিদের নিরলসভাবে সহায়তা প্রদান করছে, যা এ নিবিড়করণ প্রক্রিয়াকে সুসংহত করেছে। এর ফলে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে পুকুর-দিঘিতে হেক্টর প্রতি মাছের উৎপাদন ৫.৪৬ মে.টনে উন্নীত হয়েছে।

চিত্র: পুকুরে উৎপাদিত রুই, পাঙ্গাশ ও তেলাপিয়া মাছ

গুণগতমানের মৎস্য বীজ ও খাদ্য প্রয়োগ এবং চাষ পদ্ধতি উন্নীতকরণের পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্য চাষিদেরকে প্যাডেল হুইল অ্যারেটর, মাটি ও পানির গুণাগুণ পরীক্ষার কিটসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে যা মৎস্যচাষ যান্ত্রিকীকরণ ও নিবিড়করণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। অপ্রচলিত মৎস্যের মধ্যে শামুক, ঝিনুক, মুক্তা, কাঁকড়া ও সী-উইড চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। সারা দেশে বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে কার্প ফ্যাটেনিং পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ নিবিড়করণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করছে। ফলে অল্প সময়ে বাণিজ্যিকভাবে রুই, কাতলা ও মৃগেল মাছ উৎপাদন করে সারা দেশে জীবিত মাছ হিসেবে বাজারজাতকরণ সম্ভব হচ্ছে। 'পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে মৎস্যচাষ উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ২০২৩-'২৪ অর্থবছর পর্যন্ত ৯০.৮৯ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ১৪৯টি ক্রীক উন্নয়ন করা হয়েছে এবং ৩৯৮০ জন মৎস্য চাষিকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে

বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষে দক্ষতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত ক্রীকসমূহে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ১৩৬.৩৩ মে. টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য ২৫ জন নিবন্ধিত জেলের মাঝে ৪টি করে মোট ১০০টি ছাগল বিতরণ করা হয়েছে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে টেকসই মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণে 'দেশীয় প্রজাতির মাছ এবং শামুক সংরক্ষণ ও উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছর পর্যন্ত দেশীয় প্রজাতির মাছ চাষের ১৬৩টি, ধান ক্ষেতে মাছ চাষের ১৫টি, পেনে মাছ চাষের ১০৪টি, খাঁচায় মাছ চাষের ১৯টি ইউনিট, শামুক চাষের ১৫টি, ঝিনুক চাষের ১৫টি এবং মুক্তা চাষের ৮০টি প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৩৩৫টি এবং রাজস্ব খাত থেকে ৫৫৯ প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে। সমাজভিত্তিক মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনাকে জোরদারকরণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নকল্পে 'নিমগাছি এলাকায় সমাজভিত্তিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের আওতায় ৬৩৪ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট ৭৮৯টি পুকুর ৫৬৫টি সমাজভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৩০টি পুকুরে মাছ চাষের উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং ৫০০ জন সুফলভোগীকে মাছ চাষের বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আশা করা যায় সমাজভিত্তিক সংগঠনগুলো সুষ্ঠুভাবে তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করলে উক্ত এলাকার মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন হবে।

চিত্র: উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় শিং-মাগুর, ঝিনুকে মুক্তা চাষ এবং উন্নত প্রযুক্তিতে মাছচাষ প্রদর্শনী

চিত্র: উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় সুফলভোগীদের মাঝে মৎস্যখাদ্য, মাছ সংরক্ষরণের ইনসুলেটেড বক্স এবং মাছ আহরণের বৈধ সুতার জাল বিতরণ

৭.৩ পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ

চিংড়ি বাংলাদেশের একটি অন্যতম প্রধান রপ্তানি পণ্য। ইতোমধ্যে 'বাংলাদেশের বাগদা' ভৌগলিক নির্দেশক পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি খামারের সংখ্যাও দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। চিংড়ি শিল্পের গতিশীলতা বৃদ্ধির জন্য চিংড়ি খামার নিবন্ধিকরণ ও লাইসেন্স প্রদান, চাষি প্রশিক্ষণ ও পরিবেশবান্ধব চিংড়ি চাষ প্রযুক্তি সেবা সম্প্রসারণ, মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরিসমূহের আধুনিকায়ন এবং চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যন্ত সকল স্তরে হ্যাসাপ (HACCP) ও ট্রেসিবিলিটি রেগুলেশন কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। চিংড়ি চাষকে অধিক লাভজনক ও পরিবেশবান্ধব করার নিমিত্ত জলাশয় বা ঘেরের গভীরতা বৃদ্ধির পাশাপাশি চিংড়ির পিএল নার্সিং-এর মাধ্যমে ঘেরে জুভেনাইল মজুদের বিষয়ে চাষি পর্যায়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

উৎপাদিত চিংড়ির অধিক মূল্য প্রাপ্তির জন্য বাজারজাতকরণের দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও উন্নত চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলাস্থ ৭০২১.৭৬ একর চিংড়ি এস্টেটের ৫৮৭টি প্লট চিংড়ি চাষিদের মধ্যে ইজারা প্রদান ও নবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরাধীন 'সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ' প্রকল্পের আওতায় সরকারি চিংড়ি এস্টেটসমূহকে Smart Shrimp City হিসেবে উন্নয়নের জন্য একটি খসড়া মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২১টি বাগদা চিংড়ি হ্যাচারি এবং নার্সারিকে যথাক্রমে এসপিএফ (Specific Pathogen Free) হ্যাচারি ও নার্সারিতে রূপান্তর করা হয়েছে। এর ফলে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে ৫২.৪৪ কোটি এসপিএফ পোনা উৎপাদিত হয়েছে। উপকূলীয় ২৮টি উপজেলায় প্রতি ক্লাস্টারে ২৫ জন চিংড়ি চাষি নিয়ে মোট ৩০০টি চিংড়ি ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। ক্লাস্টারে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে চাষিদের উত্তম চাষ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

চিত্র: চিংড়ি চাষের নিমিত্ত খাল খনন, চিংড়ি ক্লাস্টার এবং ক্লাস্টার হতে উৎপাদিত চিংড়ি

উল্লিখিত কার্যক্রম শুরুর পূর্বে হেক্টর প্রতি উৎপাদন ছিল ৫০৪ কেজি, যা উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ১০৫০ কেজিতে উন্নীত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও পানি সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নে চিংড়ি চাষের সাথে সংযুক্ত খালসমূহের পুনরুদ্ধারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভোলা জেলার চরফ্যাশনে অবস্থিত চর কচ্ছপিয়ায় একটি আধুনিক গলদা চিংড়ি হ্যাচারি স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। সারাদেশে গলদা ও বাগদা চিংড়ির একক/মিশ্রচাষ সম্প্রসারণ করার উদ্দেশ্যে চাষযোগ্য পোনা উৎপাদনের জন্য বিভিন্ন জেলায় সরকারি ও বেসরকারি খাতে ৪১টি গলদা চিংড়ির হ্যাচারি ও ৪৭টি বাগদা চিংড়ির হ্যাচারি গড়ে তোলা হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের বাগদা চিংড়ি ব্রান্ডিং এর জন্য 'সী ফুড এক্সপো' এর মাধ্যমে বিশেষ প্রচারণার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরীক্ষামূলক চাষের সন্তোষজনক ফলাফলের ভিত্তিতে বর্তমানে দেশে বাণিজ্যিক ভেনামি চিংড়ি চাষ শুরু হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে চিংড়ি উৎপাদন হয়েছে ২.৭১ লক্ষ মে.টন যা ২০১০-'১১ সালের তুলনায় ১৩.২৯ শতাংশ বেশি।

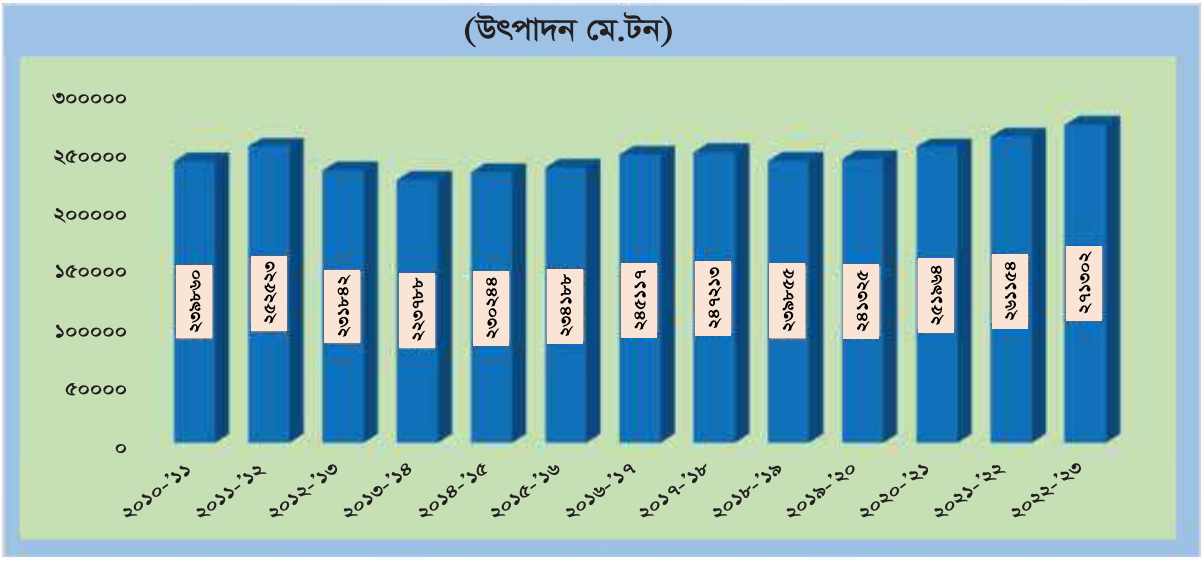

চিত্র: গত ১৩ বছরে চিংড়ি উৎপাদনের ক্রমধারা

৭.৪ ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

ইলিশ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ রোল মডেল। বাংলাদেশের মোট উৎপাদিত মাছের প্রায় ১২ শতাংশ আসে শুধু ইলিশ থেকে। দেশের জিডিপি'তে ইলিশের অবদান এক শতাংশের অধিক। একক প্রজাতি হিসেবে ইলিশের অবদান সর্বোচ্চ। দেশের প্রায় ৭ লক্ষ লোক প্রত্যক্ষভাবে এবং ২৫ লক্ষ লোক পরোক্ষভাবে ইলিশ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। 'বাংলাদেশ ইলিশ' শীর্ষক ভৌগলিক নিবন্ধন সনদ (জিআই সনদ) প্রাপ্তিতে নিজস্ব পরিচয় নিয়ে বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের ইলিশ সমাদৃত। পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশের অধিক ইলিশ উৎপাদনকারী দেশের মধ্যে বাংলাদেশ ইলিশের দেশ হিসেবে বিশেষভাবে পরিচিতি লাভ করেছে। ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে প্রণীত হয়েছে Hilsha Fisheries Management Action Plan। ইলিশ রক্ষায় বঙ্গোপসাগরের উপকূলে ইলিশের ২টি প্রধান প্রজনন এলাকা চিহ্নিতকরণ, মেঘনার উর্ধ্বাঞ্চল ও নিম্ন অববাহিকায়, পদ্মা, কালাবদর, আন্ধারমানিক ও তেঁতুলিয়াসহ অন্যান্য উপকূলীয় নদীতে মোট ৬ টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন করা হয়েছে। অংশীদারিত্বমূলক ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণসহ জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, মোবাইল কোর্ট, অভিযান ও বিশেষ কম্বিং অপারেশন পরিচালনার মাধ্যমে নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা সংরক্ষণ, জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে 'জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ' উদযাপন এবং প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ইলিশের উৎপাদন ও আকার আশাতীত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা পার্শ্ববর্তী দেশসমূহের জন্য অনুকরণীয়। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন হয়েছে ৫.৭১ লক্ষ মে. টন, যা ২০১০-'১১ অর্থবছরে ইলিশের মোট উৎপাদন ৩.৪০ লক্ষ মে. টন এর চেয়ে ৬৮ শতাংশ বেশি। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জাটকা আহরণ নিষিদ্ধকালীন চার মাসে জাটকা আহরণে বিরত থাকা ৩,৬১,০৭১ টি জেলে পরিবারকে ভিজিএফ কর্মসূচির আওতায় প্রতি মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ৫৭,৭৭১ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মা ইলিশ আহরণ নিষিদ্ধকালীন ২০২৩ সালে ৫,৫৪,৮৮৭টি জেলে পরিবারকে ভিজিএফ

কর্মসূচির আওতায় ২৫ কেজি হারে মোট ১৩,৮৭২ মে.টন খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। টেকসই ইলিশ উৎপাদনে ইলিশের ৬টি অভায়াশ্রম ব্যবস্থাপনা জন্য Sanctuary guard নিয়োগ করা হয়েছে।

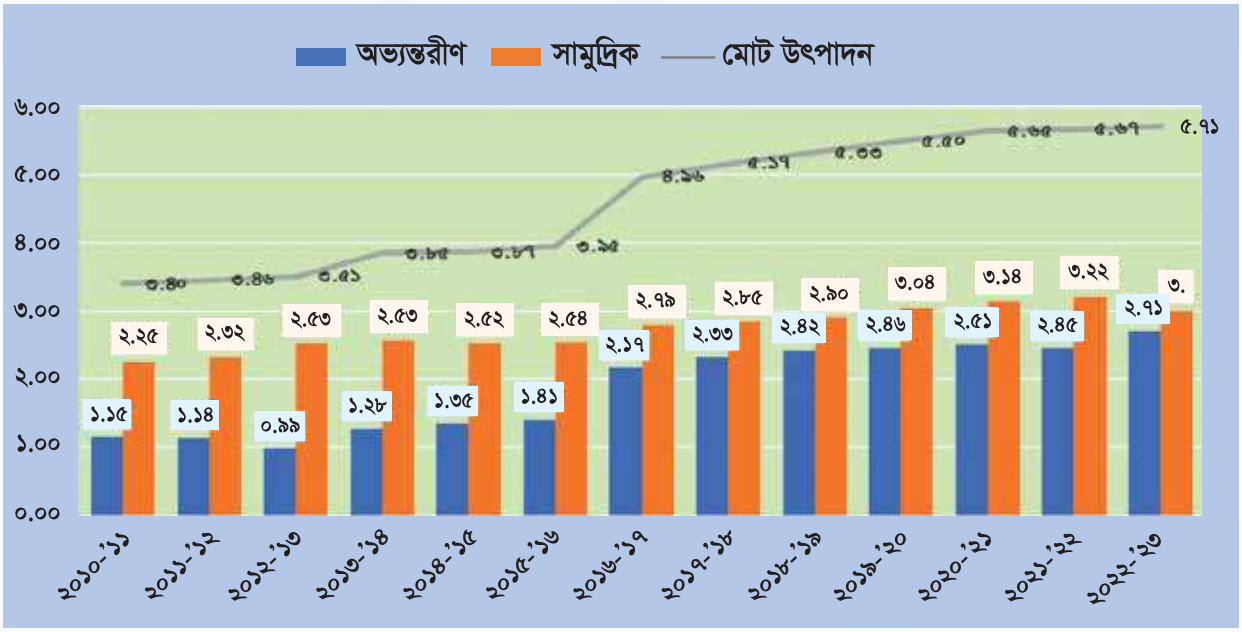

চিত্র : গত ১৩ বছরে উৎসভিত্তিক ইলিশ উৎপাদনের ক্রমধারা (লক্ষ মে.টন)

রাজস্ব কার্যক্রমের পাশাপাশি ইলিশ সম্পদ উন্নয়নে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রায় ২৭৬ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ ও মা ইলিশ সংরক্ষণ সময়ে জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বিষয়ভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদানসহ আয় বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩১,৭০০ জেলেকে উপকরণ সহায়তা প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ১৬,৮৯৫ জন ইলিশ আহরণকারী জেলেকে বিকল্প কর্মসংস্থানের উপকরণ হিসেবে গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি, ভ্যানগাড়ি ইত্যাদি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৯,১১৪ জন জেলেকে দলগতভাবে ২,৯৭৪টি ইলিশ জাল প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: ইলিশ জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বকনা গরু, বৈধ সুতার ইলিশ জাল বিতরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান

৭.৫ মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন ও জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ

বিপন্নপ্রায় মৎস্য প্রজাতির সংরক্ষণ, প্রজনন ও বংশ বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অভয়াশ্রম স্থাপন একটি অন্যতম কারিগরি কৌশল। বর্তমানে দেশের বিভিন্ন নদ-নদী ও অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে স্থাপিত ৫০০টি অভয়াশ্রম সুফলভোগীদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে। তন্মধ্যে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে বিদ্যমান অভয়াশ্রমের সংখ্যা ৪৯৪টি, যার আয়তন ১৪৩০.৬৯ হেক্টর (৫৪৭.৬১ হে. হালদা নদী অভয়াশ্রমসহ) এবং ইলিশ অভয়াশ্রম ৬টি যার দৈর্ঘ্য ৪৩২ কিমি। ২০২৩-'২৪ আর্থিক সালে রাজস্ব খাতের আওতায় ১৩৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৩৯৩টি মৎস্য অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও মেরামত করা হয়েছে। এছাড়া মৌলভীবাজার জেলাধীন ৩টি উপজেলায় (কুলাউড়া, বড়লেখা, জুড়ী) ২৩.৬০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮টি স্থায়ী অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। ফলে অভয়াশ্রম সংলগ্ন নদী, খাল, বিলে স্থানীয় প্রজাতির মাছের প্রাচুর্য দেখা গিয়েছে। দেশের বিভিন্ন জলাশয়ে অভয়াশ্রম স্থাপনের ফলে বিভিন্ন বিলুপ্ত, দুর্লভ ও বিপন্ন প্রজাতির মাছ যেমন: দেশি সরপুঁটি, ভাগনা, জাত পুঁটি, তিত পুঁটি, গাং গুতুম, চ্যাগা, কাকিলা, ভাঙ্গন বাটা, চান্দা, ফলি, চেলি, পোয়া, গুচি, খোগসা, গুতুম, খলিসা, চাপিলা, বারিয়া, চোপড়া, বাইম, বাতাসী, কাঁচকি, রীটা, রানী, ভেদা, টাটকিনি, পিয়েলি ইত্যাদি মাছের পুনরাবির্ভাব ও প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সাথে অভয়াশ্রমসমূহে দেশীয় প্রজাতির বিভিন্ন মাছ যেমন: আইড়, বোয়াল, চিতল, পাবদা, কৈ, শিং, মাগুরসহ বিভিন্ন দেশীয় ছোট মাছের প্রাচুর্য বেড়েছে।

চিত্র: রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত অভয়াশ্রম এবং এর ফলে দেশীয় মাছের প্রাচুর্য

৭.৬ পোনা মাছ অবমুক্ত কার্যক্রম

উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাচুর্য সমৃদ্ধকরণ এবং প্রজাতি-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২২-'২৩ অর্থবছরে রাজস্ব খাতে এ কার্যক্রমের আওতায় দেশব্যাপী ২১৫.৪৩ মে. টন পোনা অবমুক্তির ফলে ৯৭৮৭.৯৩ মে. টন মাছ অতিরিক্ত উৎপাদিত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের রাজস্ব ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ২৮১.০৭ মে. টন (রাজস্ব ১৯৮.৭২ মে. টন, উন্নয়ন প্রকল্প ৮২.৩৫ মে. টন) পোনা অবমুক্ত করা হয়েছে। উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণের পাশাপাশি মাছের আবাসস্থল উন্নয়নেও মৎস্য অধিদপ্তর বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট কারণে পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, বরোপিট, হাওর-বাঁওড় ও নদী-নালায় পলি জমে ভরাট হয়ে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবাধ বিচরণের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। এ সকল জলাশয় সংস্কার, পুনঃখনন ও খননের মাধ্যমে দেশীয় মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি জলাশয়ের পরিবেশ ও প্রতিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে অবক্ষয়িত জলাশয় পুনঃখনন করে সংস্কার ও উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়া ২০২৩-২৪ আর্থিক সালে ৩টি উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৬.৭৩ লক্ষ ঘন মিটার মাটি খনন করে জলাশয় পুনঃখনন ও সংস্কার করা হয়েছে। এ সকল জলাশয় উন্নয়নের ফলে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৩,০০০ মে.টন অতিরিক্ত মাছ

উৎপাদিত হচ্ছে বলে প্রাথমিক তথ্যে জানা যায়। খননকৃত জলাশয়ে দরিদ্র সুফলভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ হাতে নেয়া হয়েছে।

চিত্র: মাছের পোনা অবমুক্তকরণ কার্যক্রম

৭.৭ বিল নার্সারি কার্যক্রম

প্রাকৃতিক জলাশয়ে আহরণযোগ্য মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিল নার্সারি স্থাপন একটি অন্যতম ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি। দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী, মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সর্বোপরি উন্মুক্ত জলাশয়ের মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নির্বাচিত জলাশয়ে বিল নার্সারি স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৩২০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৮০০টি এবং উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৭.৪২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৭৩টি বিল নার্সারি স্থাপন করা হয়েছে।

চিত্র: স্থাপিত বিল নার্সারি এবং বিল নার্সারির পোনা নমুনায়ন

৭.৮ প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

হালদা নদী বাংলাদেশে কার্প জাতীয় মাছের একমাত্র প্রাকৃতিক প্রজননক্ষেত্র এবং বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক জীন ব্যাংক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মাছ চাষের জন্য হালদা থেকে সংগৃহীত রেণুপোনা সরবরাহ করা হয়। প্রাকৃতিক পোনার উৎসস্থল হালদা নদীকে রক্ষায় সরকার নানামুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ সালে হালদা নদীর উজানে ফটিকছড়ি অংশের নাজিরহাট ব্রিজ থেকে নদীর ভাটির অংশে হালদা-কর্ণফুলীর সংযোগস্থলসহ কালুরঘাট ব্রিজ পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিমি মাছের অভয়াশ্রম ঘোষণা করা হয়েছে। অভয়াশ্রমে সবধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ, নদীর তীরবর্তী স্থানে হ্যাচারি স্থাপন, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান, বনায়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। হালদা তীরবর্তী অঞ্চলে ৬টি আধুনিক মৎস্য হ্যাচারি মৎস্য অধিদপ্তরের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হয়েছ। ডিম আহরণকারীরা এসব হ্যাচারি থেকে উন্নত পদ্ধতিতে ডিম পরিস্ফুটন করে অক্সিজেন সহযোগে

দেশের বিভিন্ন স্থানে রেণু সরবরাহ করে থাকে। প্রাকৃতিক আবাসস্থল সংকুচিত হয়ে যাওয়া, পানি দূষণ এবং অন্যান্য কারণে গত দশকে হালদা নদীর রেণু উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে এশিয়ার অন্যতম প্রাকৃতিক জীন ব্যাংক রক্ষার্থে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক 'হালদা নদীর প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা (২য় পর্যায়)' শীর্ষক একটি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে হালদা নদীর প্রজননক্ষেত্র পুনরুদ্ধার হলে হালদার জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণসহ ইন্ডিয়ান মেজর কার্পের গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যায়। ফলে সার্বিকভাবে আবাসস্থল সুরক্ষাসহ নিরাপদ মাছের উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাওয়ায় অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর আমিষ ও পুষ্টি চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আর্থসামাজিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব হবে। প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজননক্ষেত্র হালদা নদী থেকে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ১৬৮০.৫০ কেজি ডিম আহরিত হয়েছে যা থেকে উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ ৪৬ কেজি।

চিত্র: হালদা নদীতে মাছের ডিম আহরণ এবং আহরণকৃত ডিমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় হালদা পাড়স্থ হ্যাচারীর কার্যক্রম

৭.৯ ব্লু-ইকোনমি এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও আহরণে কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে জাতিসংঘ ঘোষিত এসডিজি এর সাথে সমন্বয় করে ২০১৮-২০৩০ সাল পর্যন্ত স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়নপূর্বক তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক জলসীমায় মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য আইন ২০২০, সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ নীতিমালা ২০২২ এবং সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া সামুদ্রিক মৎস্য বিধিমালা ২০২৩-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও আহরণ সংক্রান্ত কারিগরি নির্দেশমালা ২০২৩; অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিমুক্ত সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ সনদ (IUU Free Catch Certificate) জারি সংক্রান্ত নির্দেশমালা (Guidelines) ২০২৩, আর্টিস্যানাল নৌযান ব্যবস্থাপনা কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০৩২, আর্টিস্যানাল নৌযান দ্বারা টেকসই মৎস্য আহরণ নির্দেশিকা ২০২৪ প্রণয়ন করা হয়েছে।

এছাড়াও সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান: পার্ট ১-ইন্ডাস্ট্রিয়াল, পার্ট ২-আর্টিস্যানাল ও পার্ট ৩-এমসিএস প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্য

গবেষণা ও জরিপ জাহাজ 'আর ভি মীন সন্ধানী' কর্তৃক বঙ্গোপসাগরে এ পর্যন্ত ৪৪টি সার্ভে ক্রুজ পরিচালনা করে জৈবিক বিশ্লেষণের নিমিত্ত ডাটা সংরক্ষণ করা হয়েছে। উপকূলীয় ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প শীর্ষক একটি মেগা প্রকল্প মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে সামুদ্রিক ৫টি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে Vessel Monitoring System এবং ৪০ হর্সপাওয়ার এর অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন নিবন্ধিত ও লাইসেন্সপ্রাপ্ত ১৫০০টি মেকানাইজড মৎস্য নৌযানে Automatic Identification System (AIS) সংযোজন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

Monitoring, Control, Surveillance (MCS) ব্যবস্থা জোরদারকরণে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে Joint Monitoring Center (JMC) এবং এটি পরিচালনার জন্য সমন্বয় কমিটি গঠনসহ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সাথে সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। বাণিজ্যিক ও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে অধিকতর কার্যকর পরিবীক্ষণ, নিয়ন্ত্রণ ও নজরদারী পদ্ধতির বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্পের আওতায় ৫টি মেরিন ফিশারিজ সার্ভেলেন্স চেকপোস্ট নির্মাণ এবং ৬টি প্যাট্রোলিং ভেসেল ও হাইস্পিড বোট সংযোজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ল্যান্ড বেইজড জরিপের জন্য উক্ত প্রকল্পের আওতায় ২১২টি Landing Centre নির্বাচন করা হয়েছে এবং মৎস্য নৌযান, জাল ও সরঞ্জামের তথ্য সংগ্রহের জন্য অনলাইন ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় ১৪টি উপকূলীয় জেলার নির্বাচিত ৬০টি অবতরণ কেন্দ্র থেকে তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণে প্রকল্পের আওতায় ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রাম প্রতিষ্ঠা করে জেলেদের আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সামুদ্রিক জলজসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের নিমিত্ত সুনীল অর্থনীতি সমৃদ্ধকরণে প্রায়োগিক গবেষণার মাধ্যমে মেরিকালচার এবং সামুদ্রিক মৎস্যের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট তৈরিতে প্রকল্প হতে অনুদান প্রদান করা হচ্ছে।

চিত্র: চাষকৃত সী-উইড এবং সী-উইড হতে উৎপাদিত ভ্যালু এডেড পণ্য

চিত্র: ম্যাচিং গ্রান্টের আওতায় ভেটকি মাছের প্রজনন ও চাষ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনাসহ সামগ্রিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে তৈরি করা হচ্ছে Marine Spatial Planning যা সামুদ্রিক সেক্টরের জন্য একটি মাইলফলক হিসেবে কাজ করবে। অবৈধ, অনুল্লিখিত ও অনিয়ন্ত্রিত Fishing রোধে National Plan of Action (NPOA) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। IUU মৎস্য আহরণ প্রতিরোধে বাংলাদেশ ২০ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (FAO) Agreement on Port State Measures (PSMA) 2009 চুক্তিতে সদস্য (Part) হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের সামুদ্রিক অর্থনৈতিক এলাকায় মাছের সুষ্ঠু প্রজনন এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও সংরক্ষণের জন্য প্রতি বছর ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত (মোট ৬৫ দিন) বাংলাদেশের অর্থনৈতিক জলসীমায় সকল ধরনের মাছ আহরণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে নিষিদ্ধকালীন মোট ৬৫ দিনের জন্য ১৪টি জেলার ৬৮টি উপজেলায় ৩,১১,০৬২টি জেলে পরিবারকে মাসে ৪০ কেজি হারে মোট ২৬,৭৫১.৩৩ মে. টন ভিজিএফ (চাল) বিতরণ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৪.৫.১ এ মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। ইতোমধ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গভীর সমুদ্রে ৬৯৮ বর্গ কিমি মেরিন রিজার্ভ এরিয়া, নিঝুমদ্বীপ সংলগ্ন ৩১৮৮ বর্গ কিমি এলাকা এবং নাফ নদীর মোহনার ৭৩৪.১৭ বর্গ কিমি. এলাকাকে সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে ২০২২-'২৩ অর্থবছরে সামুদ্রিক মাছের উৎপাদন হয়েছে ৬.৭৯ লক্ষ মে. টন যা ২০১০-'১১ অর্থবছরে মোট উৎপাদনের (৫.৪৬ লক্ষ মে. টন) চেয়ে ২৪.৩৫ শতাংশ বেশি। এছাড়া 'গভীর সমুদ্রে টুনা ও সমজাতীয় পেলাজিক মাছ আহরণে পাইলট প্রকল্প' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় টুনা আহরণের নিমিত্ত দুটি সামুদ্রিক ভেসেল ক্রয় প্রক্রিয়াধীন রয়েছে যা সুনীল অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা সংযোজনের পাশাপাশি দেশের খাদ্য নিরাপত্তায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও সী-উইড চাষকে জনপ্রিয় করার জন্য ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে উপকূলীয় ৭টি জেলার ১৪টি উপজেলায় রাজস্ব খাত থেকে সী-উইড এর ২০টি প্রদর্শনী এবং 'ফিশারিজ লাইভলিহুড এনহেন্সমেন্ট প্রজেক্ট ইন দ্যা কোস্টাল এরিয়া অব দ্যা বে অব বেঙ্গল' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে কক্সবাজার জেলার ৫টি উপজেলায় ৫২টি প্রদর্শনী বাস্তবায়িত হয়েছে।

চিত্র: উখিয়া উপজেলায় প্রকল্পের সুফলভোগী কর্তৃক উৎপাদিত সী-উইড এবং উৎপাদিত সী-উইড পরিদর্শন করছেন জাইকা এডভাইজরি টিম

৭.১০ নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন এবং রপ্তানি

মৎস্য ও মৎস্যপণ্য বাংলাদেশের রপ্তানির অন্যতম প্রধান খাত। নিরাপদ ও মানসম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যপণ্যের উৎপাদন এবং মান নিশ্চিত করা মৎস্য অধিদপ্তরের অন্যতম ম্যান্ডেট। এ লক্ষ্যে দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারসহ আন্তর্জাতিক বাজারে স্বাস্থ্যকর ও নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় তিনটি

আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন অ্যাক্রিডেটেড মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিচালিত হচ্ছে। দেশে চিংড়ি উৎপাদনের সকল স্তরে উত্তম মৎস্যচাষ অনুশীলন (Good Aquaculture Practice- GAP) এবং Hazard Analysis & Critical Control Point (HACCP) ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি কার্যকর করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য আইন ২০১০, মৎস্যখাদ্য বিধিমালা ২০১০ এবং মৎস্যখাদ্য ও পশুখাদ্য উৎপাদন এবং বিপণন ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০২০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নিরাপদ মাছ উৎপাদন নিশ্চিতকরণ সহজতর হচ্ছে। Fish and Fish Products (Inspection and Quality Control) Ordinance, 1983' রহিতক্রমে উহার বিধানাবলী বিবেচনাক্রমে সময়ের চাহিদার প্রতিফলনে 'মৎস্য ও মৎস্যপণ্য (পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ) আইন ২০২০' শিরোনামে একটি নতুন আইন প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বাংলাদেশের মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বিশ্বের ৫০টি দেশে রপ্তানি হয়ে থাকে। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ি হতে উৎপাদিত হিমায়িত, রেডি টু কুক এবং রেড টু ইট (Ready to eat) মৎস্যজাত পণ্য জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

চিত্র: মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য (Chilled, ready to cook and Ready to eat)

আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নিরাপদ ও মানসম্মত চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিতকরণে স্ট্যান্ডার্ড অপারেশন প্রসিডিউর (SOP) ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। মৎস্যচাষ পর্যায়ে ঔষধের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাকুয়াকালচার মেডিসিনাল প্রোডাক্টস নিয়ন্ত্রণ নির্দেশিকা' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। মৎস্য হ্যাচারি হতে শুরু করে মাছ চাষ ও প্রক্রিয়াকরণে জড়িত সকল স্থাপনায় কার্যকরভাবে পরিদর্শনের নিমিত্ত Fish and Fishery Products Official Control Protocol অনুসরণ করা হচ্ছে। মাছের আহরণোত্তর সাপ্লাই চেইন স্থাপনা (আড়ত, ডিপো, বরফ কল), প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা ইত্যাদির লাইসেন্স প্রদান/নবায়ন নিয়মিত পরিদর্শন করা হচ্ছে।

রপ্তানিতব্য কনসাইনমেন্টের নমুনা পরীক্ষণ করে স্বাস্থ্যকরত্ব সনদ জারি করে রপ্তানি বাণিজ্যে মৎস্য ও চিংড়ির গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিরাপদ মৎস্য ও মৎস্যপণ্য উৎপাদন নিশ্চিতকরণার্থে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে নিষিদ্ধ এন্টিবায়োটিকসহ ক্ষতিকর রাসায়নিকের রেসিডিউ দূষণ মনিটরিং এর জন্য ২০০৮ সাল হতে প্রতি বছর ন্যশনাল রেসিডিউ কন্ট্রোল প্ল্যান (National Residue Control Plan-NRCP) প্রণয়ন করা হয় এবং সে অনুযায়ী মাছ ও চিংড়ির নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষণ করা হয়ে থাকে। সম্প্রতি EU DG Sante Audit মিশন ০৪-১৫ ডিসেম্বর, ২০২৩ Official Control Fisheries Products of Bangladesh অডিট মিশন পরিচালনা করেন; মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর সফলভাবে উক্ত মিশন সম্পন্ন করেছে এবং উক্ত মিশন উৎপাদন হতে প্রক্রিয়াকরণ পর্যন্ত মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক সম্পাদিত সকল কার্যক্রমে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশি চিংড়ির ব্রান্ডিং ইমেজ প্রতিষ্ঠা করতে মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা বিভিন্ন দেশে আয়োজিত Trade Fair/Sea Food Expo গুলোতে বাংলাদেশে তৈরী মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য প্রদর্শন করে থাকে। এ কারণে মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ দপ্তর সর্বোচ্চ ১০ কেজি ওজনের বাণিজ্যিক নমুনা

বিদেশে পাঠানোর জন্য সহায়তা করে থাকে। উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ কর্তৃক রপ্তানিকৃত চিংড়ির ব্রান্ডিং ইমেজ প্রতিষ্ঠা করা গেলে উচ্চ মূল্য (premium price) প্রাপ্তি নিশ্চিত হবে এবং চিংড়ির রপ্তানি বাজার আরো সম্প্রসারিত হবে বলে আশা করা যায়।

চিত্র: EU DG Sante Audit মিশন কর্তৃক মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাবরেটরি পরিদর্শন ও ল্যাবের কার্যক্রম

উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের ফলে বিশ্ববাজারে আর্থিক মন্দাবস্থা থাকা সত্ত্বেও ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৭৭,৪০৭.৯৪ মে. টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে ৪,৪৯৬.৩৮ কোটি টাকা অর্জিত হয়েছে।

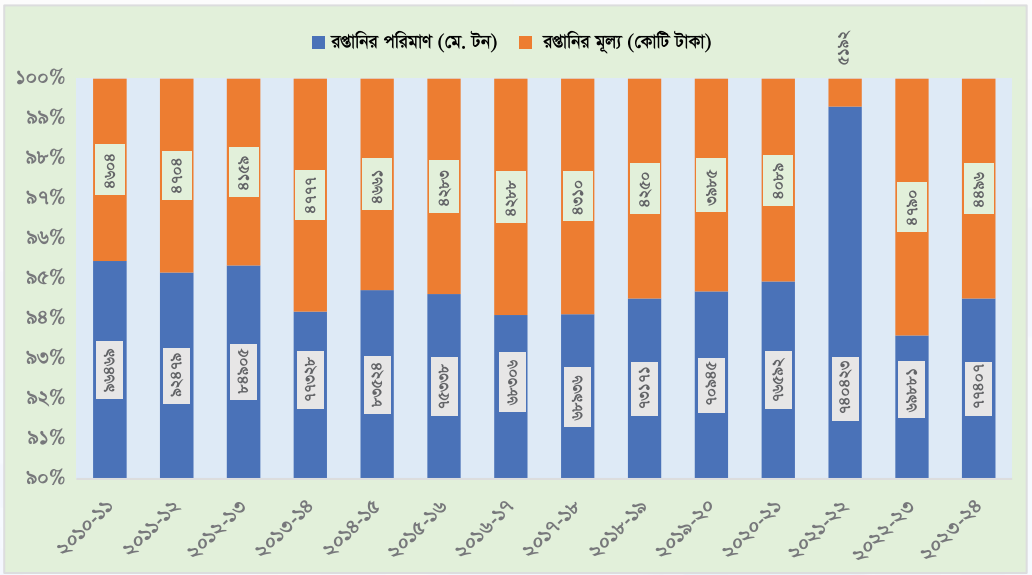

চিত্র: গত ১৩ বছরে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি ও আয়

৭.১১ জলবায়ু পরিবর্তনে মৎস্য অধিদপ্তরের অভিযোজন কৌশল

মৎস্যখাতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলায় মৎস্য অধিদপ্তর পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির সাথে অভিযোজন করে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিতে নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তারই অংশ হিসেবে বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে 'ক্লাইমেট স্মার্ট এগ্রিকালচার এন্ড ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহিষ্ণু মাছচাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল বাস্তবায়ন, প্রকল্প এলাকার জনগোষ্ঠীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধিসহ বাজার ব্যবস্থা উন্নয়নে বিবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের আওতায় জলবায়ু সহিষ্ণু মাছচাষ প্রযুক্তি প্রদর্শনী, অভয়াশ্রম ও বিল নার্সারি স্থাপন, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে প্রকল্প এলাকায় উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নেও অবদান রাখবে। এছাড়াও মৎস্য অধিদপ্তর এবং এফএও (Food and Agriculture Organazation) কর্তৃক দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের ৫টি উপজেলা ও হাওর অঞ্চলের ৪টি উপজেলায় 'কমিউনিটি বেইজড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ফিশারিজ অ্যান্ড অ্যাকুয়াকালচার ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ২০২০ সালের ডিসেম্বর হতে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পভুক্ত এলাকায় ২৫০০ জন সুফলভোগীকে সম্পৃক্ত করে ১০০টি সমাজভিত্তিক সংগঠন (সিবিও) গঠন করা হয়েছে। গঠিত ১০০টি সিবিও দলের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রকল্প ৫৮৮০ জন সুফলভোগীকে জলবায়ু সহনশীল মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক এবং ২৫০০ জন সিবিও সদস্যকে নেতৃত্ব-বিকাশ ও মৎস্যচাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

প্রকল্পের আরও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে ২৭টি মৎস্যচাষি স্কুল গঠন ও পরিচালনা, ৪টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রণয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা চাহিদা নিরূপণ, দুর্যোগ হ্রাস ব্যবস্থাপনায় পরিকল্পনা প্রণয়ন, মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনায় আগাম সতর্কবার্তার পাইলটিং কার্যক্রম পরিচালনা, কাঁকড়া হ্যাচারি ও গলদা হ্যাচারি পরিচালনায় সহায়তা প্রদান করা।

চিত্র: জলবায়ু পরিবর্তনে অভিযোজনের নিমিত্ত কাঁকড়া ফ্যাটেনিং এবং প্রাকৃতিক সীড হতে ভেটকী চাষ পাইলটিং

৭.১২ মৎস্যখাতে নারীর অংশগ্রহণ

মৎস্য সেক্টরের প্রকল্পসমূহের কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে মোট সুফলভোগীর ২৫-৩০ শতাংশ নারী সদস্যের অংশগ্রহণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়ে থাকে।

চিত্র: মৎস্য খাতে নারীর অংশগ্রহণ

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৮ হাজার ৫ শত জন নারী সদস্যকে মাছ চাষ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক ও বিকল্প কর্মসংস্থান উপকরণ প্রদান করা হয়েছে। সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রজেক্টের আওতায় উপকূলীয় এলাকার গত ২০২৩-'২৪ সালে মৎস্য অধিদপ্তরের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ২৯.৬০ শতাংশ। চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ শিল্পে ৮০ শতাংশ নারী শ্রমিক রয়েছে। ৪৫০টি মৎস্যজীবী গ্রামের ৫২ হাজার পরিবারের নারী সদস্যদের নিয়ে উন্নয়নে ঘূর্নায়মান তহবিল প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন এবং জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উপকূলীয় এলাকার ৪৩০৭ জন নারীকে স্বাবলম্বী ঋণ প্রদান করা হয়েছে। এসকল ঋণ প্রদানে নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেলে পরিবারের জন্য বিকল্প কর্মসংস্থান সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৭.১৩ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় উন্নয়ন কার্যক্রম

মৎস্যসম্পদের উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত সরকার প্রতিবছর বিনিয়োগ বৃদ্ধি অব্যাহত রেখেছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন হার ছিল ৯১.৫৯ শতাংশ। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ১২টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়াও ০৭টি প্রকল্প সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত অনগ্রসর এলাকার মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশেষ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছ।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন

সরকারের কর্মকাণ্ডে দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধি, গতিশীলতা আনয়ন, সবার মানোন্নয়ন এবং প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০১৪-'১৫ অর্থবছর হতে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রবর্তন করা হয়। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় ৩০টি কর্মসম্পাদন সূচকের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর এবং সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর মধ্যে জুন, ২০২৩-এ এপিএ স্বাক্ষরিত হয়েছে। উক্ত চুক্তিতে টেকসই সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্যসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি কৌশলের আওতায় ৮টি কার্যক্রম ও ৯টি সূচক; স্থায়িত্বশীল মৎস্যচাষ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কৌশলের আওতায় ৬টি কার্যক্রম ও ৯টি সূচক; দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি কৌশলের আওতায় ৬টি কার্যক্রম ও ৭টি সূচক এবং মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাজারে নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ কৌশলের আওতায় ৪টি কার্যক্রম ও ৫টি সূচক নির্ধারণ করা হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন মাঠপর্যায়ে কর্মরত সকলের সম্মিলিত প্রয়াস ও মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে সকল সূচকের বিপরীতে শতভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে আটটি দপ্তর/সংস্থার মধ্যে ২০২০-'২১, ২০২১-'২২ এবং ২০২২-'২৩ অর্থবছরে এপিএ বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর ১ম স্থান অর্জন করেছে।

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নিবিড় তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর Life Below water সংক্রান্ত ১৪ নং অভীষ্টের (টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) ০৬টি লক্ষ্যমাত্রায় (১৪.২.১, ১৪.৪.১, ১৪.৫.১, ১৪.৬.১, ১৪.৭.১ ও ১৪.বি.১) লিড হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এসডিজি'র ১৪.৪.১ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে মৎস্য অধিদপ্তরের Sustainable Coastal and Marine Fisheries Project কর্তৃক প্রণীত 'Bangladesh Marine Fish Stock Assessment Summary Report 2023' মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। উক্ত রিপোর্ট অনুযায়ী মজুদ নিরূপিত সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির ৮৮.৮৮% জৈবিকভাবে টেকসই পর্যায়ে রয়েছে। এসডিজি ১৪.৫.১ এ মোট সামুদ্রিক এলাকার ১০% সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ঘোষিত সর্বমোট সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ৮১০১.১৭ বর্গ কিমি যা মোট সামুদ্রিক এলাকার (১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি) ৬.৮২%।

এছাড়াও মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিঝুমদ্বীপ সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকার ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা অনুমোদিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তর Life Below water সংক্রান্ত ১৪নং অভীষ্টের সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে Marine Spatial Plan (MSP) প্রণয়ন, সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের মজুদ নির্ণয়, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা, Monitoring Control and Surveillance System বাস্তবায়ন এবং জেলেদের জীবনমান উন্নয়নে ইতোমধ্যে নানাবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

১০. মানব সম্পদ উন্নয়ন

একটি সংস্থাকে জনমুখী, সময়ের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল, অধিকতর সক্ষম ও কার্যকর করার জন্য মানবসম্পদ উন্নয়ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও চাহিদার সাথে তাল মিলিয়ে সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব ও দক্ষতার সাথে উন্নত সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে পরিচালনা করছে। মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত সকল উন্নয়ন কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট সকলের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় ৫১,৪৬০ জন সুফলভোগী এবং মৎস্য অধিদপ্তরের ৩৯০০ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া মৎস্য অধিদপ্তরাধীন প্রকল্পের আওতায় ৫৮,৫৪৫ জন সুফলভোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার মধ্যে ১১,৫৯২ জন নারী রয়েছে।

চিত্র: মানব সম্পদ উন্নয়নে আয়োজিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

১১. ডিজিটালাইজেশন এবং ইনোভেশন বিনির্মাণ

মৎস্য অধিদপ্তরের ডিজিটাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় ই-রিক্রুটমেন্ট, জেলেদের ডাটাবেইজ প্রস্তুত ও ডিজিটাল আইডি কার্ড প্রদান, ই-নথি ও ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা, ই-প্রকিউরমেন্ট/ই-জিপি, ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ই-বুক প্রস্তুত এবং ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন, অটোমেটেড হাজিরা সিস্টেম চালু করা হয়েছে। সময়, অর্থ ও যাতায়াতকে সাশ্রয় করে সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়া, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও সুষ্ঠু অফিস ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। সেবা সহজিকরণের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ইতোমধ্যে তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মৎস্য পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে অনাপত্তি পত্র প্রদান, ফিশ ফিড লাইসেন্সিং সিস্টেম, ফিশ এডভাইজ সিস্টেমকে ই-সেবায় রূপান্তর করা হয়েছে। ফিশ এডভাইস, মৎস্য চাষি বার্তা, ড. ফিশ, মৎস্য চাষি স্কুল ও শ্রিম্প ফার্মিং বিডি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে পরামর্শ সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া মৎস্যজীবী ডাটাবেইজ আধুনিকায়ন, মৎস্যচাষি ডাটাবেইজ এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে আইডি কার্ড প্রস্তুত, সামুদ্রিক মৎস্য নৌযান এবং মাছ ধরার ডাটাবেইজ সফটওয়্যার, ই-ট্রেসেবিলিটি সফটওয়্যার, ক্যাচ ইফোর্ট মনিটরিং সফটওয়্যার নির্মাণ করা হয়েছে। বার্ষিক উদ্ভাবন

কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরে প্রতিষ্ঠিত কল সেন্টারের মাধ্যমে অফিস সময়ে সেবা প্রদান করা হচ্ছে, যার হটলাইন নম্বর ১৬১২৬। মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন ডিজিটাইজেশন ও উদ্ভাবন কার্যক্রম এর মাধ্যমে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে মৎস্য সেক্টরকে সামিল করার নিমিত্ত চিংড়ি খামারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানি পরীক্ষা এবং পরামর্শ প্রদান, ড্রোনের মাধ্যমে খাদ্য প্রদান এবং রিসাইক্লিং পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ির পোনা উৎপাদন পাইলটিং, কুইক উইন ইনিশিয়েটিভ এর মাধ্যমে ২২টি মৎস্য খামারে আইওটি বেইজড স্মার্ট ফিস ফার্মিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং হাকালুকি হাওরে মৎস্য অভয়াশ্রম কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ অর্জিত হয়েছে। অধিদপ্তরের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মৎস্য অধিদপ্তরের ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৩. অভিযোগ/ অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

মৎস্য অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ বিভাগ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের অফিসসমূহে সহজে দৃষ্টিগোচর হয় এমন স্থানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। অভিযোগ বাক্সে প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। অভিযোগ নিষ্পত্তি করার জন্য কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং প্রাপ্ত অভিযোগ দ্রুত নিষ্পত্তি করার বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত অভিযোগ নিষ্পত্তির পাশাপাশি নিয়মিতভাবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে।

১৪. উপসংহার

মৎস্য অধিদপ্তর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ ধারাবাহিকতায় মৎস্যচাষ নিবিড়করণে মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ, সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে মৎস্য সাপ্লাই চেইন উন্নয়ন ও ভ্যালু এডেড প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, গভীর সমুদ্রে টুনাসহ পেলাজিক মাছ আহরণ, সীউইড, কাঁকড়াসহ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন কোস্টাল প্রজাতির চাষ সম্প্রসারন, মেরিকালচার ও কোস্টাল অ্যাকুয়াকালচার সম্প্রসারণে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ, উন্মুক্ত জলাশয়ের সমন্বিত সহ-ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনাসহ চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে জলজ পরিবেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে মৎস্য অধিদপ্তর নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের আমিষের চাহিদা পূরণ ও দারিদ্র্য হ্রাসসহ বৃদ্ধি পাবে মৎস্যখাতে রপ্তানি আয়, সৃষ্টি হবে কর্মসংস্থান এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ।

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
www.dls.gov.bd

১. ভূমিকা

কৃষি নির্ভর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র বিমোচনসহ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিম ও মাংস উৎপাদনে বাংলাদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের খুব কাছাকাছি। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে জিডিপিতে স্থিরমূল্যে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১.৮০%, প্রবৃদ্ধির হার ৩.১৫% ও চলতি মূল্যে জিডিপি'র আকার ৮২,০১৪ কোটি টাকা। কৃষিজ জিডিপি'তে প্রাণিসম্পদ খাতের অবদান ১৬.৩৩% (বিবিএস, ২০২৩-'২৪)। জনসংখ্যার প্রায় ২০% প্রত্যক্ষ এবং ৫০% পরোক্ষভাবে প্রাণিসম্পদ খাতের ওপর নির্ভরশীল। দেশের ক্রমবর্ধমান প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ এবং টেকসই জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিম উৎপাদনে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সর্বোপরি, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পর্যাপ্ত বিনিয়োগ, দক্ষ ও প্রশিক্ষিত জনশক্তি নিয়োগ, সক্ষমতা বৃদ্ধি, ভ্যালু চেইন ব্যবস্থার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত সহয়তা বৃদ্ধি, পিপিপি এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নত দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision)

সকলের জন্য পর্যাপ্ত, নিরাপদ ও মানসম্পন্ন প্রাণিজ আমিষ সরবরাহকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং মূল্য সংযোজনের (Value Addition) মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- ❖ গবাদি পশু-পাখির উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ❖ মানবসম্পদ উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি;
- ❖ নিরাপদ প্রাণিজাত পণ্যের (দুধ, মাংস ও ডিম) উৎপাদন, আমদানি নিয়ন্ত্রণ ও রপ্তানি বৃদ্ধিতে সহায়তা;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির জেনেটিক রিসোর্স সংরক্ষণ ও উন্নয়ন।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Activities)

- ❖ গবাদি পশু-পাখির কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির চিকিৎসা, রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ;
- ❖ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির পুষ্টি উন্নয়ন;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির জাত উন্নয়ন;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
- ❖ গবাদি পশু-পাখির কৌলিকমান সংরক্ষণ ও উন্নয়ন;
- ❖ প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা বাস্তবায়ন;
- ❖ প্রাণিসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন;
- ❖ প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত গবেষণা ও উন্নয়ন।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে বিদ্যমান জনবল ১৩,০৫২ জন। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়সহ ০৮টি বিভাগীয়, ৬৪টি জেলা, ৪৯২টি উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তরের পাশাপাশি ০১টি কেন্দ্রীয় রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ০১টি কেন্দ্রীয় ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০১টি কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার এবং ০২টি প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রাণিজাত খাদ্য উপকরণ ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান নির্নয়ের জন্য সাভারে একটি অন্তর্জাতিক মানের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ল্যাব রয়েছে। এছাড়াও অধিদপ্তরের অধীনে ৬৪টি জেলা ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ০৯টি আঞ্চলিক রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার, ৬৪টি জেলা কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্রের পাশাপাশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র রয়েছে ৪৪৬৪টি। মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ০১টি বিসিএস লাইভস্টক একাডেমি, ০২টি ভেটেরিনারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট, ০২টি লাইভস্টক ট্রেনিং ইনস্টিটিউট এবং ০৫টি আইএলএসটি রয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু পালন বিষয়ে খামারিদের অবহিত করার জন্য রয়েছে ৫৯টি হাঁস-মুরগির খামার, ০৭টি দুগ্ধ ও গবাদি উন্নয়ন খামার, ০৩টি মহিষের খামার, ০১টি শুকরের খামার, ০৭টি ছাগল উন্নয়ন খামার এবং ০৪টি ভেড়ার খামার।

৭. ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহ

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ উপখাতে অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ নিম্নে বর্ণিত হলো-

৭.১ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

ক) দুধ উৎপাদন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দুধের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকল্পে গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, দুগ্ধ জাতীয় পণ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ও সহজলভ্যতা নিশ্চিত করা এবং স্কুল ফিডিং-এর মাধ্যমে দুধ পানের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের পাশাপাশি বাংলাদেশকে দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের এক যুগান্তকারী পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। দেশের ডেইরি শিল্পের উন্নয়নে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে (৫৩৮৯.৯৩ কোটি টাকা) 'প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প' এর মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, মার্কেট লিংকেজ, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, পশু বিমা চালুকরণ এবং দুধের ভোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

ফলে বিগত ৫ বছরে দুধ উৎপাদনে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে। অপর পৃষ্ঠায় গ্রাফের মাধ্যমে বিগত ৫ বছরের দুধ উৎপাদনের একটি তুলনামূলক চিত্র দেখানো হলো:

দুধ উৎপাদন ও প্রাপ্যতার গত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র

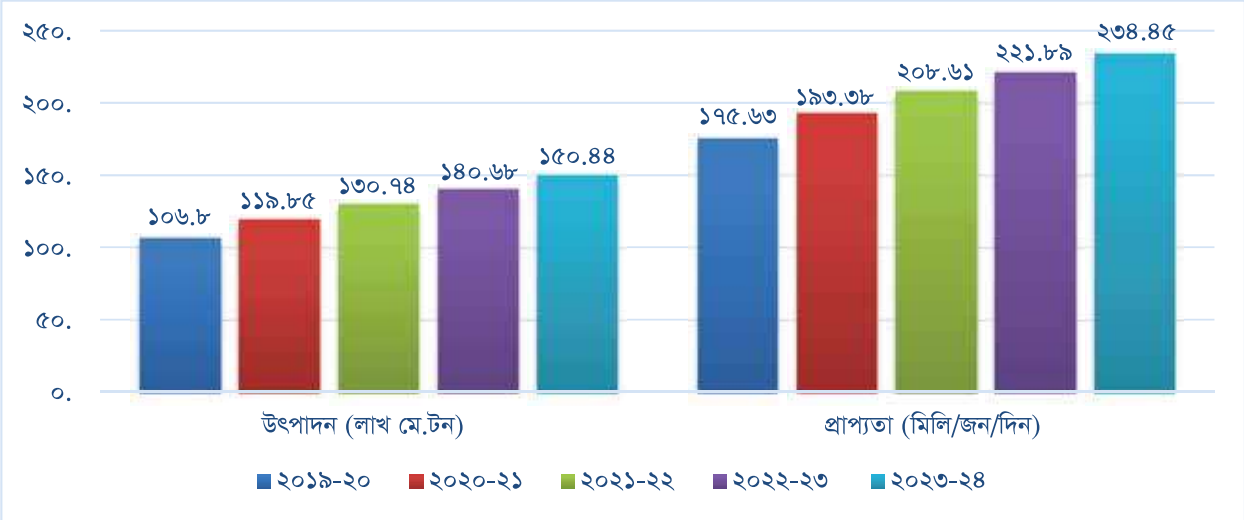

বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন ও ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন

মেধাবী জাতি গঠনে দুধের প্রয়োজনীয়তা ও দুগ্ধখাতে বৈচিত্র্য আনয়নের লক্ষ্যে 'বৈশ্বিক পুষ্টিতে দুধ অপরিহার্য' প্রতিপাদ্যে গত ১ জুন ২০২৪ তারিখে দেশব্যাপী বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উদ্‌যাপন করা হয়েছে। দিবসটি উপলক্ষ্যে ঢাকাস্থ ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্কুল মিল্ক ফিডিং-কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। দেশের ডেইরি শিল্পের বিকাশ ও দুগ্ধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উক্ত দিবসে ৪১ জন ডেইরি আইকনকে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: বিশ্ব দুগ্ধ দিবস উপলক্ষ্যে ডেইরি আইকন সেলিব্রেশন ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি

স্কুল মিল্ক ফিডিং

শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি, মেধার বিকাশ ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য দুধ একটি আদর্শ খাদ্য এবং উৎকৃষ্ট আমিষের উৎস। দুধের আমিষ প্রকৃতির শ্রেষ্ট আমিষ, এতে জীবন ধারণের জন্য অত্যাবশ্যকীয় সবগুলো এমাইনো

এসিড সুষম আকারে বিদ্যমান। শিশুরা নিয়মিত দুধ পান করলে স্নায়ু শান্ত হয় ও ভালো ঘুম হয়। মেধাবী জাতি গঠনে এবং নিরাপদ ও পুষ্টিকর দুগ্ধজাত পণ্য গ্রহণে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় দেশব্যাপী ৩০০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীকে বছরব্যাপী তরল দুধ পান করানো হয়েছে এবং এ কার্যক্রম চলমান আছে।

চিত্র: স্কুল মিল্ক ফিডিং অনুষ্ঠানে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে দুধ বিতরণ কর্মসূচি

খ) মাংস উৎপাদন

বর্তমানে বাংলাদেশ মাংস উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৯২.২৫ লাখ মে. টন মাংস উৎপাদিত হয়েছে এবং মাংসের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৪৩.৭৭ গ্রাম/দিন/জন এ উন্নীত হয়েছে। গত কয়েক বছর ধরে কোরবানির জন্য গবাদিপশু আমদানির কোন প্রয়োজন হয়নি। সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগে খামারিরা আগের তুলনায় গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণে বেশি আগ্রহী। ২০২৪ খ্রিস্টাব্দের ঈদ-উল-আযহার গবাদিপশুর হাটগুলোতে শতভাগ দেশি গরু বিক্রয় করা হয়েছে যার ফলে লাভবান হচ্ছে খামারিরা। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন, মাংস উৎপাদনক্ষম জাতের সংযোজন ও সম্প্রসারণ এবং ব্যাপকহারে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণের মাধ্যমে দেশের চাহিদা শতভাগ পূরণ করে বিদেশে রপ্তানি করার সুদূরপ্রসারী কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মাংস উৎপাদন ও প্রাপ্যতার গত ৫ বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

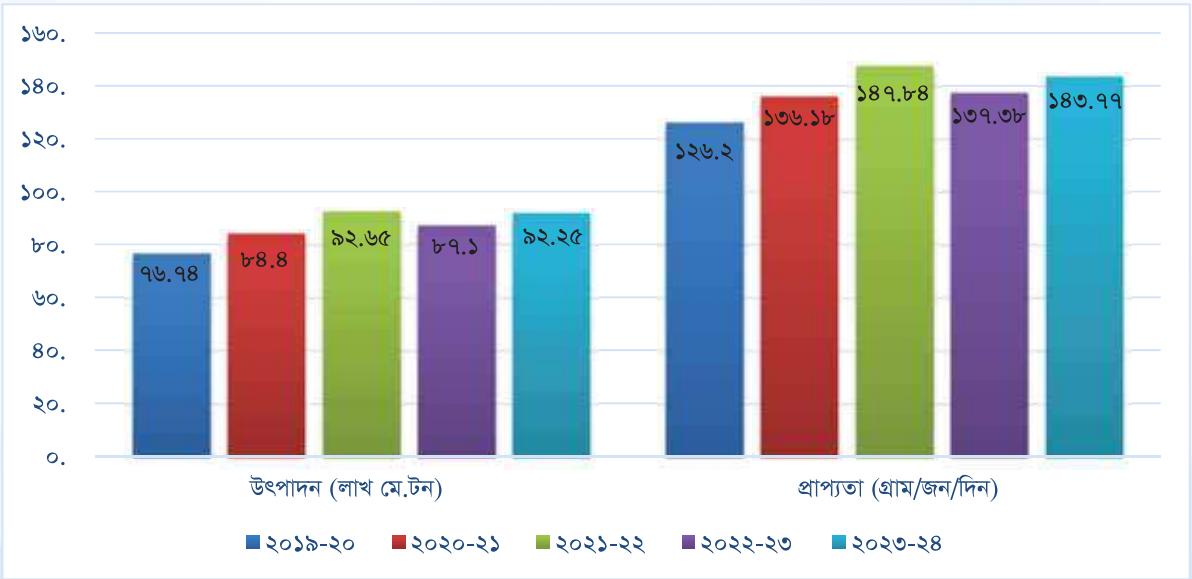

গ) ডিম উৎপাদন

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ডিম উৎপাদিত হয়েছে মোট ২৩৭৪.৯৭ কোটি এবং ডিমের প্রাপ্যতা বেড়ে ১৩৫.০৯টি/জন/বছর এ উন্নীত হয়েছে। ডিমের গুণাগুণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত ১৩ অক্টোবর, ২০২৩ তারিখে 'ডিমে পুষ্টি ডিমে শক্তি, ডিমে আছে রোগমুক্তি' প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর গুরুত্বারোপ করে পালিত হয়েছে ২১তম বিশ্ব ডিম দিবস। প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ, সুস্থ, সবল ও মেধাবী জাতি গঠন এবং সর্বোপরি প্রতিদিনের খাদ্যতালিকায় ডিম অন্তর্ভূক্তকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশব্যাপী আড়ম্বরতার সাথে ১৯৯৬ সাল থেকে দিবসটি পালন করে আসছে। সরকারি হাঁস-মুরগির খামারে দেশের আবহাওয়া উপযোগী হাঁস-মুরগির বিশুদ্ধ জাত উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকল্পে সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিম উৎপাদন ও প্রাপ্যতার বিগত ৫ বছরের তুলনামূলক চিত্র

প্রাণিজাত পণ্য		অর্থবছর				
		২০১৯-'২০	২০২০-'২১	২০২১-'২২	২০২২-'২৩	২০২৩-'২৪
উৎপাদন	ডিম (কোটি)	১৭৩৬.০০	২০৫৭.৬৪	২৩৩৫.৩৫	২৩৩৭.৬৩	২৩৭৪.৯৭
প্রাপ্যতা	ডিম (টি/জন/বছর)	১০৪.২৩	১২১.১৮	১৩৬.০১	১৩৪.৫৮	১৩৫.০৯

চিত্র: বিশ্ব ডিম দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বর্ণাঢ্য র‍্যালি ও আলোচনা সভা

৭.২ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন

❖ দেশীয় গবাদিপশুর জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমানে সমগ্র দেশে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের সাথে সাথে গবাদিপশুর উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর মোট ৪৪৬৪টির বেশি কৃত্রিম প্রজনন উপকেন্দ্র/পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের লক্ষ্যে উন্নত জাতের প্রজনন ষাঁড় হতে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে উৎপাদিত বীজ/সিমেন-এর পরিমাণ ছিল ৪৫.৪৭ লক্ষ মাত্রা এবং কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা ৩৮.৮১ লক্ষ। ফলশ্রুতিতে মোট ১৬.৯৫ লক্ষ উন্নত সংকর জাতের বাছুর উৎপাদিত হয়েছে।

❖ গবাদিপশুর জাত উন্নয়নের মাধ্যমে দুধ ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ সালে দেশে প্রথম প্রুভেন বুল (Proven Bull) ঘোষণা করা হয়। তারই ধারাবাহিকতায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছর পর্যন্ত প্রুভেন বুল তৈরির লক্ষ্যে ৫৪টি উচ্চ জেনেটিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন Candidate Bull উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।

সিমেন উৎপাদন, কৃত্রিম প্রজনন এবং সংকর জাতের বাছুর উৎপাদনের ৫ বছরের তুলনামূলক পরিসংখ্যান

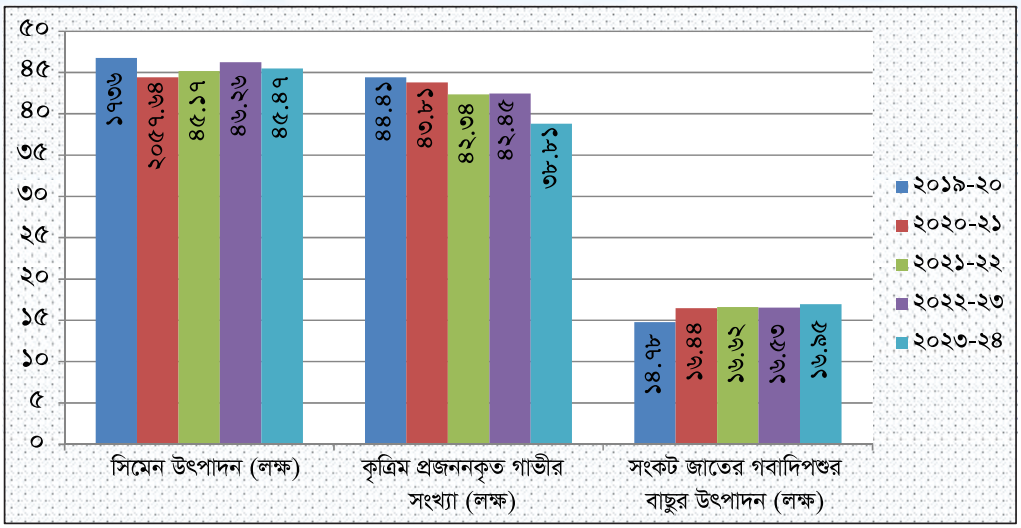

৭.৩ গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা প্রদান, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম

৭.৩.১ চিকিৎসা কার্যক্রম

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগের প্রকোপ প্রতিরোধে চিকিৎসা কার্যক্রম জোরদারকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছরের ন্যায় গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে সারাদেশে প্রায় ১০.৫১ কোটি হাঁস-মুরগি, প্রায় ১.২৮ কোটি গবাদিপশু এবং ৭১,৪৪৯টি পোষা প্রাণির চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে, যার ফলে দেশের প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

৭.৩.২ টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের গবেষণা প্রতিষ্ঠান হতে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির ১৭টি রোগের প্রায় ৩৪ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদন করা হয়েছে, যা দিয়ে সারা দেশের গবাদিপশুর রোগ প্রতিরোধ এবং উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে।

চিত্র: প্রাণিসম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদিত গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা।

গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টিকা উৎপাদন ও টিকা প্রদান সংক্রান্ত গত ৫ বছরের পরিসংখ্যান

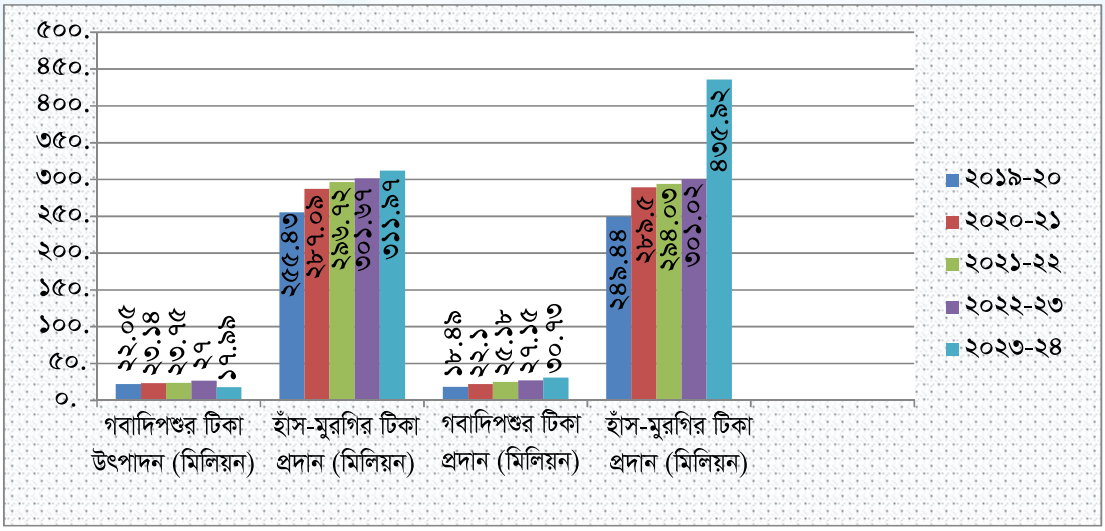

৭.৩.৩ জুনোটিক এবং ইমার্জিং ও রি-ইমার্জিং রোগ নিয়ন্ত্রণ

বিশ্বের বহুদেশে পশুপাখি থেকে রোগ মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। বিশেষ করে এ্যানথ্রাক্স, বার্ড ফ্লু, সোয়াইন ফ্লু, জলাতঙ্ক, নিপা ভাইরাসসহ অনেক জুনোটিক রোগ ক্রমান্বয়ে পশু-পাখি থেকে মানুষে ছড়িয়ে পড়ছে। জুনোটিক রোগসমূহ পশু থেকে মানুষে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে সে জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং নির্মূলের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। অধিকন্তু ট্রান্সবাউন্ডারি প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণকল্পে দেশের জল, স্থল ও বিমানবন্দরসমূহে মোট ২৪টি কোয়ারেন্টাইন স্টেশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বর্তমানে কোয়ারেন্টাইন স্টেশনগুলোতে আন্তঃসীমান্ত রোগ প্রতিরোধের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.৪ সরকারি খামারসমূহে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদন

৭.৪.১. হাঁস-মুরগির বাচ্চা ও ডিম উৎপাদন

অধিদপ্তরাধীন ৫০টি হাঁস-মুরগির খামারে ৩৭.৫৩ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। তন্মধ্যে ৫.৯৮ লক্ষ হাঁস-মুরগির বাচ্চা পালন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১ দিনের হাঁস-মুরগির বাচ্চা কৃষকদের নিকট সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হ্রাসকৃত মূল্যে বিক্রয় করা হয়েছে।

চিত্র: হাঁস ও মুরগি পালনের খণ্ডচিত্র

৭.৪.২ গরু, ছাগল ও মহিষের বাচ্চা উৎপাদন

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরাধীন খামারসমূহে গরুর ৭৫৮টি বাছুর; ১,১৯৫টি ছাগলের বাচ্চা এবং ৬১টি মহিষের বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। সরকারি ছাগল উন্নয়ন খামার হতে ৫৯৩টি প্রজনন পাঁঠা বিতরণ করা হয়েছে।

৭.৪.৩ দুধ ও ডিম উৎপাদন

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ডেইরি খামারসমূহ হতে ১১.৪৩ লক্ষ লিটার দুধ এবং হাঁস-মুরগির খামার হতে ৯০.৭৬ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়। ডেইরি খামার থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে জনসাধারণের মধ্যে তরল দুধ বিক্রি করার পাশাপাশি খামারিদের খামার স্থাপনের পরামর্শ প্রদানসহ বিনামূল্যে ঘাসের কাটিং বিতরণ করা হয়।

৭.৫ প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার প্রদত্ত পশুখাদ্য বিশ্লেষণ সেবা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার থেকে পশুখাদ্যের নমুনা পরীক্ষা করে পশুখাদ্যে আমিষ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও ক্যালরির পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে পরীক্ষাকৃত পশুখাদ্য নমুনার সংখ্যা ছিল ৪,৬২৪টি এবং বিশ্লেষণকৃত পুষ্টি উপাদানের সংখ্যা ছিল ১৩,৮৯৫টি। পশুখাদ্য উপকরণ, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদিত পশুখাদ্যের ফিড এডিটিভস এর গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ এবং পুষ্টিগত মান নিশ্চিতকল্পে 'প্রাণিসম্পদ উৎপাদন উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ' ল্যাবের কার্যক্রম চালু হয়েছে। উক্ত ল্যাবটি ISO সার্টিফাইড এবং এক্রিডিটেড।

চিত্র: প্রাণিসম্পদ উপকরণ ও প্রাণিজাত খাদ্যের মাননিয়ন্ত্রণ ল্যাব ও উক্ত ল্যাবের ISO সনদ

৭.৬ চলমান উন্নয়ন প্রকল্প

প্রাণিসম্পদের কাঙ্ক্ষিত ও সহনশীল উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার প্রথম থেকেই বিনিয়োগ বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ১১টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এ সকল প্রকল্পের আওতায় প্রাণিজ আমিষের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিত করার পাশাপাশি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বাজার ব্যবস্থা জোরদারকরণ, প্রাণিজাত পণ্যের Value Addition সৃষ্টি এবং পশু বিমা চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করার মাধ্যমে দুধ, মাংস ও ডিমে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের পাশাপাশি মেধাবী জাতি গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

৭.৭ রমজান মাস ও পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয় কার্যক্রম

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষ্যে নিম্ন আয়ের মানুষের নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ ও দ্রব্যমূল্য সহনীয় রাখার লক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীর ২০টি স্থানে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ বিক্রয়কেন্দ্রের মাধ্যমে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস সরবরাহ করেছে। প্রতি লিটার দুধ ৮০ টাকা, প্রতি কেজি গরুর মাংস ৬০০ টাকা, খাসির মাংস ৯০০ টাকা, ড্রেস্ড ব্রয়লার ২৫০ টাকা এবং ডিম প্রতিটি প্রায় ৮.৩৩ টাকা মূল্যে গত ১২-০৩-২০২৪ থেকে ১০-০৪-২০২৪ তারিখ পর্যন্ত মোট ২৯ দিনে ২,৩৮,৮৬১ লিটার দুধ, ১,৯৯,১৬৮ কেজি গরুর মাংস, ৫,১৩১ কেজি খাসির মাংস, ২,১৬,৪২৭ কেজি ড্রেস্ড ব্রয়লার এবং ৪২,০৯,৩৫৬টি ডিম ভোক্তাগণের নিকট সরবরাহ করা হয়েছে। উক্ত কার্যক্রমের আওতায় মোট ৫,৯১,৯৭১ জন ভোক্তা সাকুল্যে ২২.৩৩ কোটি টাকার প্রাণিজ পণ্য সুলভ মূল্যে ক্রয় করতে পেরেছেন।

চিত্র: পবিত্র রমজান উপলক্ষ্যে ঢাকা মহানগরীতে সুলভ মূল্যে দুধ, ডিম ও মাংস বিক্রয়

কোরবানির পশুর চাহিদাপূরণে স্বনির্ভরতা অর্জন

দেশীয় উৎস হতে কোরবানির পশুর চাহিদাপূরণের তাগিদ, গবাদিপশুতে আধুনিক হৃষ্টপুষ্টকরণ প্রযুক্তির প্রয়োগ ও হৃষ্টপুষ্টকরণ খামারের বাণিজ্যিক সম্প্রসারণ ঘটায় আমদানি-নির্ভর কোরবানির পশুর বাজার স্বনির্ভরতা অর্জন করেছে। ঈদুল-আজহা-'২৪ উদ্‌যাপনে প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দেশে কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু প্রস্তুত ছিল ১.২৯ কোটি এবং কোরবানি হয়েছে ১.০৪ কোটি।

চিত্র: কোরবানির হাট পরিদর্শন, ভেটেরিনারি মেডিকেল টিম

২০২৪ সালে কোরবানির পশুর বাজারে ৬৯১৪১.১২ কোটি টাকা লেনদেন হয়েছে; যার সিংহভাগ গ্রামীণ অর্থনীতিতে সংযুক্ত হয়েছে। ঈদুল-আজহা-'২৪ উপলক্ষ্যে প্রান্তিক কৃষকের উৎপাদিত কোরবানিযোগ্য গবাদিপশু বিক্রয় নিশ্চিত-করণে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সার্বিক সহযোগিতায় অনলাইন প্লাটফর্মের আওতায় ৪৭৪০.৩৭ কোটি টাকা মূল্যের ৫.০৫ লক্ষ গবাদিপশু বিক্রয় হয়েছে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সাথে মাঠপর্যায়ের পরিচালকগণ গত ২৫ জুন, ২০২৪ তারিখে ০৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় মোট ২৯টি কার্যক্রম নিয়ে ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পরবর্তীতে ২৭ জুন, ২০২৪ তারিখে সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

চিত্র: মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের সাথে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এর ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের APA চুক্তি স্বাক্ষর

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals-SDG) অর্জনের অগ্রগতি

সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে প্রাণিসম্পদ সেক্টর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ-এর ম্যাপিং অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ সেক্টর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মোট ৯টি অভীষ্ট এবং ২৮টি লক্ষ্যমাত্রার সাথে সরাসরি সংযুক্ত। এসডিজি'র অভীষ্ট-১ এবং ২ অর্জনকল্পে ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সুনির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, যা ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম ও নীতিমালা গ্রহণ করেছে। এছাড়া অভীষ্ট ৩, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৫ এবং ১৭ এর সহযোগী লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে লিড মন্ত্রণালয় এবং অধিদপ্তরের সাথে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর একসাথে কাজ করে যাচ্ছে। অনুমোদিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল অভীষ্ট ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের হালনাগাদ প্রতিবেদন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। 'Leave no One Behind' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সকলের জন্য নিরাপদ পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর SDG অর্জনে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে সে অনুযায়ী টেকসই উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিতকল্পে কাজ করে যাচ্ছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ:

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সঠিক ও তথ্য ভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের লক্ষ্যে সঠিক ভাবে নিরিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। নিম্নের ছকে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ দেওয়া হলো-

ক্রমিক	মন্ত্রণালয়/ বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
০১	প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর	২৪৬১	৪৯৯.৭৪	৫৪০	২৫১	৫৪.৪৪	২২১০	৪৪৫.৩০
সর্বমোট		২৪৬১	৪৯৯.৭৪	৫৪০	২৫১	৫৪.৪৪	২২১০	৪৪৫.৩০

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

অফিস ব্যবস্থাপনা, দক্ষতা উন্নয়ন, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, সিটিজেন চার্টার অবহিতকরণ, ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, SDG, APAMS সফটওয়্যার ও ই-নথি ব্যবস্থাপনা, U2C, Herd Production & Health Management, ToT for FFS and other Extension Methods, উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ ও লাগসই প্রযুক্তি হস্তান্তর (টিওটি), খাদ্য নিরাপত্তা, কোল্ড চেইন ও লাম্পি স্কিন ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, তথ্য প্রযুক্তি, ম্যাস্টাইটিস, রিপ্রোডাক্টিভ ও মেটাবলিক ডিজিজ ব্যবস্থাপনা, অর্থ ব্যবস্থাপনা, তথ্য অধিকার এবং প্রাণিসম্পদ সংশ্লিষ্ট আইন, বিধি ও বাস্তবায়ন কৌশল বিষয়ে গত ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ১৩১টি কর্মসূচির মাধ্যমে ৩৬১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বিভিন্ন প্রকল্প কর্তৃক ২৬১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১১.১ দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর লক্ষ লক্ষ বেকার যুবক, যুব মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালনে সম্পৃক্ত করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব দূরীকরণ ও ভাগ্য পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক মোট ২২.৭৬ লক্ষ বেকার যুবক, যুব-মহিলা, দুস্থ মহিলা, ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষককে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বেকারত্ব ঘোচানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গবাদিপশু পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে আয়োজিত উঠান বৈঠকের সংখ্যা ২৯,৩৬৬টি এবং উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারী খামারি ৩.৯৪ লক্ষ জন। দারিদ্র্য বিমোচন ও পুষ্টি নিরাপত্তা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক সম্প্রসারিত প্রযুক্তিসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

- ❖ স্বাস্থ্যসম্মত ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গরু হৃষ্টপুষ্টকরণ;
- ❖ ক্ষুদ্র খামারিদের জন্য বাণিজ্যিক লেয়ার ও ব্রয়লার পালন মডেল;
- ❖ স্ল্যাট/স্লট পদ্ধতিতে ছাগল পালন বাংলাদেশে সাধারণত উন্মুক্ত অবস্থায় ছাগল পালন;

❖ গ্রামীণ পরিবেশে হাঁস পালন প্রযুক্তি;

❖ পারিবারিক পর্যায়ে কোয়েল/টার্কি/খরগোশ/কবুতর পালন প্রযুক্তি।

চিত্র: গবাদিপশু পালণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক সাবলম্বীতা অর্জন

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সেবা গ্রহণকারীগণ অধিদপ্তরে কর্মরত কর্মকর্তাগণ সম্পর্কে তথ্যাদি, অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্পের বাজেট, ক্রয় পরিকল্পনা, মাঠপর্যায়ে প্রদানকৃত সেবা, বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র, প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত বিভিন্ন আইন ও নীতিমালা সম্পর্কে অবগত হতে পারছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন শতভাগ নিস্পত্তি করা হয়েছে এবং স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অংশীজন সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের কর্মশালা আয়োজন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তথ্য অধিকার বিষয়ে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য অধিকার সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবা বক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩.ইনোভেশন/ সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম

- ❖ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর এর আওতায় মোট ২৬টি ইনোভেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ❖ ই-ভেট সার্ভিস কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।
- ❖ Digitalization of Artificial Insemination Service শীর্ষক ইনোভেশন উদ্যোগটি এটুআই কর্তৃক প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত হয়েছে। ঝালকাঠির নলছিটি উপজেলায় এই কার্যক্রম চলমান আছে।
- ❖ ৮০টি উপজেলার ৮০টি ইউনিয়নে প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং উক্ত কেন্দ্রগুলোতে সেবাদান কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ❖ প্রাণিসম্পদের সেবাদান কার্যক্রম হিসাবে "Livestock Diary" মোবাইল অ্যাপস চলমান আছে।
- ❖ গ্রামভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির রোগ প্রতিরোধ এবং চিকিৎসা সেবায় প্রাণিসম্পদ সেবা ক্যাম্প পরিচালনা করা।
- ❖ সেবা সহজীকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। খামার রেজিস্ট্রেশন এর মাধ্যমে খামারিদের সেবা প্রদান করা হবে।
- ❖ SMS সার্ভিস চলমান রয়েছে- প্রাণিসম্পদের নানাবিধ কার্যক্রম ১৬৩৫৮ নাম্বারে এসএমএস করে বিনামূল্যে সেবা পাওয়া যায়।

১৪. আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

- ❖ ডিজিটালাইজেশন করার অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে (www.dls.gov.bd) অনলাইন মাসিক/ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রদান, চাকুরির বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার, বদলির আদেশ এবং অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ তথ্য হালনাগাদ করা হচ্ছে।
- ❖ ই-রিক্রুটমেন্ট সিস্টেম প্রবর্তন, ই-ফাইলিং এবং ই-জিপি প্রবর্তনের মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিয়মিত কাজের স্বচ্ছতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দ্রুত সময়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছে।
- ❖ সেবা সহজিকরণের অংশ হিসেবে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর পোল্ট্রি ও ডেইরি খামার, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে, পশুখাদ্য কারখানা, আমদানি-রপ্তানি লাইসেন্স, Grand Parent ও Parent Stock পোল্ট্রি খামার রেজিস্ট্রেশন ও নবায়ন কার্যক্রমসহ পশুখাদ্য ও খাদ্য উপাদান আমদানি-রপ্তানির জন্য No Objection Certificate (NOC) প্রদান কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন করা শুরু হয়েছে।
- ❖ APMS সফটওয়্যারের মাধ্যমে APA প্রণয়ন; অধিদপ্তর, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন দাখিল ও মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান আছে।
- ❖ কর্মকর্তাগণের ডাটাবেজ প্রণয়ন এবং নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

- ❖ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের আওতায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী নিয়মিত নৈতিকতা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ শতভাগ অর্জিত হয়েছে।

- ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ১৬৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে শুদ্ধাচার বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশিজনের অংশগ্রহণে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ০৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অধিদপ্তরের সকল কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের আওতায় কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোর প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে এবং তা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে আপলোড দেয়া হচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রায় শতভাগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

১৬. অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের সকল দপ্তর অফিসে অভিযোগ বক্স রয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ নিষ্পত্তি কর্মকর্তা (অনিক) ও আপিল কর্মকর্তার তথ্য ওয়েবসাইটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা শতভাগ অর্জিত হয়েছে। পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় নির্দিষ্ট সময়ে অনলাইন/অফলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ শতভাগ নিষ্পত্তি হয়েছে এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বরাবর যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়াও, পরিবীক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রমের আওতায় অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা উপর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণ, অংশীজন সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে প্রণয়নপূর্বক উর্দ্ধগামী করা হয়েছে।

১৭. উপসংহার

দুধ, ডিম ও মাংসসহ সকল প্রাণিজ আমিষ মানব দেহের পুষ্টি চাহিদাপূরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে; যা মেধাবী জাতি গঠনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক হিসেবে কাজ করে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর দেশের আপামর জনগোষ্ঠীর প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে কাজ করছে। এছাড়াও দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে কাজ করে যাচ্ছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-২০৩০ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশকে একটি সমৃদ্ধ দেশে রূপান্তরের লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের অভ্যন্তরীণ চাহিদাপূরণের পাশাপাশি রপ্তানি আয় বৃদ্ধিসহ সাধারণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রাণিসম্পদ সেক্টর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.fri.gov.bd

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনায় একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। জলজ পরিবেশ ও মৎস্যসম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে পরিচালিত হয়ে থাকে। জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা করে লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। ইনস্টিটিউট হতে এ যাবত ৮৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭১টি মাছের প্রজনন, জীনপুল সংরক্ষণ, জাত উন্নয়ন ও চাষাবাদ বিষয়ক এবং অপর ১২টি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক। ইনস্টিটিউট হতে ইতোমধ্যে ৪০টি বিপন্ন প্রজাতির মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষাবাদ কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। ইনস্টিটিউট ইলিশের ওপর নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে সাম্প্রতিক বলেশ্বর নদীতে ইলিশের নতুন প্রজননক্ষেত্র শনাক্ত করেছে। এছাড়া ইনস্টিটিউট গবেষণার মাধ্যমে জাটকার বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্রও শনাক্ত করেছে। নদীতে ইলিশ মাছের প্রজনন, পোনা উৎপাদন, জাটকা রক্ষার আরও উন্নত ব্যবস্থাপনা কৌশল, প্রজননক্ষম ইলিশ ও জাটকার খাদ্যাভ্যাস, নদীতে তাদের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা অব্যাহত রয়েছে। ইনস্টিটিউটের উদ্যোগে বঙ্গোপসাগরে জরিপ পরিচালনা করে ৪৭৩ প্রজাতির মাছের একটি পূর্ণাঙ্গ ক্যাটালগ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা সহজতর হবে। সম্প্রতি ইনস্টিটিউট হতে উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন চিত্রা, দাতিনা, রয়না/রেখা, ডিমুয়া ও খোবদা চিংড়ির প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবিত হয়েছে। তাছাড়া, ইনস্টিটিউট শীলা কাঁকড়ার ও নীল সাতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। ইনস্টিটিউট হতে গবেষণার মাধ্যমে সমুদ্র উপকূলে ১৫৭ প্রজাতির সীউইড শনাক্ত এবং ৬ প্রজাতির সীউইডের চাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision)

দেশের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি আমিষের চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ সৃষ্টি এবং রপ্তানি আয় বৃদ্ধি।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- ❖ দেশের মিঠাপানি ও সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সার্বিক উন্নয়ন ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মৌলিক ও প্রয়োগিক গবেষণা পরিচালনা এবং সমন্বয় সাধন;
- ❖ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্প ব্যয় ও স্বল্প শ্রম নির্ভর এবং পরিবেশ

উপযোগী উন্নত মৎস্যচাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন;

- ❖ মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- ❖ চিংড়িসহ অন্যান্য অর্থকরী অপ্রচলিত জলজ সম্পদের উন্নয়নে প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- ❖ প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান ও গবেষণা ক্ষেত্রে দক্ষ জনশক্তি গঠন; এবং
- ❖ মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন নীতি প্রণয়নে সরকারকে পরামর্শ প্রদান।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- ❖ জাতীয় চাহিদার নিরিখে মৌলিক ও প্রায়োগিক গবেষণা পরিচালনা;
- ❖ মাছের জাত উন্নয়ন, জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- ❖ অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- ❖ সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের সহনশীল আহরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থায়ীত্বশীল ও টেকসই ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন;
- ❖ মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ, মান নিয়ন্ত্রণ ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা;
- ❖ প্রযুক্তি হস্তান্তরে সম্প্রসারণ কর্মী, উদ্যোক্তা ও অগ্রসরমান চাষিদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ❖ গবেষণা ক্ষেত্রে মানবসম্পদ উন্নয়ন; এবং
- ❖ মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন, সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সদর দপ্তর ময়মনসিংহে অবস্থিত। মহাপরিচালক এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী। ইনস্টিটিউটের অধীনস্থ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র রয়েছে। ইনস্টিটিউটের অনুমোদিত মোট জনবল ৫৪০ জন তন্মধ্যে পূরণকৃত জনবল ২৮৫ জন এবং শূন্যপদ ২৫৫ জন। পূরণকৃত জনবলের মধ্যে গবেষণাধর্মী পদের সংখ্যা ১১৪ জন এবং সহায়ক জনবল ১৭১ জন।

৭. ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয় ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা করে ইতোমধ্যে মৎস্য প্রজনন ও চাষ এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৮৩টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। দেশের মিঠাপানির সুস্বাদু মাছকে বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষার্থে গবেষণার মাধ্যমে ইনস্টিটিউটে এ পর্যন্ত ৪০টি বিপন্ন প্রজাতির মাছের পোনা উৎপাদন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয়েছে। এর মধ্যে গত অর্থবছর (২০২৩-'২৪) মিঠাপানির আঙ্গুস ও জারুয়া মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা পেয়েছে। ইনস্টিটিউট ইলিশের ওপর গবেষণা পরিচালনা করে সাম্প্রতিক বলেশ্বর নদীতে ইলিশের নতুন প্রজননক্ষেত্র সনাক্ত করেছে। সম্প্রতি ইনস্টিটিউট হতে উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন রয়না/রেখা, ডিমুয়া ও খোবদা চিংড়ির প্রজনন ও চাষ ব্যবস্থাপনা উদ্ভাবন করা হয়েছে। তাছাড়া, সামুদ্রিক কোরাল/ভেটকি মাছ ও শীলা কাঁকড়ার এবং নীল সাঁতারু কাঁকড়ার কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনেও সফলতা অর্জন করেছে।

ক. আঙ্গুস মাছের পোনা উৎপাদন ও মিশ্র চাষ ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুরের বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে দেশে প্রথমবারের মত আঙ্গুস মাছের কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে পোনা উৎপাদনে সফলতা পায়। আঙ্গুস মাছ (*Labeo angra*) আমাদের দেশে অঞ্চলভেদে আগুন চোখা, আংরোট ও কারসা নামে পরিচিত। এক সময় দেশের উত্তর জনপদ তথা রংপুর, দিনাজপুর ছাড়াও ময়মনসিংহ, সিলেট অঞ্চলে মাছটি পাওয়া গেলেও জলাশয় দূষণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ, নদীতে বানা দেওয়া, পলি জমা, কারেন্ট জালের ব্যবহার এবং শুষ্ক মৌসুমে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা, প্রজনন ক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়াসহ নানাবিধ কারণে এ মাছের প্রাপ্যতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ও মানুষের পাতে ফিরিয়ে আনতে কৃত্রিম প্রজননে সফলতার পর মিশ্র চাষাবাদ ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা হয়। আঙ্গুস মাছের মিশ্র চাষে প্রতি হেক্টরে ১,২৩৫ কেজি ও রুইজাতীয় মাছের সাথে মিশ্র চাষে ৫,৪৩৪ কেজি উৎপাদন পাওয়া যায়। গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে আঙ্গুস মাছের মিশ্র চাষে ১ টাকা ব্যয় করে ১.৬৭ টাকা আয় করা যায়; যা মাছটি বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদের জন্য আশাব্যঞ্জক। আঙ্গুস মাছের কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ করা গেলে চাষের মাধ্যমে এতদাঞ্চল তথা দেশে প্রজাতিটির উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে ও বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে এ প্রজাতিকে সুরক্ষা করা যাবে।

চিত্র: আঙ্গুস মাছ ও কৃত্রিম প্রজননের হরমোন ইনজেকশন প্রয়োগ

খ. জারুয়া মাছের পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন

জারুয়া (*Chagunius chagunio*) বাংলাদেশের মিঠাপানির একটি মাছ। দেশের উত্তর জনপদে এ মাছটি 'উত্তি' নামে পরিচিত। মাছটি সুস্বাদু, মানবদেহের জন্য উপকারী অণুপুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ এবং উত্তরাঞ্চলে খুবই জনপ্রিয়। জলাশয় দূষণ, নদীতে বানা ও কারেন্ট জালের ব্যবহার এবং চৈত্র মাসে জলাশয় শুকিয়ে মাছ ধরা ইত্যাদি নানাবিধ কারণে বাসস্থান ও প্রজননক্ষেত্র বিনষ্ট হওয়ায় এ মাছের প্রচুরতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। এ প্রেক্ষিতে প্রজাতিটিকে বিপন্নের হাত থেকে রক্ষার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি উপকেন্দ্র, সৈয়দপুরের বিজ্ঞানীরা বিগত ২০১৮ সাল থেকে গবেষণা চালিয়ে ২০২৩ সালে দেশে প্রথমবারের মত কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে এ মাছের পোনা উৎপাদন কলাকৌশল উদ্ভাবনে সফলতা লাভ করে। এতে চাষের মাধ্যমে উত্তরাঞ্চল তথা দেশে এ প্রজাতির মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে এবং বিপদাপন্ন অবস্থা থেকে এ প্রজাতিকে রক্ষা করা যাবে।

চিত্র: পরিপক্ব জারুয়া মাছ ও রেনুপোনা

গ. মহাশোল মাছের নতুন প্রজাতির সন্ধান

সম্প্রতি বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নতুন প্রজাতির মহাশোল মাছের সন্ধান পেয়েছে। ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা বান্দরবনের থানচি উপজেলার সাঙ্গু নদীতে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে নতুন প্রজাতির মহাশোল (*Tor barakae*) মাছের সন্ধান পায়। সাঙ্গু নদীর আন্ধারমানিক, বোরো মোদক ও লিগরিতে এই মাছ পাওয়া যায়। স্থানীয়ভাবে মাছটি ফড়ং ও মিকিমাউ নামে পরিচিত। পরবর্তীতে ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্র, ময়মনসিংহে কৌলিতাত্ত্বিক গবেষণাগারে প্রজাতি সনাক্তকরণের মলিকুলার পদ্ধতি DNA বারকোডিং এর মাধ্যমে প্রজাতিটি শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। প্রজাতিটির সাথে *T. barakac* নামক রেফারেন্স জিনোমের (KJ936789.1) মহাশোলের সাথে ১০০% সাদৃশ্যতা পাওয়া গিয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ২ প্রজাতির মহাশোল (*Tor tor* ও *Tor putitora*) রয়েছে। বাহ্যিক দিক থেকে নতুন প্রজাতির ৩ মহাশোলের অন্য দুই প্রজাতির সাথে বৈসাদৃশ্য রয়েছে। ইতোমধ্যে নতুন প্রজাতির মহাশোল (*Tor barakae*) এর গবেষণা প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক জার্নাল Helion এ প্রকাশিত হয়েছে। কয়েক দশক আগেও দেশের ময়মনসিংহ, সিলেট ও নেত্রকোনার খরস্রোতা নদীতে মহাশোল মাছ পাওয়া যেত। বর্তমানে এ মাছটি বিলুপ্তির পথে। আশার কথা, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট ইতোমধ্যে মহাশোলের ১টি প্রজাতির (*Tor putitora*) পোনা উৎপাদন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে এবং এর পোনা চাষিদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে।

চিত্র: DNA বারকোডিং এর মাধ্যমে মহাশোল (*Tor barakae*) শনাক্তকরণ করা হচ্ছে

ঘ. মাছ চাষে বটম ক্লিন প্রযুক্তি

আধুনিক মাছ চাষের একটি নতুন পদ্ধতি ট্যাংক বটম ক্লিন প্রযুক্তি। এ পদ্ধতিতে একই পানিকে ব্যবহারের মাধ্যমে অল্প জায়গায় অধিক ঘনত্বে মাছের চাষ করা হয়। সাধারণ মাছ চাষের তুলনায় এ পদ্ধতি ব্যবহার করে ১৫-২০ গুণ অধিক উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। বর্তমানে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের স্বাদুপানি কেন্দ্রে এ পদ্ধতির মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রধানত: পানির ঘূর্ণায়মান স্রোতকে কাজে লাগিয়ে ট্যাংকের তলানীতে জমে থাকা পচনশীল খাদ্য ও মাছের মলমূত্র অপসারণ করে মাছের চাষ করা হয়। এ পদ্ধতিতে প্রতিদিন ২-৩ বার পানি পরিবর্তন করা হয় বিধায় ট্যাংকের পানি চাষযোগ্য থাকে। ট্যাংক থেকে বর্জ্যযুক্ত পানি একটি মেকানিক্যাল ফিল্টার দিয়ে পরিষ্কার করে পুকুরে পাঠানো হয় এবং পুকুর থেকে পরিষ্কার পানি আবারও চাষকৃত ট্যাংকে দেয়া হয়। প্রতিটি ট্যাংকের পানি ধারণক্ষমতা ৬০০০ লিটার। বর্তমানে ইনস্টিটিউটে এ পদ্ধতিতে শিং ও গুলশা মাছের গবেষণা করা হচ্ছে। এখানে তিনটি ট্যাংকে মাছের ঘনত্ব যথাক্রমে ৪০০০, ৬০০০ ও ৮০০০টি। এ পদ্ধতিতে মাছের রোগবালাই কম হওয়ায় মাছের দৈহিক বৃদ্ধিও বেশি পাওয়া যায়। এ পদ্ধতিতে মাছ চাষে মাছে কোনরূপ খারাপ গন্ধ ও মাছ কালচে হয়ে যায় না ফলে মাছের স্বাদ অক্ষুন্ন থাকে। এ পদ্ধতির আরেকটি সুবিধা হচ্ছে, যে পুকুর থেকে পানি ট্যাংকে তোলা হয় সেই পুকুরেও মাছের চাষ করা হয়। ফলে একটি পুকুরকে ব্যবহার করে দুইভাবে উৎপাদন পাওয়া সম্ভব। এ পদ্ধতিতে এ্যারেটর ব্যবহার করা হয় ফলে ট্যাংকে অক্সিজেন পর্যাপ্ত থাকে। এ পদ্ধতিটি সম্পূর্ণ বিদ্যুৎ নির্ভরশীল হলেও অনেক কম বিদ্যুৎ প্রয়োজন হয়।

চিত্র: বটম ক্লিন ট্যাংক ও গুলশা মাছ

ঙ. গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন

হ্যাচারিতে গলদা চিংড়ির পোনা উৎপাদন সাম্প্রতিককালে মারাত্মকভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে গলদা চিংড়ির চাষ ব্যাহত হচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউট হতে ধারাবাহিক গবেষণা পরিচালনা করে বিজ্ঞানীরা মানসম্মত পোনা উৎপাদনে সফলতা অর্জন করেছে। গবেষণায় দেখা যায়, লার্ভি ট্যাংকে দিনে ৬ বার করে ব্ল্যাক অ্যালজি পাউডার ২ পিপিএম হারে ও স্পিরুলিনা পাউডার ২ পিপিএম হারে প্রয়োগ করলে পিএল রূপান্তরের হার দাড়ায় ৯৫.৪১±০.২৮% এবং ৪০ দিন পর প্রাপ্ত পিএল বেঁচে থাকার হার হচ্ছে ৮৩,০০০±১৭২টি যা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। উদ্ভাবিত এ প্রযুক্তি ব্যবহার করে বাগেরহাটে চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র হতে পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। তাছাড়া পিরোজপুরে ফিল্ড ট্রায়ালে একই ফলাফল পাওয়া গিয়েছে।

চ. দেশীয় মাছ সংরক্ষণে লাইভ জীন ব্যাংক

দেশে প্রথমবারের মতো ইনস্টিটিউটের ময়মনসিংহে স্বাদুপানি কেন্দ্র কর্তৃক দেশীয় মাছের লাইভ জীন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে এ লাইভ জীন ব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রতিষ্ঠিত এ

লাইভ জীন ব্যাংকে দেশের বিলুপ্তপ্রায় ভাগনা, দেশি কই, নাপিত কই, খলিশা, লাল খলিশা, মাগুর, বোয়ালি পাবদা, সরপুঁটি, পুঁটি, শিং, মহাশোল, রুই, বুজুরি টেংরা, ভিটা টেংরা, গুলশা, বাটা, রিটা, মলা, পুঁইয়া গুতুম, পাহাড়ী গুতুম, ঠোটপুইয়া, শালবাইম, টাকি, ফলি, ঢেলা, চেলা, লম্বা চান্দা, রাঙাচান্দা, লালচান্দা, পিয়ালি, বৈরালি, দারকিনা, ইংলা, চেপ চেলা, লোহাচাটা, রাণী, কাকিলা, বাচা, বাতাসি, আঙ্গুস, কানপোনা, ঘাউরা, ভেদা, একথুটি, কাকিলা ও বাসপাতাসহ মোট ১২০ প্রজাতির মাছ সংরক্ষণ করা হয়েছে। মাত্রাতিরিক্ত মাছ আহরণ, পরিবেশগত বির্পযয়, জলাশয় সংকোচনসহ প্রভৃতি নানান কারণে মৎস্যসম্পদ হুমকির সম্মুখীন হলে ফিস জীন ব্যাংক কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। দেশ মাছে স্বয়ংসম্পূর্ণ রাখতে এবং সুস্বাদু ও পুষ্টিগুণ সম্পন্ন মাছের উৎপাদন বাড়াতে জীনব্যাংক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। এ প্রেক্ষিতে বর্তমান সরকারের আমলে দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও পুনরুদ্ধারের জন্য ইনস্টিটিউটে গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

ছ. রয়না/রেখা মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

উপকূলীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন রেখা মাছ (*Datnioides polota*) অঞ্চলভেদে রয়না, রেখাসহ বিভিন্ন নামে পরিচিত। এই মাছটি দেখতে যেমন সুন্দর খেতেও তেমন সুস্বাদু। মাছটিতে কাঁটা কম থাকার কারণে উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের কাছে এর প্রচুর চাহিদা রয়েছে। তাছাড়া, অ্যাকোয়ারিয়ামের জন্য ছোট আকারের রেখা মাছের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। পরিবেশ বিপর্যয় ও সংরক্ষণের অভাবে জলাশয়ে এ মাছটিও হ্রাস পাচ্ছে। আন্তর্জাতিক প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ সংঘ (IUCN) এর ২০২১ সালের তথ্য মতে, রেখা মাছ Least Concern প্রজাতি হিসেবে বিবেচিত। রয়না মাছের চাষকে সুরক্ষা এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে অতি-সম্প্রতি ইনস্টিটিউটের লোনাপানি কেন্দ্রে গবেষণার মাধ্যমে প্রথমবারের মতো এই মাছের কৃত্রিম প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনে প্রাথমিক সফলতা অর্জন করেছে। রেখা মাছের সর্বোচ্চ প্রজনন মৌসুম এপ্রিল-জুলাই মাস। রেখা মাছের ডিম ধারণ ক্ষমতা ২৫০০-৩০০০ ডিম/গ্রাম। উপকূলীয় অঞ্চলের এ মাছটির পোনার প্রাপ্যতা বৃদ্ধি পেলে জীববৈচিত্র্য রক্ষার পাশাপাশি মাছের চাষ ও উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

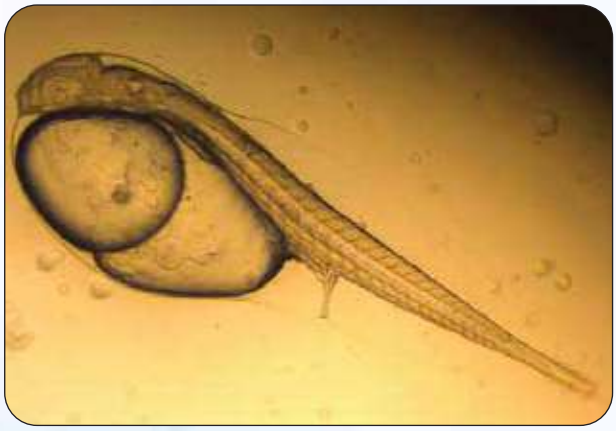

চিত্র: রয়না/রেখা মাছ ও লার্ভি

জ. ডিমুয়া চিংড়ির প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

উপকূলীয় অঞ্চলে অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন চিংড়ি প্রজাতি হচ্ছে ডিমুয়া চিংড়ি (*Macrobrachium villosimanus*)। ডিমুয়া চিংড়ি দেখতে ও আকারে অনেকটা গলদা চিংড়ির কাছাকাছি এবং বাজারমূল্যও ভালো। উপকূলীয় অঞ্চলে ডিমুয়া চিংড়ির পোনার প্রাপ্যতাও ক্রমান্বয়ে হুমকির মুখে রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে গবেষণার মাধ্যমে ২০২২ সালে ইনস্টিটিউট প্রথমবারের মত ডিমুয়া চিংড়ির প্রজনন এবং পোনা উৎপাদনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়।

গবেষণায় দেখা গেছে, ডিমুয়া চিংড়ি ১০-১৫ পিপিটি লবণাক্ততা ও ২৮-৩০°C তাপমাত্রার পানিতে প্রজনন করে থাকে। ডিমুয়া চিংড়ির পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবিত হওয়ায় উপকূলীয় অঞ্চলে এর পোনা সহজলভ্য হবে ও ঘেরে অন্যান্য মাছের সঙ্গে মিশ্রচাষ ও বাগদা চিংড়ির বিকল্প প্রজাতি হিসেবে চাষ করা সম্ভব হবে।

চিত্র: ডিমুয়া চিংড়ির ব্রুড ও রেণু

ঝ. নীল সাঁতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন

নীল সাঁতারু কাঁকড়া (*Portunus pelagicas*) বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রজাতি। এটি প্রধানত কক্সবাজার উপকূলে পাওয়া যায়। প্রকৃতি থেকে এর আহরণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এর সংখ্যা দিনে দিনে হ্রাস পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে, ইনস্টিটিউট এর সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র, কক্সবাজার হতে নীল সাঁতারু কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, একটি পরিপক্ব নীল সাঁতারু কাঁকড়া ৮ হতে ৯ লক্ষ ডিম দেয়। ডিম থেকে প্রায় ৭০% পোনা উৎপন্ন হয়ে থাকে। তবে, পোনার বাঁচার হার পর্যাপ্ত নয়, এ প্রেক্ষিতে পোনার বাঁচার হার অন্যান্য দেশের সাথে সংগতি রেখে ৭% এ উন্নীত করার লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটে গবেষণা চলমান রয়েছে। সফলতা অর্জিত হলে শীলা কাঁকড়ার ন্যায় নীল সাঁতারু কাঁকাড়াকেও চাষ করা যাবে।

চিত্র: নীল সাঁতারু কাঁকড়া

ঞ. ভেটকি বা কোরাল মাছের কৃত্রিম প্রজনন

ভেটকি/কোরাল মাছ এশিয়া অঞ্চলে সীবাস এবং অস্ট্রেলিয়া অঞ্চলে বারামুন্ডি নামে পরিচিত। এর গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সমূহ হচ্ছে- ইউরিহ্যালাইন (Euryhaline) অর্থাৎ অধিক লবণাক্ততার তারতম্য/ উঠানামা সহ্য করতে সক্ষম, ক্যাটাড্রোমাস (Catadromous) অর্থাৎ জীবনচক্রের কোন একসময় নদী হতে সাগরে পরিভ্রমণ করে ও প্রোটান্ডাস হার্মাফোডাইট (Protandrous Hermaphrodite) অর্থাৎ জীবনচক্রের কোন নির্দিষ্ট সময়ে লিঙ্গ পরিবর্তন করে পুরুষ হতে স্ত্রী মাছে পরিণত হয়। পুষ্টিমান বিবেচনায়, অতুলনীয় স্বাদ ও উচ্চ চাহিদা সম্পন্ন হওয়ায় ভেটকি/কোরাল মাছ বিশ্বব্যাপী অনেক জনপ্রিয়। এই মাছে উন্নতমানের ওমেগা-৩ ও ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড আছে যা মানব শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়। বাংলাদেশের জলাঞ্চল ভেটকি/কোরাল মাছ চাষের জন্য অত্যন্ত উপযোগী হলেও অদ্যাবদি বাংলাদেশে ভেটকি/কোরাল মাছের বাণিজ্যিক চাষাবাদ শুরু হয় নাই। এর প্রধান অন্তরায় হচ্ছে প্রয়োজনীয় "মা মাছ" (ব্রুড ফিস) ও পোনার অপর্যাপ্ততা। এই সমস্যা সমাধান ও বর্তমান চাহিদার নিরীক্ষে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের সামুদ্রিক মৎস্য ও প্রযুক্তি কেন্দ্র ভেটকি/কোরাল মাছের বাণিজ্যিকভাবে পোনা উৎপাদনের জন্য একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নেয়। এর ধারাবাহিকতায় কেন্দ্রের একদল গবেষক ২৩ নভেম্বর ২০২৩ ইং তারিখে হরমোন ইনজেকশনের মাধ্যমে ভেটকি/কোরাল মাছের কৃত্রিম প্রজননে সফলতা অর্জন করেন। চিহ্নিত স্ত্রী ও পুরুষ মাছ প্রজননের নিমিত্তে প্রজনন ট্যাঙ্কে ২:১ (পুরুষ: স্ত্রী) অনুপাতে রেখে ৭২ ঘন্টা পর্যবেক্ষণ করা হয়। হরমোন ইনজেকশনের ১২ ঘন্টা পর মাছ ডিম ছাড়তে শুরু করে এবং ৩৬ ঘন্টা পর্যন্ত ডিম ছাড়ে। পরবর্তী ৩৬ ঘন্টার মধ্যে ডিম ফুটে লার্ভা উৎপন্ন হয়। বর্তমানে বাণিজ্যিকভাবে কোরাল/ভেটকি মাছের পোনা উৎপাদনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান আছে।

চিত্র: ভেটকি মাছ, নিষিক্ত ডিম ও উৎপাদিত লার্ভা।

ট. চিংড়ির স্বাস্থ্য ও ঘেরের পরিবেশ সুরক্ষায় কাঁটা শ্যাওলা (*Najas indica*):

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে বিশেষ করে বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরায় প্রধান উৎপাদনকারী ফসল হলো চিংড়ি। ঘেরের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং চিংড়ির স্বাস্থ্য ও দৈহিক বৃদ্ধিতে, মাটি ও পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কাঁটা শ্যাওলা (*Najas sp.*) হচ্ছে হাইড্রোক্যারিটেসি (Hydrocharitaceae) পরিবারের অন্তর্গত এক ধরনের জলজ উদ্ভিদ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটি ''গাপ্পি গ্রাস" নামেও পরিচিত- যা অ্যাকুরিয়ামে সৌন্দর্য বর্ধনকারী উদ্ভিদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের চাষিদের মাঝে এটি কাঁটা শ্যাওলা নামেই অধিক পরিচিত। এর পাতা হালকা সবুজ থেকে গাঢ় সবুজ রঙের হয়ে থাকে। চিংড়ি চাষকৃত এলাকায় ঘেরের লবণাক্ত কিংবা আধালবণাক্ত পানিতে প্রচুর পরিমাণে কাঁটা শ্যাওলা নামক জলজ উদ্ভিদ জন্মাতে দেখা যায়। চাষিদের ধারণা, কাঁটা শ্যাওলা ঘেরে থাকলে চিংড়ির রোগবালাই কম হয় ও উৎপাদন ভালো হয়। তবে এই ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ছিল না। প্রচলিত চাষ ব্যাবস্থাপনায় উক্ত জলজ আগাছা সম্পূর্ণরূপে দমন করা হয়। এই প্রেক্ষাপটে চিংড়ির ঘেরের পানি, মাটি ও চিংড়ির স্বাস্থ্যের উপর কাঁটা শ্যাওলার প্রভাব রয়েছে কিনা এর একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দাঁড় করানোর লক্ষ্যে বাগেরহাটস্থ চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

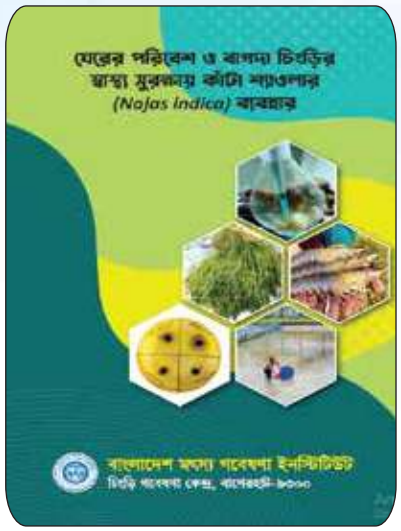

চিত্র: কাঁটা শ্যাওলা ও লিফলেট

গবেষণায় দেখা যায়, ঘেরে কাঁটা শ্যাওলার উপস্থিতি চিংড়ির বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষকৃত চিংড়ির চেয়ে কাঁটা শ্যাওলা রয়েছে এমন ঘেরে চিংড়ির উৎপাদন প্রায় দ্বিগুণ হয়। অন্যদিকে, প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে ৫০% খাবারও কম লাগে। গবেষণার ফলাফলে আরও দেখা যায় যে, একটি ঘেরের মোট আয়তনের ২০% কাঁটা শ্যাওলা থাকলে সব থেকে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়; অন্যদিকে এর বেশি কাঁটা শ্যাওলা থাকলে চিংড়ির বৃদ্ধি বাধাগ্রস্থ হয়। এছাড়াও, চিংড়ির রোগ প্রতিরোধে কাঁটা শ্যাওলা দুই উপায়ে কাজ করে থাকে। প্রথমত, কাঁটা শ্যাওলায় বিদ্যমান জৈব কার্যকরী উপাদান ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট চিংড়ির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। দ্বিতীয়ত, কাঁটা শ্যাওলায় অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল ক্ষমতা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে মেরে ফেলে চিংড়ি ঘের ও চিংড়িকে সুরক্ষিত রাখে। কাঁটা শ্যাওলার জৈব কার্যকারিতা বিশ্লেষণে দেখা যায়, কাঁটা শ্যাওলায় বিভিন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট উপাদান উল্লেখযোগ্য মাত্রায় রয়েছে। কাঁটা শ্যাওলা ক্ষতিকর ব্যাক্টেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী ভূমিকা রাখার পাশাপাশি চিংড়ির অন্যতম প্রধান ভাইরাসবাহিত রোগ হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV) এর বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে। এছাড়াও, কাঁটা শ্যাওলার নির্যাস সমন্বিত ফিড (১মিগ্রা/ কেজি বাণিজ্যিক ফিড) খাওয়ানোর পর হোয়াইট স্পট সিনড্রোম ভাইরাস (WSSV) এর বিরুদ্ধে অধিক সময় পর্যন্ত সুরক্ষা প্রদান করে থাকে। অন্যদিকে, পরিমিত মাত্রায় কাঁটা শ্যাওলা ঘেরের পানিকে পরিষ্কার রাখে, পানির তাপমাত্রা কম রাখতে সাহায্য করে, ঘেরে ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমায় ও চিংড়ির খোলস মোচনের সময় আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া কাঁটা শ্যাওলার গোড়ায় জন্মানো পেরিফাইটন চিংড়ির খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। চিংড়ি ঘেরে পরিমিত মাত্রায় কাঁটা শ্যাওলা রাখলে ঘেরের পরিবেশ অনুকূল থাকে, চিংড়িকে সুস্থ রাখে ও চিংড়ির উৎপাদন বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। ফলে প্রত্যাশিত ফলন পেতে খাবার কম লাগে বিধায় চাষীরা আর্থিকভাবে অধিক লাভবান হতে পারবে।

ঠ. উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমৃদ্ধ মৎস্যখাদ্যে অ্যামাইনো এসিডের ব্যবহার প্রযুক্তি

বাণিজ্যিক মৎস্যচাষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মৎস্যখাদ্য যা উৎপাদন খরচের সিংহভাগই বহন করে। খাদ্যের সবচাইতে দামী উপাদান হলো প্রোটিন। সুতরাং মৎস্যখাদ্যের দাম কমানোর জন্য প্রোটিনের উত্তম ব্যবহার (Optimized) করা দরকার। আর প্রোটিনের গুণাগুণ নির্ভর করে অত্যাবশ্যকীয় (essential, non-essential) অ্যামাইনো এসিডের সুষম অনুপাতের উপর। মৎস্যখাদ্যে প্রোটিনের প্রধান উৎস মূলত প্রাণীজ আমিষ যার মধ্যে অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিড সুষম অনুপাতে থাকে। কিন্তু বিশ্বব্যাপী প্রাণীজ আমিষের দাম বেড়ে যাওয়ায় এবং চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল হওয়ায় পুষ্টিবিদরা বিকল্প হিসেবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের ব্যবহার নিয়ে বিশদ গবেষণা শুরু

করেছে। গবেষণায় দেখা গিয়েছে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের ঘাটতি আছে। সুতরাং স্বল্প খরচে পরিবেশবান্ধব টেকসই ও উত্তম মৎস্য চাষের জন্য প্রাণিজ প্রোটিনে বিকল্প হিসেবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের সাথে লিমিটিং অ্যামাইনো এসিড বিশেষত লাইসিন ও মেথিওনিন ব্যবহার একটি যুগোপযোগী গবেষণা। এ প্রেক্ষিতে ইনস্টিটিউটে লাইসিন ও মেথিওনিন ব্যবহারে প্রাণিজ প্রোটিনের বিকল্প সম্পূর্ণভাবে এবং আংশিকভাবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিন খাবারের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এ সংক্রান্ত গবেষণার জন্য পাঁচটি খাদ্য নির্বাচন করা হয়; যথা ডায়েট-১: নিয়ন্ত্রিত ফরমুলেটেড ডায়েট, ডায়েট-২: উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমৃদ্ধ, ডায়েট-৩: আংশিক ফিশমিল ও উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমৃদ্ধ, ডায়েট-৪: আংশিক ফিশমিল, উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও অ্যামাইনো এসিডসমৃদ্ধ, ডায়েট-৫: উদ্ভিজ্জ প্রোটিন ও অ্যামাইনো এসিডসমৃদ্ধ খাদ্য। বর্তমানে রুই মাছের খাদ্যে এই লিমিটিং অ্যামাইনো এসিড ব্যবহারে ট্যাংকের গবেষণায় প্রাথমিক ফলাফলে দেখা গেছে যে, অ্যামাইনো এসিড সহযোগে সম্পূর্ণভাবে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য (Diet-5) প্রয়োগে মাছের ওজন তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। অতএব, প্রাণিজ প্রোটিনের বিকল্প হিসেবে লিমিটিং অ্যামাইনো এসিড (লাইসিন ও মেথিওনিন) সহযোগে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমৃদ্ধ মৎস্যখাদ্য চাষীদের জন্য সুদিন বয়ে আনবে।

চিত্র: মৎস্যখাদ্যে উদ্ভিজ্জ প্রোটিনসমৃদ্ধ অ্যামাইনো এসিডের ব্যবহার

ড. ইলিশ অভয়াশ্রমে প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (Primary Productivity) নিরূপণ

ইলিশ উৎপাদনে অভয়াশ্রমের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে ইলিশের মোট ৬টি অভয়াশ্রম রয়েছে। জলবায়ুর পরিবর্তন, প্রাকৃতিক বিপর্যয় ইত্যাদি কারণে অভয়াশ্রমের পানির গুণাগুণ ও প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা পরিবর্তনের আশংকা রয়েছে। প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা ক্ষতিগ্রস্ত হলে অভয়াশ্রমে ইলিশের জাটকা উৎপাদন ব্যাহত হতে পারে যা পরবর্তীতে ইলিশ উৎপাদনে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। এ বিবেচনায়, অত্র ইনস্টিটিউট হতে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার পর দেশে এই প্রথমবারের মত ইলিশের ৬টি অভয়াশ্রমের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা নিরূপণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে ০৬ টি অভয়াশ্রম হতে মৌসুম ভিত্তিক (গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীতকাল) তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, আন্ধারমানিক নদীতে বিদ্যমান অভয়াশ্রম (কলাপাড়া, পটুয়াখালী) ব্যতীত অপর ৫টি অভয়াশ্রমের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা (Primary Productivity) ইলিশ উৎপাদনের জন্য এখনো সহনশীল পর্যায়ে রয়েছে।

ঢ. বলেশ্বর নদীতে ইলিশের নতুন প্রজননক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ

ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে বলেশ্বর নদী ইলিশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বলেশ্বর নদীতে ইলিশ মাছের প্রজননক্ষেত্র নিরূপণের লক্ষ্যে অত্র ইনস্টিটিউট হতে নিরবিচ্ছিন্ন গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণাকালে,

নদী হতে পরিপক্ব ও প্রজননক্ষম ইলিশ মাছের উপস্থিতি, ডিমের আকার বা ব্যাস (জিএসআই মান), ওজিং বা ডিম নির্গমনরত ইলিশের সংখ্যা, স্পেন্ট ফিশ বা প্রজননোত্তর মাছের প্রাপ্যতার হার, নিষিক্ত ডিমের পরিমাণ, লার্ভি বা জাটকার সংখ্যা ইত্যাদি তথ্য সংগ্রহ করা হয়। তাছাড়া, বলেশ্বর নদীর প্রাকৃতিক উৎপাদনশীলতা পানিতে বিদ্যমান ফাইটোপ্ল্যাংকটন ও জুপ্ল্যাংকটনের প্রাচুর্যতা ও বৈচিত্র্যতা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পরবর্তীতে, গবেষণা তথ্যের ভিত্তিতে বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদীর মোহনা অঞ্চল নিয়ে প্রায় ৫০ কিমি. দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৩৩৮ বর্গ কিলোমিটার এলাকাকে ইলিশের প্রজননক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করে সরকার কর্তৃক গেজেট প্রকাশ করা হয়। গবেষণায় দেখা গেছে, বলেশ্বর নদী ও মোহনা অঞ্চল থেকে বছরে গড়ে প্রায় ৮০০ কোটি লার্ভি (০+ সাইজ) ইলিশ পরিবারের সাথে নতুন করে যুক্ত হবে এবং প্রতি বছর ৫০ হাজার মেট্রিক টন অতিরিক্ত ইলিশ উৎপাদন হবে যার বাজার মূল্য প্রায় ২০৬৪ কোটি টাকা।

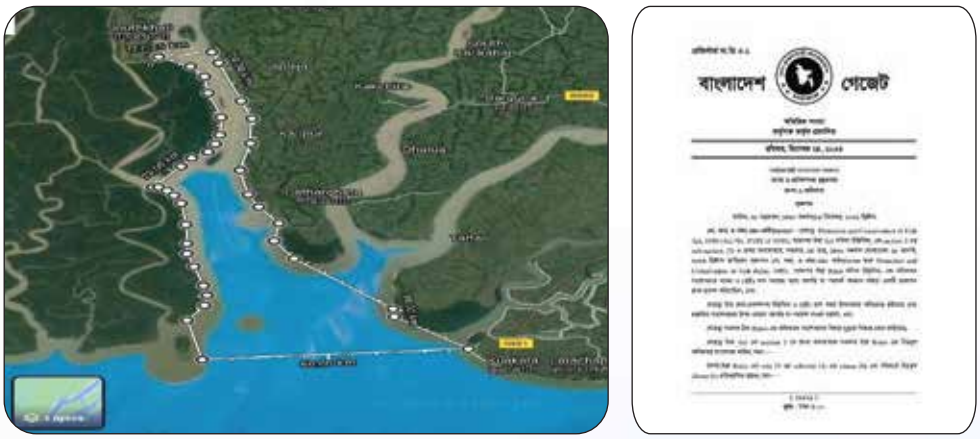

চিত্র: বলেশ্বর নদীর ৫০ কিমি দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ৩৩৮ বর্গ কিমি এলাকার জিপিএস পয়েন্ট ম্যাপ

ণ. সুন্দরবনে মাছের আহরণমাত্রা ও মজুদ নিরূপণ

বাংলাদেশের সুন্দরবনে প্রায় ৩২২ প্রজাতির মাছ পাওয়া যায়। সুন্দরবন সামুদ্রিক মাছের প্রজনন ও নার্সারি ক্ষেত্র হিসেবে খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আদর্শ স্থান। কিন্তু, বর্তমানে পানি দূষণসহ ক্ষতিকারক কীটনাশক ব্যবহারের কারণে সুন্দরবনের বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন মৎস্যসম্পদ বিপদাপন্ন। এমতাবস্থায়, সুন্দরবনে মাছের মজুদ ও আহরণমাত্রা নিরূপণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের পাইকগাছাস্থ লোনাপানি কেন্দ্র হতে বিগত ৩ বছর যাবৎ গবেষণা পরিচালিত হচ্ছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কাইন মাগুর, চিত্রা, বেলে, শীলা কাঁকড়া এবং ব্লাড কোকেল অতি মাত্রায় আহরিত হচ্ছে এবং এইসব প্রজাতির আহরণমাত্রা হচ্ছে যথাক্রমে ০.৬৪, ০.৫৫, ০.৬৬, ০.৬০ এবং ০.৫৩ যা অতি আহরণ নির্দেশ করে। তাছাড়া, সুন্দরবনে পোয়া ও লাক্কা মাছের মজুদ আশংকাজনক হারে হ্রাস পেয়েছে। ইনস্টিটিউট হতে পরিচালিত গবেষণায় আহরিত তথ্য ভবিষ্যতে সুন্দরবনের মাছের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

ত. সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচার

সামুদ্রিক ও উপকূলীয় মাছ এবং শেলফিস (চিংড়ি, কাঁকড়া ও ওয়েস্টার) এর পোনা উৎপাদনের জন্য লাইভ ফিড প্রয়োজনীয় উপাদান। বঙ্গোপসাগর থেকে প্রথমবারের মত ০৫টি প্রজাতির ফাইটোপ্লাংকটন (*Skeletonema costatum, Isocrysis galvana, Nannochloropsis oculata, Chaetoceros gracilis, Tetraselmis suecica*) ও ০১টি জুপ্লাংকটনের (*Brachionus rotundiformis*) আইসোলেশন পদ্ধতি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং ইনডোর-আউটডোর কালচার করা হচ্ছে। বর্তমানে আরও দুটি অর্থনৈতিক গুরুত্বসম্পন্ন লাইভ ফিড প্রজাতি

(*Thallasiosira sp.* ও *Cyclops sp.*) নিয়ে গবেষণা কাজ চলমান রয়েছে। গত ০৩ বছর যাবৎ কক্সবাজারের ৩৫টি চিংড়ি হ্যাচারিতে ইনস্টিটিউটের লাইভ ফিড গবেষণাগার থেকে বিশুদ্ধ লাইভ ফিড স্টক সরবরাহ করা হচ্ছে।

চিত্র: সামুদ্রিক লাইভ ফিড কালচার

থ. সুনীল অর্থনীতি বিষয়ক গবেষণা জোরদারকরণ

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ তথা সুনীল অর্থনীতির উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা এখন সময়ের দাবি। এ প্রেক্ষিতে গবেষণায় সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের কক্সবাজারস্থ সামুদ্রিক মৎস্য প্রযুক্তি কেন্দ্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও সুযোগ সুবিধা সংবলিত ৭ তলা বিশিষ্ট ১টি অফিস কাম গবেষণাগার স্থাপন করা হয়েছে। গবেষণাগারে সামুদ্রিক মাছ ও সীউইড থেকে মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, লাইভ ফিড চাষ, সমুদ্র দূষণ ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে।

দ. সাম্প্রতিক প্রকাশনা

বঙ্গোপসাগরে মাছের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর সুষ্ঠু মৎস্য ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করা জরুরি। এ প্রেক্ষিতে গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরের ৪৭৩টি মাছের ক্যাটালগিং করা হয়েছে। এর উপর ভিত্তি করে সম্প্রতি 'বাংলাদেশের সামুদ্রিক মাছ' শিরোণামে ইনস্টিটিউট হতে একটি অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া, হাঙর ও হাঙর জাতীয় মাছের জীববৈচিত্র্য ও প্রাপ্যতা সংক্রান্ত ELASMOBRANCH FISHERY IN BANGLADESH শিরোণামে একটি বই ইনস্টিটিউট হতে প্রকাশিত হয়েছে। সমুদ্রের মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে প্রকাশনা দুইটি সহায়ক হবে। তাছাড়া, দেশীয় মাছের প্রজনন, সংরক্ষণ ও চাষের উপর ইনস্টিটিউটের "বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও চাষ ব্যবস্থাপনা" শিরোনামে ১টি গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা রয়েছে।

চিত্র: ইনস্টিটিউট কর্তৃক সম্প্রতি প্রকাশিত বই

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বিগত ২৫ জুন ২০২৩ মন্ত্রণালয়ের সাথে ইনস্টিটিউটের ২০২৩-'২৪ আর্থিক সালের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১০টি কৌশলগত উদ্দেশ্য ও ৫টি সুশাসন ও সংস্কারমূলক কর্মকান্ডের আওতায় সকল প্রশাসনিক ও গবেষণা কার্যক্রম এপিএএমএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট হতে ৪টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়াও উন্নত মৎস্য চাষ বিষয়ে ১০০০ জন খামারি, উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে, ইনস্টিটিউটের অধীন ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্রের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৯. SDG লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) এর লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ইনস্টিটিউট প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কাজ করে আসছে। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউট হতে (স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী) কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করে তা বাস্তবায়নের নিমিত্ত বিভিন্ন গবেষণা পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) কর্তৃক প্রণিত SDG Traker এ ২.৫.১ (g) indicator বাস্তবায়নে এবং BBS কর্তৃক চাহিত তথ্যের ভিত্তিতে নিয়মিত তথ্য মেটা ডাটা অনুযায়ী আপডেট করা হচ্ছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

ইনস্টিটিউটের ২০২৩-'২৪ আর্থিক সাল পর্যন্ত ১১৭টি অডিট আপত্তি ছিল। উক্ত আপত্তির সাথে চলতি অর্থবছরে ২৪টি আপত্তি যুক্ত হওয়ায় সর্বমোট আপত্তি হয় ১৪১টি। গত মে ২০২৪ মাসে ২৯টি সাধারণ আপত্তি এবং ১৫টি অগ্রিম আপত্তির জবাব অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট আপত্তির ব্রডশীট জবাব অডিট অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন মেয়াদে স্থানীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ইনস্টিটিউটের ০৫ জন বিজ্ঞানী বৈদেশিক প্রশিক্ষণে/কর্মশালায়/উচ্চশিক্ষা (পিএইচডি) কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন তন্মধ্যে ০২ জন কর্মকর্তা পিএইচডি কোর্সে এবং ০৩ জন কর্মকর্তা স্বল্পমেয়াদী প্রশিক্ষণে/কর্মশালায় বিদেশে গমন করেন। আলোচ্য অর্থবছরে প্রায় আগ্রহী মৎস্যচাষি/উদ্যোক্তাদের ৪০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১১৪০ জন অংশগ্রহণকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ ৫টি কেন্দ্র ও ৫টি উপকেন্দ্র হতে শুদ্ধাচার, তথ্য অধিকার, ই-গভর্ন্যান্স, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও অন্যান্য বিষয়ে মোট ৭৪টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় ১৩৯৬ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রযুক্তিভিত্তিক কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউট হতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্ব-প্রণোদিত ভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৫ ধারা অনুসারে যাবতীয় তথ্যের ক্যাটালগ ও ইনডেক্স তৈরি/হালনাগাদকরণ এবং নির্ধারিত সময়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সাফল্য ও সংবাদ প্রেস বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। এছাড়াও ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ

নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও, তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তথ্য অধিকার বিষয়ে ৩টি লিফলেট প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা প্রচার করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রত্যেকটি ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে ওয়েবসাইটের তথ্য অধিকার সেবাবক্সে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৩. ইনোভেশন কার্যক্রম/সেবা সহজিকরণ কার্যক্রম

ই-গভর্ন্যান্স ও ইনোভেশন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের ইনোভেশন টিম কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা ও লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সেবা সহজিকরণ, সেবা ডিজিটালাইজেশন ও উদ্ভাবনী ধারনা বাস্তবায়িত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে ইনস্টিটিউট কর্তৃক সেবা সহজিকরণ কার্যক্রমের আওতায় অনলাইন নিয়োগ প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তাদের ব্যক্তিগত তথ্য হালনাগাদকরণের নিমিত্ত পারসোনাল ডাটাবেইজ সিস্টেম নামে সেবা ডিজিটালাইজেশন করা হয়েছে। এই অর্থবছরের উল্লেখযোগ্য ইনোভেশনের মধ্যে 'বিএফআরআই ই-প্রযুক্তি সেবা' নামে মোবাইল এ্যাপস উদ্ভাবন করা হয়েছে।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

ইনস্টিটিউটে আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমসমূহ প্রতিনিয়ত বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন সেবাসমূহ জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ব্যান্ডউইথ সমৃদ্ধ ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা হচ্ছে। বর্তমানে ডি-নথি সিষ্টেমের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের সদর দপ্তরসহ সকল কেন্দ্রে নথি কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও ইনস্টিটিউটের সকল ক্রয় কার্যক্রম ই-জিপির মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত ই সার্ভিসেস প্লাটফর্মের মাধ্যমে ইনস্টিটিউটের ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

ইনস্টিটিউটে শুদ্ধাচার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৭ জন কর্মকর্তার সমন্বয়ে গঠিত নৈতিকতা কমিটি ৪টি সভার আয়োজন করে এবং সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। আলোচ্য সময়ে শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার আওতায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ৪টি সভা, শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ১৬৭ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীর জন্য প্রশিক্ষণ আয়োজন, কর্মপরিবেশ উন্নয়ন (পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বৃদ্ধি) এবং আওতাধীন আঞ্চলিক/মাঠ পর্যায়ের কার্যালয় কর্তৃক দাখিলকৃত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদনের ওপর ৩টি ফিডব্যাক সভা করা হয়। এছাড়াও আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় প্রকল্পের সমাপ্তি শেষে বিধি মোতাবেক যানবাহন হস্তান্তর করা হয়েছে। শুদ্ধাচার সংশ্লিষ্ট এবং দূর্নীতি প্রতিরোধে সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রমের আওতায় ইনস্টিটিউটের সরকারি যানবাহনের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, আঞ্চলিক কেন্দ্র/উপকেন্দ্রের আর্থিক ও গবেষণা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, ইনস্টিটিউটের অধীন কেন্দ্র ও উপকেন্দ্রের রেণু/পোনা বিপণন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, আঞ্চলিক কেন্দ্র/ উপকেন্দ্রসমূহে চলমান গবেষণা প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম পরিবীক্ষণ, ইনস্টিটিউটের চলমান গবেষণা প্রকল্পের অগ্রগতি বিষয়ক সার্বিক প্রতিবেদন মুদ্রণ ও ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ইনস্টিটিউটের স্টোরে রক্ষিত মালামাল পরিবীক্ষণ, ইনস্টিটিউটের চলমান ও প্রস্তাবিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ আঞ্চলিক কর্মশালায় মূল্যায়ণ করা হয়েছে। শুদ্ধাচার বিষয়ে ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে এবং শুদ্ধাচার বাস্তবায়নে তাঁদেরকে অনুপ্রাণিত করা হচ্ছে।

১৬. অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

ইনস্টিটিউটের 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা' কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-'২৪ অর্থবছর অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিক ও সক্ষমতা কার্যক্রমের প্রতিটি সূচকের লক্ষ্যমাত্রা যথাসময়ে অর্জিত হয়েছে। উল্লেখ্য, জিআরএস অনলাইন সিস্টেমে দুইটি অভিযোগ পাওয়া যায় এবং তা নিষ্পত্তির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

১৭. উপসংহার

মৎস্যসম্পদের টেকসই ও স্থায়ীত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধি এবং সংরক্ষণে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় বিপন্ন প্রজাতির দেশীয় মাছ সংরক্ষণ ও চাষ, মাছের রোগ নিরাময়ে ভ্যাক্সিন তৈরি, উপকূলীয় মাছের পোনা উৎপাদন, মাছের জাত উন্নয়ন, অপ্রচলিত মৎস্যসম্পদ যেমন কুচিয়া ও কাঁকড়ার পোনা উৎপাদন ও চাষ, মিঠা পানির ঝিনুকে ইমেজ মুক্তা উৎপাদন, সাগর উপকূলে সীউইড চাষ ও এর ব্যবহার এবং ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সংরক্ষণে বলেশ্বর ও বলেশ্বর নদীর মোহনা অঞ্চলে ইলিশের নতুন প্রজনন ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা এবং অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ইনস্টিটিউট আলোচ্য সময়ে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেছে। দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, পুষ্টি চাহিদাপূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থসামাজিক উন্নয়নে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা আমাদের অব্যাহত রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে দেশের মৎস্য খাতের নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় চতুর্থ শিল্পবিপ্লবকে কাজে লাগিয়ে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়নে ইনস্টিটিউট হতে যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে, মৎস্যচাষে রিমোট সেনসিং এর ব্যবহার, হ্যাচারিতে ন্যানো টেকনোলজির ব্যবহার, ভ্যাকসিন উদ্ভাবনে মলিকুলার বায়োলজির ব্যবহার, স্বল্প জায়গায় ব্যবহৃত পানি রিসাইক্লিং এর মাধ্যমে মাছচাষ প্রযুক্তি উদ্ভাবন ইত্যাদি অন্যতম। ইনস্টিটিউটের যুগোপযোগী গবেষণা কার্যক্রম আধুনিক ও প্রযুক্তিভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আনবে এবং 'আধুনিক বাংলাদেশ' বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

বিএলআরআই উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্ট করি নিরাপদ মাংস নিশ্চিত করি

সুস্থ গবাদিপশু চেনার উপায়ঃ

- ❖ সাধারণ চাঞ্চল্যভাব ও জাবর কাটবে;
- ❖ নাকের চারপাশে কালো/লাল অংশ বা ম্যাজেল ভেজা ভেজা ও চকচকে থাকবে;
- ❖ কান খাড়া থাকবে ও কুঁজ নড়াচড়া করবে;
- ❖ মুখের সামনে ঘাস জাতীয় খাবার ধরলে নিজে নিজেই জিহ্বা দিয়ে টেনে নিবে;
- ❖ পিঠের চামড়া টানটান থাকবে, পশম মসৃণ ও উজ্জ্বল দেখাবে;
- ❖ চামড়া টান দিয়ে ছেড়ে দিলে দ্রুত আগের অবস্থায় ফিরে আসবে;
- ❖ পিঠের উপরে কুঁজ সোজা, মোটা ও টান টান থাকবে; এবং
- ❖ আঙ্গুল দিয়ে ২০-৩০ সেকেন্ড চাপ দিয়ে ধরে থাকলে সুস্থ পশুর চামড়ায় কোন গর্তের সৃষ্টি হবে না।

পশু খাদ্যে এন্টিবায়োটিক ও স্টেরয়েড ব্যবহারকে 'না' বলুন, নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন নিশ্চিত করুন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
ঢাকা,বাংলাদেশ

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট
www.blri.gov.bd

১) ভূমিকা

বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দেশের প্রাণী ও পোল্ট্রি সম্পদ উন্নয়নে একমাত্র জাতীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৪ সালে মহামান্য রাষ্ট্রপতির ২৮ নং অর্ডিন্যান্স এর মাধ্যমে বিএলআরআই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৮৬ সাল থেকে কর্মযাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ২০১৮ সালে উল্লিখিত অধ্যাদেশ রহিতক্রমে জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৩ নং আইন) পাশ হয়। বিএলআরআই এর সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মাননীয় উপদেষ্টা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে ১৪ (চৌদ্দ) সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা বোর্ড রয়েছে এবং মহাপরিচালক বিএলআরআই এর মুখ্য নির্বাহী। রাজধানী ঢাকার ৩০ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সাভার উপজেলার ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীত পাশে এর প্রধান কার্যালয় অবস্থিত এবং এর অধীন ছয়টি আঞ্চলিক কেন্দ্র রয়েছে। আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো: ১) বাঘাবাড়ি, শাহজাদপুর উপজেলা, সিরাজগঞ্জ; ২) নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা, বান্দরবান; ৩) গোদাগাড়ী উপজেলা, রাজশাহী; ৪) ভাঙ্গা উপজেলা, ফরিদপুর; ৫) বাহাদুরপুর, যশোর সদর, যশোর এবং ৬) সৈয়দপুর উপজেলা, নীলফামারী (এই আঞ্চলিক কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে)।

পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদের উৎপাদন সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জাত উদ্ভাবন, খাদ্য ও পুষ্টি, স্বাস্থ্য ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন, আর্থসামাজিক মূল্যায়ন ও পরীক্ষণ, প্রাথমিক সম্প্রসারণ এবং প্রযুক্তি সম্প্রসারণের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা, প্রাণীজ উপকরণ ও প্রোডাক্টের মূল্য সংযোজন, খামারি ও উদ্যোক্তাদের পরামর্শ সেবা ও শিল্পায়নে বিএলআরআই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণীর জাত ও প্রজনন ব্যবস্থাপনা, খাদ্য, পুষ্টি ও পালন ব্যবস্থাপনা, মূল্য সংযোজন, লবণ সহিষ্ণু ঘাসের জাত, প্রাণীর রোগ প্রতিরোধ ও প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিএলআরআই কর্তৃক ইতোমধ্যে মোট ৭৬টি প্রযুক্তি ও ১৯টি প্যাকেজ উদ্ভাবিত হয়েছে। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে আরও দু'টি নতুন প্রযুক্তি "এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা H9N2 ভ্যাকসিন এবং লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন" উদ্ভাবিত হয়েছে। এসব প্রযুক্তি প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল এবং অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এবং উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারিত হচ্ছে। উদ্ভাবিত প্রযুক্তিগুলো সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের ফলে প্রাণিসম্পদের পালন ও ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং আত্মকর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে; যা আমাদের দেশের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অগ্রযাত্রায় অবদান রাখছে। এছাড়া, বিএলআরআই প্রাণীজ কৃষি গবেষণা ও উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় খাতে দেশের সরকারি-বেসরকারি শিক্ষা ও সম্প্রসারণ সংস্থাসমূহ এবং আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

২) রূপকল্প (Vision)

প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে জাতীয় চাহিদার নিরিখে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন।

৩) অভিলক্ষ্য (Mission)

নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণের লক্ষ্যে গবেষণার মাধ্যমে প্রাণিসম্পদের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।

৪) লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

- ❖ উন্নততর গবেষণা পরিচালনা ও টেকসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন;
- ❖ উদ্ভাবিত প্রযুক্তির মাধ্যমে খাদ্য ও প্রাণিজ পুষ্টির ঘাটতি পূরণ;
- ❖ সম্ভাবনাময় দেশি প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, উন্নয়ন এবং বংশবৃদ্ধিকরণ;
- ❖ প্রাণিসম্পদ পালনে দক্ষ মানব সম্পদ উন্নয়ন;
- ❖ দারিদ্র্য বিমোচন।

৫) প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

১) গবেষণার মাধ্যমে দেশের প্রাণিসম্পদের মৌলিক সমস্যা শনাক্তক্রমে তা সমাধানের উপায় নির্ধারণ বা চিহ্নিত করা;

২) প্রাণিসম্পদের বিভিন্ন প্রকার রোগ দ্রুত শনাক্তকরণ এবং তার চিকিৎসার জন্য উপযোগী পদ্ধতি উদ্ভাবন করা;

৩) প্রাণিসম্পদ উৎপাদনের উপর বিভিন্ন প্রকার ব্যাক্টেরিয়া, ভাইরাস, ছত্রাক এবং পরজীবী দ্বারা সৃষ্ট রোগ এবং তাদের সংক্রমণ প্রভাব নির্ণয়ে ইপিডেমিওলজিক্যাল গবেষণা পরিচালনা করা;

৪) প্রাণী ও পোল্ট্রিতে বিভিন্ন প্রকার জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগের বিষয়ে প্রাণীর শরীরের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সংক্রান্ত গবেষণা এবং রোগের যথাযথ প্রতিষেধক উৎপাদনের জন্য লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা;

৫) দুধ, মাংস ও কর্ষণ শক্তি উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক প্রাণিসম্পদের উন্নত জাত উদ্ভাবন এবং ডিম ও মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি সহায়ক পোল্ট্রির উন্নত জাত উদ্ভাবন করা;

৬) প্রাণী খাদ্যের উৎপাদন ও সংরক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন এবং কৃষিভিত্তিক উপজাত, উচ্ছিষ্ট ও অপ্রচলিত খাদ্য সামগ্রীর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা;

৭) আপদকালীন সময়ে প্রাণিখাদ্য যোগানের লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদে সংরক্ষণযোগ্য প্রাণিখাদ্য প্রস্তুতকরণের কৌশল উদ্ভাবন করা;

৮) প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ এবং আন্তঃদেশীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধকল্পে গবেষণার মাধ্যমে উক্ত রোগ নির্মূলের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার মানসম্পন্ন টিকা উদ্ভাবন করা;

৯) প্রাণী হতে মানুষে সংক্রমণযোগ্য রোগ নিয়ন্ত্রণে 'One Health' বিষয়ক গবেষণা পরিচালনা করা;

১০) প্রাণী এবং উৎপাদিত প্রাণিজপণ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদানের উৎপাদন ব্যয় নির্ণয় করা;

৬) সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational Structure)

বিএলআরআই এর প্রধান কার্যালয়ে ১০টি গবেষণা বিভাগ, ৪টি রিসার্চ সেন্টার এবং ১টি সেবা ও সহায়তা বিভাগ রয়েছে। গবেষণা বিভাগ ও সেন্টারগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১. প্রাণী উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
২. পোল্ট্রি উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
৩. বায়োটেকনোলজি বিভাগ
৪. প্রাণিস্বাস্থ্য গবেষণা বিভাগ
৫. ছাগল উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
৬. ভেড়া উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
৭. মহিষ উৎপাদন গবেষণা বিভাগ
৮. প্রশিক্ষণ, পরিকল্পনা ও প্রযুক্তি পরীক্ষণ বিভাগ
৯. আর্থ-সামাজিক গবেষণা বিভাগ
১০. ফার্মিং সিস্টেম রিসার্চ ডিভিশন
১১. পোল্ট্রি রিসার্চ সেন্টার
১২. ডেইরি রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং সেন্টার
১৩. ট্রান্সবাউন্ডারি এ্যানিমেল ডিজিজ রিসার্চ সেন্টার
১৪. জলবায়ু সহিষ্ণু প্রাণিসম্পদ উৎপাদন গবেষণা কেন্দ্র

সেবা ও সহায়তা বিভাগের অধীনে পরিচালিত বিভিন্ন শাখাসমূহ হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১. প্রশাসন শাখা
২. প্রকৌশল শাখা
৩. হিসাব শাখা
৪. গবেষণা খামার শাখা
৫. গ্রন্থাগার শাখা
৬. প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা
৭. স্টোর ও প্রোকিউরমেন্ট শাখা
৮. পরিবহণ শাখা
৯. নিরাপত্তা শাখা
১০. মেডিকেল শাখা
১১. আইসিটি শাখা

বিএলআরআই এর আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো হচ্ছে যথাক্রমেঃ

১. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি; শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০০৩ সালে।
২. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, নাইক্ষ্যংছড়ি; বান্দরবান; প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৮৯ সালে।

৩. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, গোদাগাড়ি, রাজশাহী; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৬ সালে।

৪. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, সদর, যশোর; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালে।

৫. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, ভাংগা, ফরিদপুর; প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১৯ সালে।

৬. বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, সৈয়দপুর, নীলফামারী (নির্মাণাধীন)।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব এবং অন্যান্য কর্মকর্তাগণ বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র, বাঘাবাড়ি, সিরাজগঞ্জ পরিদর্শন করেন।

চিত্র: বিজ্ঞানভিত্তিক মহিষ পালন ও খামার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী

চিত্র: বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত 'বার্ষিক গবেষণা পর্যালোচনা কর্মশালা-২০২৩' এর উদ্বোধন এবং "প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদন প্রযুক্তি নির্দেশিকা (চতুর্থ সংস্করণ)" শীর্ষক বইটির মোড়ক উন্মোচনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক আয়োজিত 'বার্ষিক গবেষণা পরিকল্পনা কর্মশালা-২০২৪' এ বক্তব্য রাখছেন।

৭.১ প্রযুক্তি উদ্ভাবন

৭.১.১ বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন

ভূমিকা

লাম্পি স্কিন ডিজিজ একটি ভাইরাসজনিত রোগ যা সাধারণভাবে বাংলাদেশে এলএসডি বা ফোস্কারোগ বা পিন্ডরোগ হিসাবে পরিচিত। ২০১৯ সালে বাংলাদেশের বৃহত্তর চট্টগ্রামে লাম্পি স্কিন ডিজিজ রোগটি প্রথম দেখা দেয় এবং পরে রোগটি স্থানীয়ভাবে বিক্ষিপ্ত আকারে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বর্তমানে দেশের সব অঞ্চলে রোগটির প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। সাধারণত গ্রীষ্মকালের আর্দ্রতাযুক্ত উষ্ণ আবহাওয়ায় এলএসডি সবচেয়ে বেশি বিস্তৃতি লাভ করে, তবে শীতকালেও রোগটির প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়। মশা, মাছি, উকুন, পোকামাকড় এর মত ভেক্টর ও অন্যান্য বন্য প্রাণীর মাধ্যমেও রোগটি ছড়ায়।

এলএসডি আক্রান্ত প্রাণীর লক্ষণসমূহ

আক্রন্ত প্রাণীর স্বাস্থ্যগত অবস্থার চরম অবনতি ঘটে। এছাড়া অপুষ্টিজনিত কারণে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা এবং উৎপাদন ক্ষমতা হারাতে থাকে। ফলে গর্ভপাত, দুগ্ধ ও মাংস উৎপাদন বহুলাংশে হ্রাস পায়। এলএসডি রোগে আক্রান্তের হার শতকরা ৫ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে এবং বাছুরের মৃত্যুর হার তুলনামূলকভাবে বেশি। এছাড়া, এলএসডি রোগটি মূলত প্রাণীর চামড়ার উপর ক্ষতের সৃষ্টি করে এবং প্রাণীর চামড়ায় ব্যাকটেরিয়াজনিত সেকেন্ডারি সংক্রমণের ফলে ঘা দেখা দেয়। এতে গবাদিপশু থেকে উপজাত হিসেবে যে চামড়া পাওয়া যায় তার গুণগতমান নিম্ন হয় বিধায় সামগ্রিকভাবে খামারিগণ ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হন।

এলএসডি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ

এলএসডি দমন করার সর্বোত্তম পদ্ধতি হল প্রাণীকে নিয়মিত ভ্যাকসিন প্রদান। কোয়ারেন্টাইন হতে পারে সংক্রমণ রোধের আরেকটি পদ্ধতি। রোগটি যেহেতু প্রাণীর অবাধ চলাচলের জন্যও ছড়িয়ে পড়ে তাই আন্তঃসীমান্তীয় চলাচল, পরিবহনের ক্ষেত্রেও বিধিনিষেধ আরোপ করে এলএসডি বিস্তারের জন্য প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। তবে রোগ সংক্রমণের পূর্বেই যথাযথ ও সঠিক সময়ে ভ্যাকসিন প্রদানই হলো এই রোগটি দমনের কার্যকরী পন্থা। বাংলাদেশের লাম্পি স্কিন ডিজিজ এর প্রাদুর্ভাবের সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা' শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থায়নে লাইভ এটিনোয়েটেড লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়। উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনটি এ দেশে বিরাজমান ভাইরাস থেকে তৈরি করা হয়েছে, ফলে ভ্যাকসিনটি অধিক কার্যকরী ও নিরাপদ।

ভ্যাকসিন পরিবহন, সংরক্ষণ ও প্রদানের নিয়মাবলি

পরিবহন: ভ্যাকসিন পরিবহনের ক্ষেত্রে সর্বদা কুলচেইন (Cool Chain) বজায় রাখতে হবে।

সংরক্ষণ: ভ্যাকসিন সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষণাগারে নিম্ন তাপমাত্রার ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্বল্প সময়ের জন্য সাধারণত ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ভ্যাকসিনটি সংরক্ষণ করতে হবে। সংরক্ষণাগার ও ফ্রিজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুতের ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক।

ভ্যাকসিন প্রদান: লাইফোলাইজ করা ভ্যাকসিন ট্যাবলেটটি ১ মি.লি. ডিলুয়েন্টের সাথে মিশিয়ে ১মি.লি. পরিমাণ ভ্যাকসিনটি ৩ মাস বা তদূর্ধ্ব বয়সের বাছুর থেকে শুরু করে প্রাপ্ত বয়স্ক প্রাণীর চামড়ার নিচে প্রদান করতে হবে। ডিলুয়েন্টের সঙ্গে মিশ্রিত করার পর ২ ঘণ্টার মধ্যে ভ্যাকসিন প্রদান শেষ করতে হবে।

সতর্কতা

- ❖ কোনো অবস্থায় অসুস্থ প্রাণীতে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করা যাবে না।
- ❖ অবশ্যই রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শক্রমে প্রয়োগ করতে হবে।

৭.১.২ বিএলআরআই উদ্ভাবিত Avian Influenza H9N2 ভ্যাকসিন

ভূমিকা

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু পোল্ট্রির ভাইরাসজনিত রোগ। বাংলাদেশে ২০০৭ সালে প্রথম রোগটির প্রাদুর্ভাব শনাক্ত করা হয়। বাংলাদেশে সাধারণত হাই প্যাথোজেনিক ও লো-প্যাথোজেনিক এই দুই ধরনের এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা বা বার্ড ফ্লু সংক্রমণ পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে, লো-প্যাথোজেনিক ভাইরাস হিসেবে ডিমপাড়া মুরগিতে Avian Influenza H9N2 এর সংক্রমণের হার সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়। Avian Influenza H9N2 এর সংক্রমণের ফলে ডিমপাড়া মুরগির ডিম উৎপাদনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায় এবং খামারিরা ব্যাপকভাবে আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধের তথ্য মোতাবেক এই ভাইরাসে আক্রান্ত মুরগির ডিম উৎপাদনের হার ৭০% পর্যন্ত হ্রাস পেতে পারে এবং আক্রান্ত মুরগির অন্যান্য রোগে সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বহুলাংশে বেড়ে যায়। তাছাড়া, এই রোগটির জুনোটিক গুরুত্বও রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনা করে "জুনোসিস এবং আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে পোল্ট্রি শিল্পের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সহায়তায় মুরগির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ Avian Influenza H9N2 ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করা হয়।

উদ্ভাবিত ভ্যাকসিনের বৈশিষ্ট্য

- এটি একটি নিষ্ক্রিয় (Inactivated vaccine) ধরণের ভ্যাকসিন;
- স্থানীয় স্ট্রেইন হতে উদ্ভাবিত হওয়ায় অধিক কার্যকরী;
- ব্যয় সাশ্রয়ী;
- বিশ্ব প্রাণিস্বাস্থ্য সংস্থার গাইডলাইন মোতাবেক উদ্ভাবিত;
- বিএলআরআই ও প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারের গবেষণাগারে পরীক্ষিত;
- সকল প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত।

মাত্রা: প্রতি ডোজ ০.৫ মি.লি./মুরগি হিসেবে প্রদান করতে হবে

প্রয়োগবিধি: চামড়ার নিচে নিম্নোক্ত ছক অনুসারে প্রয়োগ করতে হবে

ভ্যাকসিন প্রয়োগের পর্যায়	প্রয়োগের সময়কাল
১ম ডোজ	২য় সপ্তাহ
২য় ডোজ	৭ম-৮ম সপ্তাহ
৩য় বা বুস্টার ডোজ	১৫তম সপ্তাহ

প্যাকেজিং: প্রতিটি বোতলে রয়েছে ১০০০ ডোজ ভ্যাকসিন

সংরক্ষণ ও পরিবহন নির্দেশিকা: ৪° সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষণ ও পরিবহন করতে হবে

সতর্কতা

- কুল চেইন (Cool Chain) বজায় রাখতে হবে
- কোন অবস্থায় অসুস্থ মুরগিতে প্রয়োগ করা যাবে না
- অবশ্যই রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের পরামর্শক্রমে ভ্যাকসিন প্রয়োগ করতে হবে।

৭.২ চলমান গবেষণা কার্যক্রম

বিএলআরআই প্রাণী ও পোল্ট্রি জাতের মোট ৩৫টি প্রজাতি সংরক্ষণ এবং এসব জাতের উৎপাদন দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। পাশাপাশি গবাদিপশুর খাদ্য হিসেবে ফডার বা ঘাস চাষকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিএলআরআই ফডার জাত সংরক্ষণ, বৈশিষ্ট্যায়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং ফডার জার্মপ্লাজম স্থাপনের মাধ্যমে ৪৬টি ফডারের জাত সংরক্ষণ করছে। বিএলআরআই মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রাণী ও পোল্ট্রি উৎপাদনের পাঁচটি ক্ষেত্র; যথা: ১) জেনেটিক্স অ্যান্ড ব্রিডিং; ২) ফিডস, ফডার অ্যান্ড নিউট্রিশন; ৩) জীব প্রযুক্তি, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন; ৪) পোল্ট্রি ও প্রাণিরোগ ও স্বাস্থ্য এবং ৫) আর্থ-সামাজিক ও ফার্মিং সিস্টেম বিবেচনায় গবেষণা কার্যক্রমগুলো প্রণয়ন বাস্তবায়ন করে থাকে। চলমান গবেষণা কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

৭.২.১ রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি গরুর জাত) উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

সাধারণত বৃহত্তর চট্টগ্রাম এলাকায় এ জাতের গরু পাওয়া যায়। বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০০২ সাল থেকে রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) জাত সংরক্ষণ এবং বংশ পরম্পরায় নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে আরসিসি গরুর জাতের কৌলিকমান উন্নয়নে গবেষণা করছে। আরসিসি অষ্টমুখী লাল গরু হওয়ায় দেখতে খুব সুন্দর এবং ষাঁড় গুলোর দৈহিক বৃদ্ধিও অধিক। এমনকি স্বল্প পরিমাণে দানাদার খাদ্য ও পর্যাপ্ত পরিমাণে কাঁচা ঘাস খাওয়ালে দৈনিক ৬৫০ গ্রাম হারে দৈহিক বৃদ্ধি হয়। আরসিসি জাতের গাভী প্রতিবছর বাচ্চা দেয় এবং জীবনে ১৩-১৫টি বাচ্চা দেয়। পাশাপাশি খামারিরা ষাঁড়ের ভালো রংঙের কারণে অধিক মূল্য পেয়ে থাকে।

চিত্র: বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত রেড চিটাগাং ক্যাটেল (আরসিসি) জাতের ষাঁড়

দেশি জাতের গরু হওয়ায় ইহার মাংস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ব্র্যান্ডেড মাংস হিসেবে আরসিসি গরুর মাংস দেশে এবং বিদেশে বাজারজাত করার সুযোগ রয়েছে। National Technical Regulatory Committee (NTRC) এর ৫ম সভায় (২৪-০৫-২০২২) আরসিসি গরুকে দেশীয় গরুর জাত হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এই অর্থবছরে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত আরসিসি গরুর জাত মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে সম্প্রসারণ এবং সহজলভ্য করার লক্ষ্যে, রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কমলাপুর গ্রাম এবং চট্টগ্রামের চন্দনাইশ উপজেলার হাশিমপুর গ্রামকে "আরসিসি মডেল ভিলেজ" তৈরির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত উক্ত গ্রামগুলিতে ৬০০ ডোজ উন্নত কৌলিক গুণসম্পন্ন সিমেন বিতরণ করা হয়েছে। এ দুটি গ্রাম থেকে সর্বমোট ৯৮টি বিশুদ্ধ আরসিসি প্রোজেনি (বাচ্চা) এবং ৭৩টি গ্রেডেড আরসিসি এর প্রোজেনি (বাচ্চা) পাওয়া গেছে। জন্মের সময় বাচ্চাগুলোর গড় ওজন ছিল প্রায় ১৭ কেজি। উক্ত গ্রামগুলোতে বর্তমানে আরসিসি গাভীর গড় দুধ উৎপাদন ৩-৩.৫ লিটার।

৭.২.২ মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে ক্যাটেল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

মুন্সিগঞ্জ ক্যাটেল এবং নর্থ বেঙ্গল গ্রে ক্যাটেল উন্নত দেশীয় জাতের গবাদিপশু যা প্রধানত মুন্সিগঞ্জ জেলা এবং বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের সংলগ্ন এলাকায় পাওয়া যায়। দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণে সম্ভাবনাময় এ জাতের গরুগুলো যাতে বিলুপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে তিনটি উদ্দেশ্য বিবেচনা করে এই গবেষণা কার্যক্রমটি গ্রহণ করা হয়েছে যথা: ১) মুন্সীগঞ্জ ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে ক্যাটেল এর বাহ্যিক এবং জেনেটিক বৈশিষ্ট্য মূল্যায়ন; ২) বিএলআরআই গবেষণা খামারে মুন্সীগঞ্জ ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে ষাঁড় এবং গরু সংরক্ষণ এবং ৩) মুন্সীগঞ্জ ও নর্থ বেঙ্গল গ্রে ক্যাটেল প্রোজেনির কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন। বর্তমানে বিএলআরআই এর নিউক্লিয়াস হার্ডে ২৫টি গাভী এবং ১৭টি ষাঁড়সহ মোট ৪২টি মুন্সীগঞ্জ ক্যাটেল রয়েছে। খামারি পর্যায়ে মুন্সীগঞ্জ জাতের গরু পালনে আগ্রহ তৈরি ও সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত মুন্সীগঞ্জ জাতের ষাঁড় থেকে সিমেন সংগ্রহ করে কৃত্রিম প্রজননের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২.৩ অধিক মাংস উৎপাদনশীল গরুর জাত উদ্ভাবন

বিএলআরআই দেশীয় আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনশীল (২ বৎসর বয়সে ৬.৫ খাদ্য রুপান্তর দক্ষতায় ন্যূনতম ৩০০ কেজি দৈহিক ওজন) গরুর জাত উদ্ভাবনের লক্ষ্যে দেশি কম উৎপাদনশীল গাভী/বকনা গরু ব্যবহার করে এবং উন্নত মাংসল জাতের ষাঁড়ের বীজ দ্বারা কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে প্রথম প্রজেনী (F1) এর উৎপাদন দক্ষতা যাচাই পূর্বক দেশের জন্য মাংস উৎপাদনকারী ব্রিড নির্বাচন এবং ধারাবাহিকভাবে নিয়ন্ত্রিত সংকরায়নের মাধ্যমে টেকসই অধিক উৎপাদনশীল সিনথেটিক বিফ ব্রিড উৎপাদনের লক্ষ্যে গবেষণা কার্য পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন ষাঁড়ের ৫,৫৫০টি ফ্রোজেন সিমেন স্ট্র তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া, প্রথম প্রজেনী (F1) ড্যাম (মায়ের) এর দুধ উৎপাদন ও গুণাগুণ মূল্যায়ন করা হয়েছে।

৭.২.৪ দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ

সম্পূরক খাদ্য ও ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে দেশি মুরগির জাত উন্নয়ন করা হয়েছে। উন্নয়নকৃত এ দেশি জাতের মুরগির বার্ষিক গড় ডিম উৎপাদন ১৬০-১৮০টি, যা স্থানীয় দেশি মুরগির তুলনায় তিনগুণের বেশি এবং ৮ (আট) সপ্তাহে গড় দৈহিক ওজন ৭৫০-৮০০ গ্রাম হয়ে থাকে। মাংসের স্বাদ ও গুণাগুণের কারণে স্থানীয় বাজারে চাহিদার আলোকে খামারি ও উদ্যোক্তাদের মাঝে বিএলআরআই কর্তৃক উন্নয়নকৃত দেশি মুরগি পালনে ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। এ প্রেক্ষিতে, ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে খামারি/উদ্যোক্তাদেরকে দেশি মুরগির ৫৩০৫টি একদিনের বাচ্চা এবং ২০৫০টি হ্যাচিং ডিম সরবরাহ করা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া, বর্তমানে আঞ্চলিক পর্যায়ে সম্প্রসারণের পাশাপাশি বৈশ্বিক আবহাওয়া ও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে দেশি মুরগির ওপর প্রভাব এবং করণীয় বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২.৫ অধিক উৎপাদনশীল মুরগির জাত উদ্ভাবন ও বাণিজ্যিকীকরণ

দেশীয় পরিবর্তনশীল আবহাওয়া উপযোগী অধিক মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত "বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)" মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়। উদ্ভাবিত সুবর্ণ মুরগির গড় ওজন ৫৬ দিনে ৯০০-১০০০ গ্রাম হয়। এই সুবর্ণ মুরগির মাংসের স্বাদ ও গুণাগুণ দেশি মুরগির ন্যায় হওয়ায় বাজারে ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তাই জাতটি আগ্রহী খামারি বা উদ্যোক্তাদের নিকট ব্যাপকভাবে সহজপ্রাপ্য করার জন্য দেশের স্বনামধন্য পোল্ট্রি শিল্প যেমন: আফতাব বহুমুখী ফার্মস লিমিটেড, প্যারাগন পোল্ট্রি লিমিটেড এবং প্লানেট এগ্রো. লিমিটেড এর সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

চিত্র: বিএলআরআই কর্তৃক উদ্ভাবিত মাংস উৎপাদনকারী মুরগির জাত বিএলআরআই মিট চিকেন-১ (সুবর্ণ)

৭.২.৬ অধিক উৎপাদনশীল গাভীর খামারে তাপজনিত পীড়নের প্রভাব ও তার প্রতিকার

হিট স্ট্রেস বা তাপ প্রবাহের কারণে গাভীর শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ ও স্বাভাবিক উৎপাদন চরমভাবে ব্যহত হয় এবং অধিক উৎপাদনশীল গাভীর ক্ষেত্রে তা আরও বেশি প্রবল। হিট স্ট্রেস বা তাপ প্রবাহের কারণে গাভীর শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপ ব্যহত হওয়ার পাশাপাশি দুধ উৎপাদন ও দুধের গুণগতমান হ্রাস পায়, রক্তের বিভিন্ন বিপাকীয় উপাদানের মান পরিবর্তন হয় এবং অতিরিক্ত তাপ প্রবাহের ক্ষেত্রে গাভীর মৃত্যুও হয়ে থাকে। তাপ প্রবাহের এই বিরূপ প্রভাব থেকে গাভীকে রক্ষার জন্য স্বাভাবিক খাদ্যাভ্যাস ও ব্যবস্থাপনাগত বিভিন্ন পরিবর্তনের মাধ্যমে যেমন-দানাদার খাদ্যের পরিমাণ হ্রাস, সবুজ ঘাস সরবরাহ বৃদ্ধি, খাবার পানির সাথে ইলেক্ট্রোলাইটস সরবরাহ, ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বিভিন্ন কৌশল পরিবর্তন করে এই হিট স্ট্রেস এর প্রভাব প্রশমনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২.৭ ঘাসের জাত উদ্ভাবন ও প্রাণিখাদ্য সংকটের সমাধান

প্রাণিসম্পদ খাতের চাহিদা পূরণে তথা গবাদিপশুর উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য খাদ্য হচ্ছে প্রধান নিয়ামক। এই সমস্যার বিজ্ঞানসম্মত সমাধানকল্পে বিএলআরআই বিভিন্ন রকম উচ্চ ফলনশীল ঘাসের জাত উদ্ভাবন করেছে যা খামারিদের মাঝে অত্যন্ত জনপ্রিয়। নেপিয়ার ১, ২, ৩ ও ৪ নামক ঘাসের জাতগুলো এখানে উল্লেখযোগ্য। অঞ্চলভিত্তিক প্রাপ্ত বিভিন্ন ফডারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ রেশন উৎপাদন কৌশল বিএলআরআই ইতোমধ্যে উদ্ভাবন করেছে। অতিসম্প্রতি বিএলআরআই লবণাক্ততা সহনশীল ঘাসের জাত বিএলআরআই ঘাস-৫ (লবণ সহিষ্ণু) উদ্ভাবন করেছে এবং বর্তমানে খরা সহিষ্ণু ঘাসের উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, গো-খাদ্য হিসেবে সাজনা পাতার ব্যবহার

শিরোনামে একটি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে এবং প্রযুক্তিটির বাণিজ্যিকীকরণের লক্ষ্যে মোরিঙ্গা ফাউন্ডেশন প্রা. লি. নামক একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা হয়েছে এবং প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২.৮ সংক্রামক রোগের কার্যকরী ভ্যাকসিন উদ্ভাবন, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স এর ঝুঁকি কমানো এবং জুনোটিক রোগ প্রতিরোধের জন্য গবেষণা

গবাদিপশু ও পোল্ট্রির রোগ নিয়ন্ত্রণে বিএলআরআই বিভিন্ন রোগের টিকা উদ্ভাবন করেছে, যার মধ্যে আছে পিপিআর ভ্যাকসিন, এফএমডি ট্রাইভ্যালেন্ট ভ্যাকসিন, পিপিআর থার্মোস্ট্যাবল ভ্যাকসিন প্রভৃতি। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা (বার্ড-ফ্লু) এর H_9N_2 ভ্যাকসিন এবং লাম্পি স্কিন ডিজিজ এর ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছে। বর্তমানে গোট পক্স ভ্যাকসিন এবং সালমোনেলা ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও, অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স ও জুনোটিক রোগ প্রতিরোধের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ উৎপাদন বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৭.২.৯ প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং মূল্য সংযোজন সম্পর্কিত গবেষণা

প্রাণিজাত পণ্য ও উপজাতসমূহের মানোন্নয়ন, মূল্য সংযোজন ও বৈচিত্র্যকরণ এর লক্ষ্যে ব্রয়লার ও স্পেন্ট মুরগি থেকে জিংক ফরটিফাইড মিট প্রোডাক্ট তৈরি, নিউট্রেন্ট ইন-রিচ ডিজাইনার ডিম তৈরি, ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি এসিড সমৃদ্ধ ডিম উৎপাদন, কম কোলেস্টেরলযুক্ত দুগ্ধ পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

৮) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের ৫১টি কার্যক্রমের বিপরীতে সবগুলো কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা সফলভাবে অর্জিত হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ইনস্টিটিউটের কৌশলগত দিকসমূহের কার্যক্রম অনুযায়ী ১২টি মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন, ৪টি ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন এবং ১টি অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে দাখিল এবং এপিএএমএস সফটওয়্যারে (APAMS software) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আওতায় পরিচালিত কার্যক্রমের তথ্যাদি, অগ্রগতি প্রতিবেদন ও প্রমাণক দাখিল করা হয়েছে। এপিএ কার্যক্রমগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫ (পাঁচ) টি গবেষণা ক্ষেত্রে ৪০টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়ন, ২টি প্রযুক্তি (Avian Influenza H_9N_2 ভ্যাকসিন এবং লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাকসিন) উদ্ভাবন। এ অর্থবছরে (২০২৪-'২৫) প্রযুক্তি দুইটি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের জন্য হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৯) SDG-র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি

দেশীয় আবহাওয়া ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে যুগোপযোগী গবেষণা ক্ষেত্র চিহ্নিত করে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে বিএলআরআই হতে একটি যুগোপযোগী গবেষণা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনায় জলবায়ু সহনশীল টেকসই প্রাণীর জাত উন্নয়ন, খাদ্য ও পুষ্টি, পশুর রোগ-প্রতিরোধ ও ভ্যাকসিন তৈরি, জীবপ্রযুক্তি প্রয়োগ ও ব্যবহার, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, প্রাণিজাত পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মূল্য সংযোজন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প/কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) অর্জনে ইনস্টিটিউটের রাজস্ব বাজেটে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়নের পাশাপাশি (২০২৩-'২৪) অর্থবছরে ০৩ (তিন)টি উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে (১. পোল্ট্রি গবেষণা ও উন্নয়ন জোরদারকরণ প্রকল্প; ২. জুনোসিস ও আন্তঃসীমান্তীয় প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ গবেষণা প্রকল্প এবং ৩. মহিষ গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্প)।

১০) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

সরকারি অফিসসমূহে কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় সঠিক ও তথ্যভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিতের ক্ষেত্রে নিরীক্ষা কার্যক্রমের অপরিহার্যতা রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে বিএলআরআই ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের বিদ্যমান মোট ১১৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৭৫টির নিষ্পত্তি সম্পন্ন করেছে।

১১) মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কারিগরি বিষয়ে দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এপিএ লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মোট ১২৫০ জন খামারি/উদ্যোক্তাকে বিভিন্ন প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ৯৫৭ জন আগ্রহী খামারি /উদ্যোক্তাকে প্রাণিপালন ও ব্যবস্থাপনা, রোগ-প্রতিরোধ, ঘাস চাষ ও সংরক্ষণ, খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং খামার স্থাপন বিষয়ে কারিগরি পরামর্শসেবা প্রদান করা হয়েছে। ৩০৫ জন বিজ্ঞানী/কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম পূরণের অনুশাসন বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ এবং প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীকে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি ও সেবা সহজিকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ; বিভিন্ন অনলাইন সেবা ব্যবহারের উপর প্রশিক্ষণ, শুদ্ধাচার ও নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: বিএলআরআই উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণের লক্ষ্যে খামারি প্রশিক্ষণ প্রদান ও সার্টিফিকেট বিতরণ

১২) তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

সুশাসন প্রতিষ্ঠায় এবং বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অংশ হিসেবে বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) এ তথ্য অধিকার বিষয়ক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-'২৪ বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে 'তথ্য অধিকার আইন, বিধি, প্রবিধান, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশনা' বিষয়ে শীর্ষক ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে ০৩ (তিন) টি প্রচার কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। পাশাপাশি তথ্য অধিকার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকল্পে দ্বিতীয় প্রান্তিকে বিএলআরআই এর দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। তৃতীয় প্রান্তিকে ১৩-০২-২০২৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে একটি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়। চতুর্থ প্রান্তিকে জুন ২০২৪ মাসে তথ্য অধিকার আইন ও এর বিধিবিধান সম্পর্কে একটি লিফলেট, বিএলআরআই প্রকাশনা নম্বর-৩৩৯ (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশ করা করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং স্বপ্রণোদিতভাবে

প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া তথ্য অধিকার আইনের আওতায় প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শতভাগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করে দাপ্তরিক ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে।

চিত্র: বিএলআরআই এ 'তথ্য অধিকার আইন, বিধি, প্রবিধান, স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশনা' বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৩) ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

১৩.১ উদ্ভাবনী আইডিয়া ও সেবা সহজিকরণ

বিএলআরআই এর উদ্ভাবনী ধারণাসমূহের মধ্যে বিএলআরআই ফিডমাস্টার মোবাইল অ্যাপস, বিএলআরআই ডেইরি ব্রিডিং ম্যানেজার ও খামার গুরু উদ্ভাবনী আইডিয়া তিনটি মাঠ পর্যায়ে রেপ্লিকেশন হচ্ছে এবং গ্রীনওয়ে বিজনেস অ্যাপসটির মাঠ পর্যায়ে পাইলটিং কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়াও, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে চলমান উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে আইওটি (IOT) বেইজড স্মার্ট ডেইরি ফার্মিং ও পোল্ট্রি খামারে গবেষণা কার্যক্রমে ডিজিটাল রেকর্ডিং সিস্টেম এবং নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা অ্যাপস শীর্ষক ধারণাসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি গত ০৯-০৫-২০২৪ তারিখে অধীন বিভিন্ন বিভাগের বিজ্ঞানীগণ হতে প্রাপ্ত উদ্ভাবনী ধারণাসমূহ নিয়ে ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা-২০২৪ আয়োজন করা হয় এবং শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ নির্বাচন করা হয়। শোকেসিং কর্মশালায় শ্রেষ্ঠ উদ্ভাবনী উদ্যোগ হিসেবে 'প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা অ্যাপ' ধারণাটি নির্বাচিত এবং পুরস্কৃত হয়। এই উদ্ভাবনী ধারনায় প্রথমবারের মতো পোষা প্রাণীসহ সকল প্রাণীদের জন্য আলাদা ভাবে ভ্যাকসিন, কৃমিনাশক শিডিউল সংক্রান্ত একটি অ্যাপস তৈরি করা হচ্ছে, যা প্রাণীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুররুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

এছাড়াও ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী, ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে "বিএলআরআই উদ্ভাবিত অধিক উৎপাদনশীল জাত সরবরাহ সেবা" শীর্ষক সহজিকৃত ডিজিটাল সেবা চালু করা হয়েছে।

চিত্র: বিএলআরআই এ ইনোভেশন শোকেসিং কর্মশালা

১৩.২ কর্মশালা/প্রশিক্ষণ

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা এর আওতায় গত ১১-০১-২০২৪ তারিখে বিএলআরআই এ 'ই-সেবা প্রবর্তন' শীর্ষক কর্মশালা এবং 'সেবা সহজিকরণ' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে। কর্মশালার মাধ্যমে 'প্রাণিস্বাস্থ্য সুরক্ষা সেবা' নামক একটি ই-সেবা প্রবর্তন এবং 'বিএলআরআই উদ্ভাবিত অধিক উৎপাদনশীল জাত সরবরাহ সেবা' শীর্ষক সেবাটি সহজিকরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এছাড়াও কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে আরও দুইটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে এবং আধুনিক বিএলআরআই বিনির্মাণের লক্ষ্যে একটি কর্মপরিকল্পনার খসড়া প্রণয়ন করা হয়, যা মন্ত্রণালয়ের পরামর্শের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়।

চিত্র: বিএলআরআই এ 'ই-সেবা প্রবর্তন' শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়

১৩.৩ মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্প পরিদর্শন

গত ২৯-০৯-২০২৩ তারিখে বিএলআরআই এর ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ কক্সবাজারে অবস্থিত বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট (বিএলআরআই) কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন করেন এবং বিএলআরআই এর কর্মকর্তাগণের সাথে একটি মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের মন্ত্রণালয়ের নেতৃত্বে বিএলআরআই-এর ইনোভেশন টিমের সদস্যগণ বাংলাদেশ ওশানোগ্রাফিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ পরিদর্শন

১৪) আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রমের আওতায় অত্র ইনস্টিটিউট কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে:

১৪.১ আইপি টেলিফোন সেবা চালু

বর্তমানে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য বিএলআরআই কর্মকর্তাগণ আইপি টেলিফোন সেবা ব্যবহার করছেন। বিএলআরআই এর বিভিন্ন আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহ আইপি ফোনের আওতায় আনার ফলে ইন্টারকম ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন শহরে স্থাপিত আঞ্চলিক কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ করা সহজ হয়েছে।

১৪.২ ডিজিটাল চাহিদাপত্র ও অনলাইন ছুটির আবেদন

বর্তমানে বিএলআরআই ওয়েবসাইটে ডিজিটাল চাহিদাপত্র ও অনলাইন মাধ্যমে ছুটির আবেদন করার জন্য দুটি সফটওয়্যার সন্নিবেশ করা হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাদের দাপ্তরিক প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের চাহিদা এবং ছুটির আবেদন সফটওয়্যার ব্যবহার করে করতে পারছেন।

১৪.৩ গবেষণা কাজে ই-জার্নাল লাইব্রেরি

বিএলআরআই এ বিজ্ঞানীগণ লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) এ সংরক্ষিত আন্তর্জাতিক মানের প্রায় ২৫০টি কৃষি বিষয়ক স্বনামধন্য ই-জার্নাল ব্যবহার করতে পারছেন এবং সেখান থেকে নতুন নতুন গবেষণা ধারণা ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ

করতে পারছেন। এছাড়া AGORA, ARDI, GOALI, Hinari ও OARE আন্তর্জাতিক অনলাইন জার্নালসমূহ বিএলআরআই এর বিজ্ঞানীদের এক্সেস গ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান সাময়িকী/প্রবন্ধ ডাউনলোড করার সুযোগ রয়েছে।

১৪.৪ ভিডিও কনফারেন্স

বিএলআরআই এ অত্যাধুনিক ভিডিও কনফারেন্স রুম স্থাপন করা হয়েছে। এখানে বসে বিজ্ঞানীগণ দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংস্থার সাথে সরাসরি যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছেন।

১৪.৫ এসএমএস গেটওয়ে চালু

বিভিন্ন সভা আহ্বান বা কর্মচারীদের তাৎক্ষণিক বার্তা/নোটিশ প্রেরণের জন্য ওয়েব বেইজড এসএমএস প্রেরণ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, ফলে সভা আহ্বান/সতর্ক বার্তা প্রেরণের কাজে কাগজের ব্যবহার হ্রাসসহ সময়ের অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়েছে।

১৪.৬ ডেডিকেটেড ইন্টারনেট সেবা

বিজ্ঞানী ও কর্মকর্তাদের গবেষণা ও দাপ্তরিক কাজে সার্বক্ষণিক ইন্টারনেট সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ব্যবহার করে ২০০ এমবিপিএস এবং রেডিও লিংক ব্যবহার করে ১০০ এমবিপিএস ডুপ্লেক্স ইন্টারনেট কানেকটিভিটি ল্যান এ সংযোগ করা হয়েছে। ফলে, দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক অনলাইন যোগাযোগ বেড়েছে। এছাড়া ওয়াইফাই জোনভিত্তিক ই-কমিউনিকেশনের সুযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার মাধমে গবেষণা কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছে।

১৪.৭ আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন

বিএলআরআই এর সার্ভার রুমে আধুনিক ও উন্নত যন্ত্রপাতি যেমন: HP Server, Cisco Router/Switches, Mikrotik CCR Router ইত্যাদি উন্নত যন্ত্রপাতি স্থাপনের মাধ্যমে আইসিটি অবকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। এর ফলে গবেষণা ও উন্নয়মূলক কাজের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে।

চিত্র: বিএলআরআই এর সার্ভার কক্ষে স্থাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতি

১৫) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন) নীতিমালা-২০২১ অনুযায়ী, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটের প্রধান কার্যালয় হতে বিভিন্ন গ্রেডের ৩ (তিন) জন এবং আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধানদের মধ্যে ১ (এক) জন মোট ৪ (চার) জন কর্মচারীকে শুদ্ধাচার পুরস্কার-২০২৩ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২৪ অনুসারে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে অংশীজনের সমন্বয়ে সভা আয়োজন করা হয়েছে এবং ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন গ্রেডের কর্মচারিগণকে "শুদ্ধাচার অনুশীলন ও প্রয়োগ" শিরোনামে প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় শুদ্ধাচার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: বিএলআরআই আঞ্চলিক কেন্দ্র বাঘাবাড়ি সিরাজগঞ্জ এ 'সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে নাগরিক সেবাসমূহের বিষয়ে মতবিনিময় সভা'

১৬) অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ইনস্টিটিউটে বিদ্যমান অভিযোগ বাক্স থেকে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। GRS ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি দপ্তরে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের একজন নাগরিক যে কোনো সেবার বিরুদ্ধে তার অসন্তোষ বা ক্ষোভ জানিয়ে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

চিত্র: বিএলআরআই এ 'অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে GRS এ প্রাপ্ত ০৪টি অভিযোগের সবগুলো অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ প্রতিকার কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-'২৪ এর আওতায় বিএলআরআই এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের অংশগ্রহণে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা ও জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ০২ (দুই)টি প্রশিক্ষণ এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহের ইনচার্জগণের সমন্বয়ে ০২ (দুই)টি স্টেকহোল্ডার সভা অনুষ্ঠিত হয়। পাশাপাশি বিএলআরআই এর প্রশাসনিক ভবনের সামনে দৃশ্যমান স্থানে স্বচ্ছ অভিযোগ ও পরামর্শ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে।

১৭) উপসংহার

আগামীতে একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদাপূরণ, দারিদ্র্য হ্রাস এবং গতানুগতিক প্রাণিজ কৃষিকে বাণিজ্যিক ধারায় রূপান্তরের জন্য পোল্ট্রি ও প্রাণিসম্পদ খাতে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে জীবপ্রযুক্তি, ন্যানোটেকনোলজি, তথ্য প্রযুক্তি সম্পর্কিত জ্ঞান ও বিজ্ঞানে সক্ষমতা বহুমাত্রিক বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। জ্ঞাননির্ভর বাজার অর্থনীতির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগে গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের কোন বিকল্প নেই। প্রযুক্তি উদ্ভাবনই শেষ কথা নয়; খামারি ও উদ্যোক্তাগণের ব্যবহারের জন্য গবেষণার কাজে মূল্য সংযোজন অপরিহার্য। বিএলআরআই এ সকল লক্ষ্য পূরণে এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বে সুদৃঢ় অবস্থান সৃষ্টির প্রয়াসে প্রত্যয়ী হয়ে কাজ করে যাচ্ছে।

বা: ম: উ: ক:

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন
www.bfdc.gov.bd

১. ভূমিকা

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বামউক) সরকারি মালিকানাধীন সেবাধর্মী স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যার ২০টি কেন্দ্র দেশের মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে দেশে আধুনিক ট্রলারের মাধ্যমে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, আহরিত মৎস্যের স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণসহ মৎস্য রপ্তানিকারকদের প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। কর্পোরেশন চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদান করছে। এছাড়াও চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীতে স্থাপিত টি-হেড জেটির মাধ্যমে সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারের বার্থিং সুবিধা প্রদান করছে। কর্পোরেশন ১৯৬৪ সাল হতে ৬৮,৮০০ হেক্টর আয়তনের কাপ্তাই হ্রদে মিঠা পানির মাছ উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে পার্বত্য রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলাধীন ১০টি উপজেলায় বসবাসরত উপজাতিসহ প্রায় ১০ লক্ষাধিক স্থানীয় জনসাধারণের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন, প্রোটিনের চাহিদাপূরণ ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে আসছে। সামুদ্রিক মাছের আহরণোত্তর অপচয় রোধ ও মাছের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে কর্পোরেশন কর্তৃক কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া হাওর অঞ্চলের জেলেদের মাছের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে।

২. রূপকল্প (Vision)

জনগণের জন্য স্বাস্থ্যসম্মত মাছ সরবরাহে সহায়তাকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, আহরিত মৎস্যের অপচয় হ্রাসকরণের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বিপণন কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানো।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (১৯৭৩ সালের আইন অনুসারে) (Aims and Objectives)

- ❖ মৎস্যসম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ❖ মৎস্য উৎপাদন ও মৎস্য শিল্প স্থাপন;
- ❖ মৎস্য আহরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা এবং মৎস্যসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের উদ্দেশ্যে অধিকতর সমন্বিত পদ্ধতির উন্নয়ন;
- ❖ মৎস্য শিকারের নৌকা, মৎস্য বাহন, স্থল ও জলপথে মৎস্য পরিবহণ এবং মৎস্য শিল্প উন্নয়নের সহিত জড়িত প্রয়োজনীয় সকল আধুনিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ সংগ্রহ, ধারণ ও হস্তান্তর;

- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিতরণ এবং বাজারজাতকরণের জন্য ইউনিট প্রতিষ্ঠা;
- মৎস্য শিল্প ও মৎস্যজীবী সমবায় সমিতিকে অগ্রিম ঋণ প্রদান;
- মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ প্রদান;
- মৎস্যসম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য শিকার, উৎপাদন, পরিবহণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের পদ্ধতি সম্পর্কিত গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা বা ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মৎস্য এবং মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানির জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন; এবং
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ ও হস্তান্তর।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions)

- সমুদ্র, উপকূল, হাওর, কাপ্তাই হ্রদসহ উন্মুক্ত ও বদ্ধ জলাশয়ে আহরিত মৎস্যের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন;
- সমুদ্রগামী মৎস্য ট্রলারসমূহের ডকিংসহ মেরামত সুবিধাদি প্রদানের নিমিত্ত মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড, মেরিন ওয়ার্কশপ, বার্থিং ও বেসিন সুবিধাদি প্রদান;
- কাপ্তাই হ্রদ ও বিভিন্ন জলাশয়/পুকুরে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণের মাধ্যমে জনসাধারণের কর্মসংস্থান সৃষ্টি;
- আহরিত মাছের গুণগতমান সংরক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান;
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য বাজারজাতকরণ, সংরক্ষণ, পরিবহণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং রপ্তানির জন্য সহায়তা প্রদান;
- ভ্রাম্যমাণ ফিস ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীতে নিরাপদ মাছ বিপণন;
- সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে আবশ্যকীয় সম্পদ অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও সরকারি অর্থায়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

চিত্রঃ রাঙামাটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে মাছ অবতরণ

৬. সাংগঠনিক কাঠামো: বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সাংগঠনিক কাঠামোতে ৬১৯টি পদের সংস্থান রয়েছে।

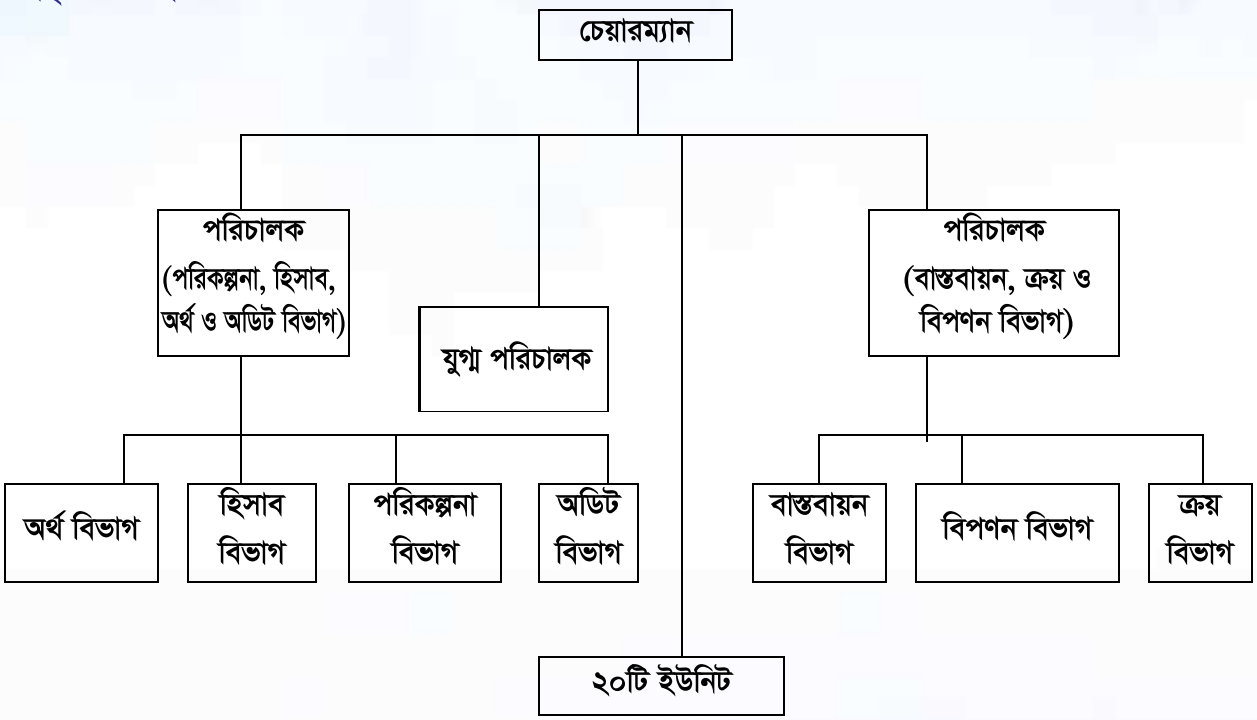

৭. ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্য

মৎস্য অবতরণ (Fish Landing)

দেশের সমুদ্র, উপকূল, হাওর ও কাপ্তাই হ্রদ হতে মৎস্যজীবীদের আহরিত মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে অবতরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য কর্পোরেশনের ১৭টি অবতরণ কেন্দ্রে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ২২,৮৩৩ মেট্রিক টন সামুদ্রিক ও মিঠা পানির মাছ অবতরণ হয়। মৎস্য ব্যবসায়ীরা এ সকল মাছ মৎস্যজীবীদের নিকট হতে সরাসরি ক্রয় করে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বাজারজাতকরণসহ বিদেশে রপ্তানি করে। এছাড়া কর্পোরেশন মোংলা কেন্দ্রের পুকুরে উৎপাদিত মাছ সরাসরি বাজারজাত করা হয়।

চিত্র: কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে মাছ অবতরণ

মৎস্য সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে ২টি প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে রপ্তানিকারকদের ৮৪,০৭৮ মেট্রিক টন মাছ প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত কেন্দ্রে প্রক্রিয়াজাতকৃত মাছ বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

চিত্র: কর্পোরেশনের কক্সবাজার মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় রপ্তানির জন্য প্রক্রিয়াকৃত সামুদ্রিক মাছ

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্ববৃহৎ কৃত্রিম জলাধার ও বাংলাদেশে স্বাদু পানির প্রধান মৎস্য উৎপাদন ক্ষেত্র কাপ্তাই হ্রদ। এ হ্রদ বাংলাদেশের বদ্ধ জলাশয়সমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং দেশের স্বাদু পানির মাছের ভান্ডার হিসেবে পরিচিত। এ হ্রদের আয়তন ৬৮,৮০০ হেক্টর যা অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের প্রায় ১৯%। ২০১৮-'১৯ অর্থবছরে কাপ্তাই হ্রদে ১২,৬৯৬ মে. টন মাছ উৎপাদন হয়। ইহা ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রায় ২০,০০০ মে. টনে উন্নীত হয়েছে। উৎপাদিত মাছ স্থানীয় জনসাধারণের চাহিদাপূরণের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় বাজারজাতকরণ করা হয় এবং আইড়, বোয়াল, পাবদা, কেচকি, বাতাসি, বাইম প্রভৃতি মাছ বিদেশে রপ্তানি করা হয়।

চিত্র: কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ

হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন

রাঙ্গামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মারিশ্যাচরের নিজস্ব হ্যাচারিতে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৭১ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন করা হয়। উৎপাদিত রেণু নার্সারি পুকুরে লালন-পালন করত: ৬-৮ ইঞ্চি আকারের ৫৬.৪৩ মে. টন পোনা কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

চিত্র: হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণু পোনা

নার্সারিতে পোনা উৎপাদন

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি সদর ও লংগদু উপজেলায় ৫০ একরের ১৩টি নার্সারি পুকুরে পোনা উৎপাদন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। হ্যাচারিতে উৎপাদিত রেণু এসকল নার্সারিতে প্রতিপালনের পর কপ্তাই হ্রদে পোনা অবমুক্ত করা হয়। পূর্বে এসকল কার্প জাতীয় মাছের পোনা ব্যক্তিগত মৎস্য হ্যাচারি থেকে ক্রয় করে কাপ্তাই হ্রদে অবমুক্ত করা হতো। এতে কর্পোরেশনের পোন অবমুক্তকরণ ব্যয় বৃদ্ধি পেতো।

চিত্র: নার্সারিতে উৎপাদিত পোনা

পোনা অবমুক্তকরণ

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছরের ন্যায় ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৫৬.৪৩ মেট্রিক টন কার্প জাতীয় মাছের পোনা হ্রদে অবমুক্ত করা হয়।

চিত্র: কাপ্তাই হ্রদে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্তকরণ

মাছের সুষ্ঠু প্রজনন ও বংশবৃদ্ধি নিশ্চিতকরণ

জেলা প্রশাসকের নির্বাহী আদেশ অনুযায়ী প্রজনন মৌসুমে প্রতিবছর মে হতে ৩/৪ মাস কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এ নিষেধাজ্ঞার আদেশ কর্পোরেশন কর্তৃক ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ বেতার, লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। এ সময়ে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিজিবি, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, নৌ-পুলিশ, পুলিশ ও আনসারসহ বিএফডিসি'র কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্তৃক মাছের সুষ্ঠু প্রজননের লক্ষ্যে হ্রদের মাছ আহরণ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণ রোধকল্পে পাহাড়া ও তদারকি জোরদার করা হয় যা হ্রদে সকল প্রজাতির মাছের বংশবৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

চিত্র: অবৈধ জাল আটক এবং ধ্বংস করা হচ্ছে

হ্রদে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণে গৃহীত অভিযান

কাপ্তাই হ্রদের বিভিন্ন ঘোনাগুলোতে গাছ বা ডালপালা দিয়ে অবৈধ জাগ স্থাপন করে প্রজননক্ষম মাছ নির্বিচারে আহরণ করা হতো। এতে হ্রদের মাছের বংশবৃদ্ধি ব্যাহত হতো। বিএফডিসি'র কর্মকর্তা-কর্মচারী, নৌপুলিশ এবং রাঙ্গামাটি জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের সহায়তায় অবৈধ জাগ উচ্ছেদের জন্য ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৩১৫টি অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে জাগ স্থাপন পূর্বের তুলনায় অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে এবং মা মাছ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া নিয়মিত অবৈধ জাল আটক করা হচ্ছে।

চিত্র: নৌপুলিশের সহায়তায় অবৈধ জাল ও মাছ আটক

মৎস্যজীবীদের বিকল্প খাদ্য সহায়তা প্রদান

প্রজনন মৌসুমে মাছের সুষ্ঠু বংশবৃদ্ধির নিমিত্ত মে হতে ৩/৪ মাস মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন সময়ে মৎস্যজীবীদের কোন কাজ থাকে না। ২০২৪ সালে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২৬,৭৫১ জন মৎস্যজীবীকে ২,১৪০ মেট্রিক টন চাল/খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

চিত্র: কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর কর্তৃক কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালে মৎস্যজীবীদের মাঝে ভিজিএফ চাল বিতরণ

শুঁটকি উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ (Dry Fish Prodcution & Marketing)

কর্পোরেশন কাপ্তাই হ্রদে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ৪৩৮ মে.টন শুঁটকি উৎপাদন করে। উৎপাদিত শুঁটকি মাছ মহানগর ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের সকল জেলায় বাজারজাত করা হয়।

চিত্র: কাচকি মাছের শুঁটকি

চিত্র:শোল মাছের শুঁটকি

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুপারিশসহ প্রতিবেদন দাখিলের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জেলা প্রশাসক, রাঙ্গামাটিকে আহবায়ক করে ০৫ (পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির প্রতিবেদন ও সুপারিশমালার উপর মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও মৎস্যজীবী প্রতিনিধিদের নিয়ে ০২ জানুয়ারি ২০২১ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। উক্ত কর্মশালার সুপারিশের ভিত্তিতে ০৯ ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে কর্মপরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।

চিত্র: বিএফডিসি'র সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত কর্মশালা

কর্মপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

- ❖ কাপ্তাই হ্রদের মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- ❖ হ্রদের প্রকৃত মৎস্য উৎপাদন নিরূপণের লক্ষ্যে জরিপ পরিচালনা;
- ❖ টেকসই মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পার্বত্য এলাকার মৎস্যজীবী, মৎস্য শ্রমিক, বেকার যুবকসহ উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আয় বৃদ্ধি ও আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র্য বিমোচন;
- ❖ হ্রদের মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি করে পুষ্টি চাহিদাপূরণ; এবং
- ❖ হ্রদের জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশ সংরক্ষণ।

কর্মপরিকল্পনা

- ❖ কার্প জাতীয় মাছের পোনা নিধন হ্রাস এবং পোনা বড় হওয়ার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে কেচকি জালের দৈর্ঘ্য সর্বোচ্চ ৭০০ ফুট, প্রস্থ সর্বোচ্চ ২৫ ফুট এবং ফাঁস সর্বনিম্ন ০.৫ সেন্টিমিটার নির্ধারণ করা;
- ❖ কাপ্তাই হ্রদে প্রতি বছর ১ মে হতে ১৫ মে এর মধ্যে পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ২০০ মেট্রিক টন কার্প মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- ❖ কমপক্ষে ০৬ ইঞ্চি আকারের রুই ও মৃগেল এবং ৮ ইঞ্চি আকারের কাতলা মাছের পোনা অবমুক্তকরণ;
- ❖ ২০০ কেজি কার্প জাতীয় মাছের রেণু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন হ্যাচারি স্থাপন;
- ❖ বোয়াল, টাকি, শোল, চিতল ও আইড় মাছের পোনা অবমুক্তির পরিমাণ পর্যায়ক্রমে বার্ষিক ৩০০ কেজিতে উন্নীতকরণ;
- ❖ অভয়াশ্রম ও হ্রদের নিরাপদ অংশে পোনা অবমুক্তকরণ;
- ❖ চিতল, ফলিসহ অন্যান্য মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও অবমুক্তকৃত পোনার আশ্রয়স্থল নিশ্চিত করতে হ্রদের তলদেশের গাছের গুঁড়ি বা গুইট্যা উৎপাদন রোধকল্পে মাসে কমপক্ষে ৪টি অভিযান পরিচালনা;
- ❖ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্থানীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে সম্পৃক্ত করে পর্যায়ক্রমে হ্রদের ৫০টি ঘোনা /ক্রিক/ডেবায় (৮০ একর) ১০০ মেট্রিক টন পোনা উৎপাদন;
- ❖ হ্রদের পরিবেশ দূষণ রোধকল্পে মৎস্যজীবীসহ স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে প্রতি মাসে এক বা একাধিক হ্রদের পানিতে ভাসমান পলিথিন, প্লাস্টিক বোতল ইত্যাদি আবর্জনা পরিষ্কার;
- ❖ জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০ হাজার লিফলেট বিতরণ, ২০টি বিলবোর্ড স্থাপন, একটি ডকুমেন্টারি তৈরি ও প্রচার;
- ❖ মাছের প্রজনন মৌসুমে (মে হতে জুলাই) নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা ও টহল জোরদার;
- ❖ অবৈধ কারেন্ট জাল ও জাঁক দিয়ে নির্বিচারে মাছের পোনা নিধন রোধকল্পে স্থানীয় প্রশাসন ও নৌপুলিশের সহায়তায় মাসে কমপক্ষে ৪টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা এবং জব্দকৃত কারেন্ট জালসহ অবৈধ মালামাল বাজেয়াপ্তকরণ;
- ❖ কাপ্তাই হ্রদ ও হালদা নদী হতে পর্যায়ক্রমে মাছের ৫০ কেজি ডিম/রেণু এবং বিএফআরআই হতে এফ-৪ জেনারেশনের ২০০ কেজি পোনা সংগ্রহ ও প্রতিপালন করে ব্রুড স্টক তৈরি;
- ❖ মাছের অপচয় রোধ, পরিবহণ ও বাজারজাতকরণে ২০ জন মৎস্যজীবী ও মৎস্য শ্রমিক নিয়ে প্রতিমাসে ০১টি প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- ❖ কাপ্তাই হ্রদে মাছ উৎপাদনের প্রকৃত তথ্য নিরূপণে জরিপ পরিচালনা করা;

- ❖ কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য আহরণ বন্ধকালীন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বরাদ্দ হতে মাসিক মৎস্যজীবী প্রতি ২০ কেজির স্থলে পর্যায়ক্রমে ৫০ কেজি করে চাল খাদ্য সহায়তা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা;
- ❖ জেলেদের প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণের লক্ষ্যে জেলে নিবন্ধন হালনাগাদকরণ;
- ❖ হ্রদের পানির সকল স্তরের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে হ্রদের সর্বোচ্চ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্প জাতীয় মাছ শতকরা ৪০ ভাগ, রাক্ষুসে মাছ ৩০ ভাগ ও সর্বভুক মাছ ২০ ভাগে উন্নীতকরণ এবং কেচকিসহ অন্যান্য ছোট মাছ শতকরা ১০ ভাগে নামিয়ে আনা;
- ❖ হ্রদের পানির স্তর, পানির গুণাগুণ, পুষ্টি প্রবাহ, উৎপাদনশীলতা ও প্রাকৃতিক খাদ্যের প্রাপ্যতা বিবেচনায় নিয়ে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে বিএফআরআই ও চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয় (সিভাসু) এর মাধ্যমে হ্রদে প্রজাতি ভিত্তিক পোনা মজুদের পরিমাণ ও অনুপাত নির্ধারণে গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ এবং গবেষণায় প্রাপ্ত সমন্বিত ফলাফল বিএফডিসি কর্তৃক বাস্তবায়ন;
- ❖ বিলুপ্তপ্রায় দেশি মাছ রক্ষা ও মাছের স্বতঃস্ফূর্ত প্রজননের নিমিত্ত নেভিগেশন রুট পরিহার করে অভয়াশ্রম তৈরি;
- ❖ মাছের প্রাকৃতিক ক্ষেত্রসমূহে অভয়াশ্রম ঘোষণাপূর্বক অভয়াশ্রমের সংখ্যা ও আয়তন ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি;
- ❖ হ্রদে বিদ্যমান প্রজনন ক্ষেত্রগুলোর সঞ্চিতপলি খননের মাধ্যমে অপসারণপূর্বক মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো পুনরুদ্ধারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
- ❖ প্রণীত ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করত: কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৫০০ কেজিতে উন্নীত করা।

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে কর্পোরেশনের বহিঃস্থ কেন্দ্রের কার্যক্রম

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর

জাপান সরকারের কারিগরি সহায়তায় ১৯৬৬-'৬৭ সালে চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীরে কর্ণফুলী থানার ইছানগরে ১২২.৪৫ একর জায়গায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর কার্যক্রম শুরু করে।

চিত্র: চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর

১৯৭২ সালে সোভিয়েত রাশিয়া হতে প্রাপ্ত ১০টি মৎস্য ট্রলার বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনকে উপহার হিসেবে প্রদান করে। উক্ত ট্রলারসমূহের মাধ্যমে সমুদ্র হতে মৎস্য আহরণ করা হয়। আহরিত মৎস্য অবতরণ, বাজারজাতকরণ, প্রক্রিয়াকরণ এবং সামুদ্রিক মৎস্য ট্রলার নির্মাণের নিমিত্ত ১৯৭৩ সালে জাপান সরকারের কারিগরি

সহায়তায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর একটি পূর্ণাঙ্গ মৎস্য বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এ ইউনিটে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, ফিশিং ট্রলার/জাহাজ ডকিং, আনডকিং, বার্থিং, মেরামত, মৎস্য অবতরণ, বরফ উৎপাদন, ট্রলার বহর পরিচালনা এবং জাল মেরামত সুবিধাদি প্রদান করা হয়। মৎস্য অধিদপ্তরের সাসটেইনেবল কোস্টাল এন্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের ৮ একরের বেসিন খননের কাজ চলমান আছে। এ বেসিন খনন করা হলে এখানে ৬০টি ফিশিং ট্রলার একসাথে বার্থিং করা যাবে। ফলে চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের সেবা এবং আয় বৃদ্ধি পাবে।

চিত্র: কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর কর্তৃক চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরের কার্যক্রম পরিদর্শন

ট্রলার বহর

কর্পোরেশনের চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দর ১০টি ফিশিং ট্রলারের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে প্রথমবারের মত বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মৎস্য আহরণ শুরু করে। দেশে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা শহরসহ বিভিন্ন অঞ্চলে বাজারজাতকরণ শুরু করে কর্পোরেশন। পর্যায়ক্রমে দেশের বিভিন্ন স্থানে সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে। বর্তমানে বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ফিশিং ট্রলারসমূহ দ্বারা সমুদ্রে মৎস্য আহরণের কাজ চলমান আছে। বর্তমানে এফ.ভি. কোরাল, এফ.ভি. কাতলা, এফ.ভি. দাতিনা, এফ.ভি. মিনাক্ষী, এফ.ভি. বাগদা, এফ.ভি. রূপচান্দা ও এফ.ভি. গলদা মৎস্য ট্রলার রয়েছে।

চিত্র: এফ.ভি.রূপচাঁন্দা

মেরিন ওয়ার্কশপ এন্ড ডকইয়ার্ড

চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৩৫০ টন ও ২৫০ টন ক্ষমতা সম্পন্ন দুইটি পৃথক স্লিপওয়ে বিশিষ্ট একটি মেরিন ওয়ার্কশপ এন্ড ডকইয়ার্ড রয়েছে। দেশীয় ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামতের জন্য এ ডকইয়ার্ড তৈরি করা হয়। এ ডকইয়ার্ডের মাধ্যমে বছরে ৩০-৩৫টি ফিশিং ট্রলার ডকিং ও মেরামত সুবিধা প্রদান করা হয়।

চিত্র: মেরিন ওয়ার্কশপ এন্ড ডকইয়ার্ড

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড

সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি হওয়ায় পুরাতন মেরিন ওয়ার্কশপ এন্ড ডকইয়ার্ড এর মাধ্যমে মৎস্য ট্রলারসমূহের মেরামত/তৈরির চাহিদাপূরণ কষ্টসাধ্য ছিল। ফলশ্রুতিতে এ খাতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ও স্থানীয় মৎস্যজীবী/মৎস্য ব্যবসায়ীদের চাহিদার প্রেক্ষিতে ফিশিং ট্রলার, বার্জ, পন্টুন, টাগবোট ইত্যাদি ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের নিমিত্ত চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে ৪২ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন একটি মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড নির্মাণ করা হয়। বিগত ২৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে উক্ত ডকইয়ার্ডের শুভ উদ্বোধন করা হয়। এতে ২০০ মিটার দীর্ঘ ১২০০ মেট্রিক টন ক্ষমতাসম্পন্ন দুটি স্লিপওয়ে রয়েছে। এতে বছরে প্রায় ৪৮টি ফিশিং ট্রলার ডকিং-আনডকিং ও মেরামতের সুযোগ আছে। এতে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে নিয়োজিত ট্রলারসমূহের মেরামত সেবা প্রদানসহ কর্পোরেশনের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চিত্র: মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ডে মেরামতের জন্য ডকিংকৃত ট্রলার

টি-হেড জেটিতে ফিশিং ট্রলার বার্থিং

মাল্টিচ্যানেল স্লিপওয়ে ডকইয়ার্ড প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রাম মৎস্য বন্দরে কর্ণফুলী নদীর তীরে স্থাপিত দুটি টি-হেড জেটিতে একসাথে ২০টি বড় আকারের মাছ ধরা ট্রলারের বার্থিং, পানি ও বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান করার সক্ষমতা রয়েছে।

চিত্র: টি-হেড জেটি ও বার্থিংরত ফিশিং ট্রলার

বিএফডিসি রেডি ফিশ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে বিএফডিসি রেডি ফিশ ব্র্যান্ড 'রেডি টু কুক ফিশ' ১৩ মার্চ, ২০২৪ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। শহরবাসী কর্মজীবী পুরুষ ও মহিলাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং রান্নার সময় বাঁচানোর লক্ষ্যে বিএফডিসি রেডি ফিশ ব্র্যান্ড 'রেডি টু কুক ফিশ' বাজারজাত করা হয়। নদী, হাওর-বাঁওড়, কাপ্তাই হ্রদ, সাগর ইত্যাদি প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিক জলাশয় থেকে আহরিত মাছ নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে ইন্ডিভিজুয়্যাল কুইক ফ্রিজিং (IQF) মেশিন প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রক্রিয়াজাত করা হয়।

বিপণন কার্যক্রম

সারাদেশে ডিলারদের মাধ্যমে 'রেডি টু কুক ফিশ' বিতরণ করা হচ্ছে। বিএফডিসি'র 'রেডি টু কুক ফিশ' পণ্য ঢাকার কারওরান বাজারে বিএফডিসি ভবনের মৎস্য বিতান, যাত্রাবাড়ী মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র, মীনা বাজার ও রকমারি ফুড এবং পঞ্চগড় ও গাজীপুর পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়া অনলাইন (www.bfdcreadyfish.com), ই-কমার্স প্লাটফর্মে বিপণন কার্যক্রম চলমান আছে। 'রেডি টু কুক ফিশ' উৎপাদনে মোট ৪০ প্রজাতির মাছ ব্যবহার করা হয়। প্রাকৃতিক জলাধারের এসব পণ্য ০৬টি ফ্রিজার ভ্যানের মাধ্যমে ঢাকার ১৬টি স্পটে বাজারজাত করা হচ্ছে।

চিত্র: কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান কর্তৃক বিএফডিসি রেডি টু কুক ফিশ কার্যক্রম পরিদর্শন

চিত্র: বিএফডিসি রেডি টু কুক ফিশ

ঢাকা শহরে ফরমালিনমুক্ত সতেজ মাছ বাজারজাতকরণ

কর্পোরেশনের অবতরণ কেন্দ্রসমূহে অবতরণকৃত মাছ সংগ্রহ করে ভ্রাম্যমাণ ফিসভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা শহরে নিরাপদ মাছ বিক্রয় করা হয়। কর্পোরেশন ভ্রাম্যমাণ ফিসভ্যানের মাধ্যমে ঢাকা শহরের ১৬টি স্পটে নিরাপদ মাছ বিক্রয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ শহরে বার্ষিক প্রায় ১০০ মেট্রিক টন নিরাপদ মাছ বাজারজাতকরণ করা হয়।

চিত্র: কর্পোরেশনের ভ্রাম্যমাণ ফিসভ্যানের মাধ্যমে নিরাপদ মাছ বিক্রয়

বরফ উৎপাদন ও বিক্রয়

কর্পোরেশনের পাথরঘাটা, কক্সবাজার, খুলনা, নারায়ণগঞ্জ, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, আলীপুর, মহিপুর, রামগতি, পাড়েরহাট, মোহনগঞ্জ, ভৈরব ও সুনামগঞ্জ কেন্দ্রে মোট ১৩টি বরফ উৎপাদন ও বিক্রয় কেন্দ্র রয়েছে। কেন্দ্রের অবতরণকৃত মৎস্য সংরক্ষণের জন্য নিজস্ব বরফকল হতে বাৎসরিক প্রায় ১০,৫৪৮ মেট্রিক টন বরফ উৎপাদন করা হয় যা সরাসরি মৎস্যজীবীদের নিকট সুলভ মূল্যে বিক্রয় করা হয়।

চিত্র: বিএফডিসি'র সুনামগঞ্জ মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের বরফকল

চলমান উন্নয়ন প্রকল্প (Ongoing development projects)

(ক) কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন প্রকল্প

কক্সবাজার বিমানবন্দর সম্প্রসারণের ফলে শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ কাজের সাথে জড়িত ৪৬০৯টি পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) কর্তৃক ৩ নভেম্বর ২০২০ তারিখে ১৯৮ কোটি ৭৯ লাখ টাকা ব্যয়ে কক্সবাজার সদর উপজেলার খুরুশকুল এলাকায় নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদনের নিমিত্ত 'কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্প অনুমদিত হয়। বর্তমানে প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ১৫,০০০ মেট্রিক টন নিরাপদ শুঁটকি উৎপাদন করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি শুঁটকি শিল্পের সাথে জড়িত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১০ হাজার পরিবারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চিত্র: প্রকল্পের নবনির্মিত অফিস ভবন

চিত্র: কর্পোরেশনের সাবেক চেয়ারম্যান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বর্তমান সচিব জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন

(খ) সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ২৯.২৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ৬,৮০০ মেট্রিক টন নিরাপদ মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। পাশাপাশি এক হাজার জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

চিত্র: প্রকল্পের চলমান নির্মাণ কাজ

(গ) বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের আওতাধীন কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন প্রকল্প

জাপান সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অধীন কক্সবাজার মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের আধুনিকায়ন প্রকল্পের আওতায় ১৭২.৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বার্ষিক প্রায় ৭,৫০০ মেট্রিক টন নিরাপদ মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদান করা যাবে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নোত্তর প্রত্যক্ষভাবে প্রায় ২,০০০ জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২,০০,০০০ জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে।

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

২০২৩-'২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) মোতাবেক ৮৮ ভাগ লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া ২৫ জুন ২০২৩ তারিখ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এর মধ্যে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১২ (পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদন ধরণ নিশ্চিত করা) ও ১৪ (টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহার) অর্জনের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১২ এর লক্ষ্যমাত্রা-১২.৩ অর্জনের নিমিত্ত অত্র কর্পোরেশনের আওতাধীন 'সুনামগঞ্জ জেলার দিরাই উপজেলায় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন' প্রকল্প এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) ১৪ এর লক্ষ্যমাত্রা ১৪.৭ অর্জনের লক্ষ্যে 'কক্সবাজার জেলায় শুঁটকি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প স্থাপন' প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়াও 'দ্বি-চ্যানেলবিশিষ্ট স্লিপওয়েসহ পূর্ণাঙ্গ ডকইয়ার্ড নির্মাণ'; এবং 'কাপ্তাই লেকে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন' শীর্ষক প্রস্তাবিত প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। জাইকার সহযোগিতায় প্রস্তাবিত 'Improvement of Bangladesh Fisheries Development Corporation Fish Landing Center, Cox's Bazar' শীর্ষক প্রকল্পের Preparatory নির্মাণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়ক হবে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

কর্পোরেশনে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে কৃষি ও পরিবেশ অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নতুন সংযোজিত ২৬টি আপত্তিসহ মোট অনিষ্পন্ন আপত্তি ছিল ২৮৩টি এবং উক্ত অর্থবছরে ১৪টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে অবশিষ্ট ২৬৯টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জোরালো প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়নের জন্য কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/কর্মচারিদের নিয়মিত দেশি ও বিদেশী প্রশিক্ষণ প্রদান কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এছাড়া ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ১২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারিকে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের জনবল নিয়োগে প্রকৌশলী পদের একজন চাকরি প্রার্থী তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। উক্ত আইন অনুযায়ী তাকে যথাসময়ে তথ্য প্রদান করা হয়। বর্তমানে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী যে কেউ তথ্য চেয়ে আবেদন করলে নিয়ম অনুযায়ী তাকে তথ্য প্রদান করা হয়।

১৩. ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম

কর্মকর্তা/কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠান হতে ইনোভেশন বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন নতুন ধারণা বাস্তবায়ন এবং বিদ্যমান সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের ই-গভর্নেন্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-'২৪ এর নির্দেশনা অনুযায়ী 'রেডি-টু-কুক মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ' নামক উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়। রাঙ্গামাটির কাপ্তাই হ্রদ, দেশের উত্তর পূর্বাঞ্চলের হাওর এলাকা, সমুদ্র, অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং নদীসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত প্রায় ৪০ প্রজাতির মাছ স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে প্রক্রিয়াজাত করে BFDC Ready Fish নামে 'রেডি-টু-কুক' মৎস্য পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে ঢাকা শহরবাসী ঘরে বসে অনলাইন অর্ডারের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসম্মত, নিরাপদ ও সতেজ মাছ ক্রয় করতে পারছে। এছাড়া সুপার শপের বিভিন্ন শাখায় 'বিএফডিসি রেডি ফিস' মৎস্য পণ্য পাওয়া যাচ্ছে।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

কর্পোরেশনের নিজস্ব ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) সকল তথ্যাদি প্রকাশ করা হয়। এছাড়া ডি-নথির মাধ্যমে প্রায় ১০০% দাপ্তরিক চিঠি-পত্রাদি নিষ্পন্ন করা হয়। ই-জিপির মাধ্যমে প্রায় ৮০% দাপ্তরিক ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচ্ছে। ঢাকা শহরে অনলাইনে (www.bfdconlinefish.com) মাছ বিক্রির কার্যক্রম চলমান আছে। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নাগরিক সেবা প্রদান করা হয়। সিসি ক্যামেরা স্থাপনের মাধ্যমে প্রধান কার্যালয়সহ বহিঃস্থ ইউনিট সমূহের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বহিঃস্থ ইউনিটের প্রায় ৮০% কর্মকর্তার ব্যক্তিগত সরকারি ইমেইল আইডি চালু আছে। কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মকৌশল, সিটিজেন চার্টারসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যাবলি অনলাইনে নিয়মিত প্রকাশ করা হচ্ছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বাস্তবায়নাধীন 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে ই-সেবা কার্যক্রম চালুকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের সকল সার্ভিস অটোমেশনের জন্য আইসিটি বিভাগ ও এটুআই এর কারিগরি সহায়তায় Software তৈরি করা হয়েছে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

'শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান (সংশোধন), নীতিমালা ২০২১' এর ৩.২ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুযায়ী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে জনাব সাঈদ মাহমুদ বেলাল হায়দর, সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে প্রণীত জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি কাঠামো অনুযায়ী কর্পোরেশনের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কার্যক্রম ৯৮ ভাগ বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া গত ০৫ জুন ২০২৪ তারিখ কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় ও বহিঃস্থ ইউনিট সমূহের ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় কর্পোরেশনের কর্মকর্তা/ কর্মচারিদেরকে অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ প্রতিষ্ঠান হতে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন, উন্নত নাগরিক সেবা ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা নিশ্চিতকরণে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদানসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

১৬. অভিযোগ/অসন্তুষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয়সহ বিভিন্ন ইউনিটের সম্মুখে অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা আছে। জিআরএস সফটওয়ারে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিয়মিত যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতিকারের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এছাড়া কর্পোরেশনের ওয়েবসাইটে (www.bfdc.gov.bd) অনলাইনে অভিযোগ দাখিলের ব্যবস্থা আছে।

১৮. উপসংহার

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন দেশে মৎস্য উৎপাদন, আহরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন কার্যক্রম যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়েছে। বিএফডিসি বর্তমানে লাভজনক অবস্থায় রয়েছে। বিএফডিসি দেশের মৎস্য ও মৎস্য খাতের উন্নয়নের নিমিত্ত যুগোপযোগী প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জনসাধারণের আর্থসামাজিক উন্নয়ন, দেশের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণসহ কর্পোরেশন আয় ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি করতে সক্ষম হবে।

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি
www.mfacademy.gov.bd

১. ভূমিকা

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন পর্যায়ে বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে নিমজ্জিত- অর্ধনিমজ্জিত জাহাজ এবং বিপদজনক বিস্ফোরক/মাইন ইত্যাদি অপসারণ পূর্বক চট্টগ্রাম বন্দরকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক রাশিয়ান বিশেষজ্ঞদের নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত বিশেষজ্ঞগণ তাদের কার্যসম্পাদন করতে গিয়ে বঙ্গোপসাগরে বিপুল মৎস্য সম্পদের বিচরণ প্রত্যক্ষ করেন এবং তা আহরণের ব্যাপক সম্ভাবনা বাংলাদেশ সরকারের নিকট তুলে ধরেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৭৩ সনে রাশিয়ান সরকার বাংলাদেশ সরকারকে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের নিমিত্তে অফিসার, নাবিক এবং বিশেষজ্ঞসহ ১০টি মৎস্য শিকারি জাহাজ (ট্রলার) প্রদান করেন। ভবিষ্যতে দেশীয় প্রশিক্ষিত জনবল দ্বারা উক্ত ট্রলারসমূহ পরিচালনা করা এবং ব্যাপক হারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ আহরণের মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদাপূরণ এবং রপ্তানি বাণিজ্যের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৩ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন এর কারিগরি সহযোগিতায় 'মেরিন ফিশারিজ একাডেমি' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একাডেমিতে বর্তমানে নটিক্যাল সায়েন্স বিভাগ, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগে প্রি-সী ট্রেনিং এবং বিএসসি (অনার্স) পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ২০১৮ সালে অত্র একাডেমিকে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয় এবং একাডেমির নটিক্যাল স্টাডিজ ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ক্যাডেটগণ নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজে চাকরি লাভের জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর হতে প্রয়োজনীয় Seaman Book/CDC (Continuous Discharge Certificate) প্রাপ্ত হচ্ছে।

২. রূপকল্প (Vision)

মেরিন ফিশারিজ সেক্টর ও মেরিটাইম সেক্টরে পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে মানবসম্পদ উন্নয়ন।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণ এবং আর্থসামাজিক উন্নয়ন।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

১. গভীর সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার ও নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ চালানো, জাহাজের ইঞ্জিন অপারেশন, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামত শিল্প, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মান নিয়ন্ত্রণ শিল্প ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির উদ্দেশ্যে প্রি-সী ট্রেনিং ও স্নাতক সম্মান পর্যায়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করা।

২. সমুদ্রে মৌলিক নিরাপত্তা (Basic Safety) কোর্সসহ অন্যান্য আবশ্যকীয় বিষয়ে নৌ কর্মকর্তা এনসিলিয়ারি শর্ট কোর্স প্রদান করা।

৩. সমুদ্রগামী মৎস্য আহরণকারী জাহাজ/ট্রলার, নৌ-বাণিজ্যিক জাহাজ এ নিয়োজিত অফিসারদের সার্টিফিকেট অব কম্পিটেন্সি পরীক্ষার প্রস্তুতির নিমিত্তে রিফ্রেশার্স কোর্স পরিচালনা করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

১. প্রতি শিক্ষাবর্ষে ব্যাচ ভিত্তিতে নটিক্যাল সায়েন্স বিভাগে ৪০ জন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ৪০ জন এবং মেরিন ফিশারিজ বিভাগে ৩০ জন প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেট ভর্তি করা।

২. নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক অনুমোদিত STCW 95 international convention অনুসরণক্রমে প্রণীত সিলেবাস অনুযায়ী নটিক্যাল সায়েন্স ও মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ২(দুই) বছর মেয়াদি প্রি-সী ট্রেনিং কোর্স এবং বিএসএমআর মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি কর্তৃক অনুমোদিত সিলেবাস অনুযায়ী ৪ বছর মেয়াদি বিএসসি (অনার্স) ইন নটিক্যাল সায়েন্স, বিএসসি ইন মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিএসসি (অনার্স) ইন মেরিন ফিশারিজ কোর্স পরিচালনা করা।

৩. সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ করা ইত্যাদি।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organogram)

অনুমোদিত পদের নাম	বেতন গ্রেড	সংখ্যা	পূরণকৃত পদ
অধ্যক্ষ	৪	১	প্রেষণে-১
উর্ধ্বতন ইন্সট্রাক্টর	৫	২	নিয়মিত -১, প্রেষণে -১
ইন্সট্রাক্টর	৬	৫	নিয়মিত-৪ , প্রেষণে -১
জুনিয়র ইন্সট্রাক্টর	৯	৫	নিয়মিত-২, প্রেষণে -১
মেডিকেল অফিসার কাম ইন্সট্রাক্টর	৯	১	নিয়মিত -১
এডুকেশন অফিসার	৯	২	নিয়মিত -১
ফিজিক্যাল ট্রেনিং ইন্সট্রাক্টর	১০	১	নিয়মিত -১
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১১	১	নিয়মিত -১
ফোরম্যান (মেকানিক্যাল)	১১	১	নিয়মিত -১
অন্যান্য কর্মচারী	১৩-২০	৪৪	নিয়মিত-৩৮, আউটসোর্সিং-৩২
	মোট=	৬৩	নিয়মিত-৫০, প্রেষণ-৪, আউটসোর্সিং-৩২

* উল্লেখ্য অত্র একাডেমির অধীনে রাজস্বখাতে ২৫ ক্যাটাগরির ৩১ (একত্রিশ)টি পদ সৃজনের প্রস্তাব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগ ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদনের পর বর্তমানে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে জিও জারির কাজ চলমান আছে।

৭. ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয় ভিত্তিক সচিত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নাতিদীর্ঘ বর্ণনা

৭.১ প্রতিষ্ঠানের স্বাভাবিক কার্যক্রমের বর্ণনা

ক্র:	প্রশিক্ষণ/শিক্ষা কার্যক্রম	সংখ্যা
০১.	৪২তম ব্যাচের প্রি-সী ট্রেনিং সমাপ্ত	১৩৮
০২.	বিএসসি (অনার্স) ডিগ্রী	২৫
০৩.	Basic Safety Training Course	১০২

চিত্র: ৪২তম ব্যাচের ক্যাডেটদের পাসিং আউট প্যারেড ২০২৩

৭.২ ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে বাজেট বাস্তবায়ন

খাত	বরাদ্দ	ব্যয়	হার(%)
রাজস্ব বাজেট	১৫.১১ কোটি	১৩.১৫ কোটি	৮৭.০৪%
উন্নয়ন বাজেট	০	০	০

৭.৩ রাজস্ব আয়

ধরন	লক্ষ্যমাত্রা	অর্জন	হার(%)
নন-টেক্সরেভিনিউ আয়	৬৫.০০ লক্ষ টাকা	৫৪.২০ লক্ষ টাকা	৮৩.৩৮%

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি Annual Performance Agreement (APA) ১০০% বাস্তবায়িত হয়েছে। ২০২৪-'২৫ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি যথাসময়ে দাখিল করা হয়েছে যা বাস্তবায়ন কাজ চলমান আছে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি

SDG লক্ষ্যমাত্রার ক্রমিক নং-১৪ 'Conserve and sustainable use the oceans, seas and marine resources for sustainable development' এর বাস্তবায়নে মেরিন ফিশারিজ একাডেমির সম্পৃক্ততা রয়েছে। বাংলাদেশ একটি সমুদ্র উপকূলীয় দেশ যার সুদীর্ঘ ৭১০ কিলোমিটার উপকূল লাইন এবং ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিমি একান্ত অর্থনৈতিক এলাকা আছে। ফলে সুনীল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের টেকসই অনুশীলনের জন্য বাংলাদেশ অত্যন্ত সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অনুসন্ধান, আহরণ ও টেকসই ব্যবহারের সাথে

দেশের খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। মেরিন ফিশারিজ একাডেমি একমাত্র জাতীয় পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে সমুদ্র সম্পদ ব্যবস্থাপনা, আহরণ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ, মাননিয়ন্ত্রণ, টেকসই ব্যবহার, নৌবাণিজ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রি-সী ট্রেনিং/স্নাতক (সম্মান) পর্যায়ের শিক্ষা কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা হয়।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এ একাডেমির অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ নিম্নের সারণীতে প্রদান করা হলো। উল্লেখ্য যে, এ প্রতিষ্ঠানের অডিট আপত্তিতে বড় ধরনের কোন দুর্নীতি, আত্মসাৎ, জালিয়াতি ইত্যাদি নেই।

ক্রমপুঞ্জিত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা	অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা	জড়িত টাকা
০৮	৩.৩৫৫৭ কোটি	২	২.৫৮৩০ কোটি	৬	০.৭৭২৭ কোটি

১১. মানব সম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে নিম্নের সারণী অনুযায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ দেশে/বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণ করেছেন:

ধরণ	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ	১৫	২২
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	১ (পিএইচডি)	১

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর আওতায় অত্র দপ্তরের নিম্নবর্ণিত ২ জন কর্মকর্তা-কে যথাক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং আপিল কর্তৃপক্ষ মনোনীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত আইনের আওতায় এ যাবত কোন সেবা প্রার্থী পাওয়া যায়নি। তাছাড়া অত্র প্রতিষ্ঠান মূলত একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হওয়ায় এখানে উক্ত আইনের ব্যবহারিক ক্ষেত্র খুবই সীমিত।

দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা

নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল/ই-মেইল
সেলিনা সুলতানা	ইন্সট্রাক্টর (ফিস প্রসেসিং)	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ফিশ হারবার, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম	০১৭১৫৯২১৬৫৯ Sultanamfa1995@gmail.com

আপিল কর্তৃপক্ষ

নাম	পদবী	ঠিকানা	মোবাইল/ই-মেইল
ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), বিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন	অধ্যক্ষ	মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ফিশ হারবার, কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম	০১৩১৩৩৫২০০১ principal@mfacademy.gov.bd

১৩. ইনোভেশন/সেবাসহজিকরণ কার্যক্রম

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অত্র একাডেমি কর্তৃক ইস্যুকৃত এক্স ক্যাডেটদের বিভিন্ন ডকুমেন্ট অনলাইন ভেরিফিকেশন সিস্টেম চালু করা হয়েছে। ফলে দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এক্স ক্যাডেটদের বিভিন্ন ডকুমেন্ট এর তথ্যাদি সহজে যাচাই করতে পারছেন।

১৪. আইসিটি/ডিজিটাইজেশন কার্যক্রম

একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থী ক্যাডেট ভর্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম, ক্যাডেটগণ কর্তৃক জমাকৃত অর্থের হিসাব ও ব্যয় ব্যবস্থাপনা এবং সকল প্রকার দাপ্তরিক কাজে আইসিটি'র ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। দাপ্তরিক কাজের প্রায় ৯০% ই-নথির মাধ্যমে সম্পাদন করা হচ্ছে এবং সরকারি সকল প্রকার ক্রয় ই-জিপি প্রক্রিয়ায় সম্পাদন করা হচ্ছে। সরকারি সম্পদের সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে একাডেমির সম্পূর্ণ ক্যাম্পাস সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় আনা হয়েছে।

১৫. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

অভিযোগ এবং সেবার মান সম্পর্কে মতামত প্রদানের জন্য এ দপ্তরের প্রশাসনিক ভবনের নীচতলায় অভিযোগ বাক্স স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও অনলাইনে অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তির সুবিধার্থে একাডেমির ওয়েবসাইটে GRS সেবা বাক্স রয়েছে। তবে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে এ দপ্তরে অনলাইনে কিংবা অফলাইনে কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি।

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে এ একাডেমি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এর নির্দেশিকা অনুযায়ী জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও যথাযথ বাস্তবায়ন করেছে। এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রমাণকসহ যথাসময়ে সুশাসন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এ আপলোড করা হয়েছে।

ক্যাটাগরি গ্রেড ২-৯ ভুক্ত কর্মচারী

চিত্র: একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), বিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন উর্দ্ধতন ইন্সট্রাক্টর (মেরিন), জনাব শরীফ আহমদ।

ক্যাটাগরি গ্রেড ১০-১৬ ভুক্ত কর্মচারী

চিত্র: একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), বিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, ক্লিন্টন দে।

ক্যাটাগরি গ্রেড ১৭-২০ ভুক্ত কর্মচারী

চিত্র: একাডেমির অধ্যক্ষ ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ হাসান, (জি), বিসিজিএমএস, পিএসসি, বিএন এর নিকট থেকে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার গ্রহণ করেন মালী, মোঃ আবদুর রহমান পাটওয়ারি।

১৭. উপসংহার

মেরিন ফিশারিজ একাডেমি- সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ, সংরক্ষণ, মান নিয়ন্ত্রণ এবং নৌ বাণিজ্যিক সেক্টরের জন্য দক্ষ জনশক্তি উৎপাদনকারী দেশের অন্যতম পেশাভিত্তিক মেরিটাইম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এ একাডেমি হতে উত্তীর্ণ ক্যাডেটগণ একদিকে দেশের অভ্যন্তরে গভীর সমুদ্রগামী ফিশিং জাহাজ (ট্রলার), জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মাননিয়ন্ত্রণ শিল্প ইত্যাদি সেক্টরে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এবং আপামর জনসাধারণের প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। অন্যদিকে ক্যাডেটগণ দক্ষতার সাথে নৌবাণিজ্যিক জাহাজ, জাহাজ নির্মাণ ও মেরামতকারি প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেক্টরে বহির্বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে রেমিটেন্স বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় অর্থনীতিকে সমৃদ্ধকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল
www.bvc.gov.bd

১. ভূমিকা

ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মাননিয়ন্ত্রণের জন্য বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল একটি সংবিধিবদ্ধ (Statutory Body) প্রতিষ্ঠান। দি বাংলাদেশ ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স অধ্যাদেশ-১৯৮২ (১৯৮৬ সালের ১নং আইন) এর মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এ পেশাকে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে বিগত ১০ জুলাই,২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ জারি করা হয়। গুণগত মানসম্পন্ন ভেটেরিনারি পেশা এবং শিক্ষা নিশ্চিত করাসহ জনস্বার্থে ইহাকে প্রয়োগ করা ও প্রাণিচিকিৎসকদের আইনগত অধিকার সুরক্ষিত করা এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্য। অত্র প্রতিষ্ঠানের রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ প্রাণিসম্পদ গবেষণা ইনস্টিটিউট, বাংলাদেশ সেনাবাহিনী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, বন বিভাগ, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, পোল্ট্রি সেক্টর, ডেইরি সেক্টর, এনজিও, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ দেশে ও বিদেশে নানাবিধ পেশাগত কাজে কর্মরত আছেন। কর্মরত ভেটেরিনারিয়ানদের পাশাপাশি অবসরপ্রাপ্ত ও নবীন ভেটেরিনারিয়ানগণ প্রাইভেট প্র্যাকটিস-এর মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ে প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য রক্ষা, রোগ নিয়ন্ত্রণ, জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নসহ সকল প্রকার ভেটেরিনারি সার্ভিস প্রদান করছেন যা নিরাপদ প্রাণীজ আমিষ উৎপাদন, দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করণসহ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে।

২. রূপকল্প (Vision)

মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা প্রদানের মাধ্যমে নিরাপদ প্রাণিজ প্রোটিন উৎপাদন, প্রাণীর স্বাস্থ্য সংরক্ষণ, রোগদমন ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করা।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মাননিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেশাজীবীদের সক্ষমতাকে সময়োপযোগী রাখা।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aim & Objectives)

- ❖ পেশাজীবীদের দক্ষতার মান বজায় রাখা;
- ❖ গুণগত মানসম্মত প্রাণিস্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা;
- ❖ নিরাপদ প্রাণিজাত প্রোটিন উৎপাদনে সহায়তা করা;
- ❖ ভেটেরিনারি শিক্ষার মান বজায় রাখা;
- ❖ পেশাগত শৃঙ্খলা রক্ষা করা;
- ❖ ইথিক্যাল মানদন্ড বজায় রাখা ও প্রাণিকল্যাণ সাধন করা।

৫. প্রধান কার্যাবলি (Main Functions)

- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার এবং প্যারাভেটদের নিবন্ধন ও সনদ প্রদান, নিয়ন্ত্রণ এবং তাদের আইনগত অধিকার ও সুযোগ- সুবিধা সংরক্ষণ;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা, পেশা ও সেবার মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন, সম্প্রসারণ এবং ক্ষেত্রমত এতদবিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের পেশাগত নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালা প্রণয়ন, তদারকি, বাস্তবায়ন ইত্যাদি;
- ভেটেরিনারি শিক্ষার কোর্সে ভর্তির নির্দেশিকা ও শর্তাদি নির্ধারণ, কারিকুলাম প্রণয়ন, ডিগ্রির মান উন্নয়ন, ইন্টার্নশিপ নীতিমালা প্রণয়ন;
- ভেটেরিনারি শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্বীকৃতি প্রদান, বিদেশি ডিগ্রি বা ডিপ্লোমার সমতা মূল্যায়ন;
- ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের দক্ষতা বৃদ্ধি, বিশেষায়িত জ্ঞানের সুযোগ সৃষ্টি বা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ;
- পেশা বহির্ভূত বা অনৈতিক কাজে লিপ্ত ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার ও প্যারাভেটদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের অর্গানোগ্রাম

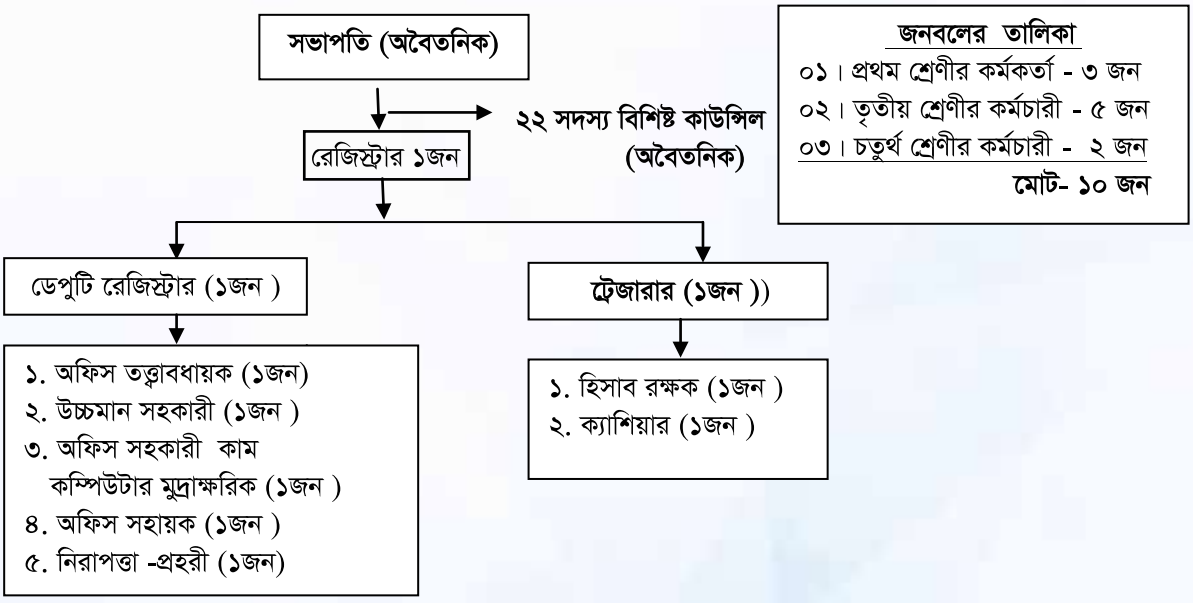

৭. ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে অর্জিত সাফল্যসমূহের বিষয়ভিত্তিক সচিত্র নাতিদীর্ঘ বর্ণনা-

ক. ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন (ভি পি আর) প্রদান

প্রাণিচিকিৎসকগণ রেজিস্ট্রেশন ব্যতিরেকে নামের আগে 'ডা:' উপাধি ব্যবহার বা কোন প্রকার পেশাগত কাজ করা বা ভেটেরিনারি বিষয়ক সার্টিফিকেট প্রদান করা বা পেশা সংশ্লিষ্ট কোন চাকুরিতে প্রবেশ করা দন্ডনীয় অপরাধ। তাই, ভেটেরিনারি সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৬৭৪ জনকে ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনার্স রেজিস্ট্রেশন প্রদান করা হয়েছে।

খ. প্র্যাকটিশনার্স আইডি কার্ড (পিআইসি) প্রদান

তৃণমূল পর্যায়ের খামারিরা যাতে প্রতারিত না হন এবং সঠিক প্রাণিচিকিৎসকের নিকট থেকে মানসম্মত ভেটেরিনারি সেবা পান সে লক্ষ্যে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে মোট ৭৩৪ জন পেশাজীবীকে পরিচয় পত্র প্রদান করা হয়েছে। ফলে সুফলভোগীরা প্রকৃত পেশাজীবীর নিকট থেকে ভেটেরিনারি সেবা পাচ্ছেন কিনা তা নিশ্চিত হতে পারছেন।

গ. ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ভিইআই) পরিদর্শন

কাউন্সিলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি দল/কর্মকর্তা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শনপূর্বক সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভেটেরিনারি শিক্ষার ভৌত অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি, খামার ও টিচিং, ভেটেরিনারি হাসপাতাল ইত্যাদি স্থাপনা মানসম্মত কিনা, দক্ষ জনবল আছে কিনা এবং কি মানের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তা সরেজমিনে পরিদর্শন করে থাকে।

অত্র দপ্তর বিগত অর্থবছরে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেছে। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ২০১৫ সাল থেকে বিভিসি স্ট্যান্ডার্ড ফর ভেটেরিনারি এডুকেশন নামক মানদণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশের ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। উক্ত স্ট্যান্ডার্ডে মোট ১২টি মানদণ্ড রয়েছে। বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিকট উপরে বর্ণিত এবং স্ট্যান্ডার্ডে উল্লিখিত স্বমূল্যায়ন প্রতিবেদন (এসইআর) আহ্বান করে। পরবর্তিতে প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পূরণকৃত এসইআর পাওয়ার পর ৫ সদস্য বিশিষ্ট উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন পরিদর্শক দল সরেজমিনে পরিদর্শনের মাধ্যমে পরিদর্শনকৃত প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার মান মূল্যায়ন করে।

চিত্র: ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন

ঘ. প্র্যাকটিস কেন্দ্র (পিসি) পরিদর্শন

ভেটেরিনারিয়ানগণ প্র্যাকটিস কেন্দ্রে কি মানের ভেটেরিনারি সেবা প্রদান করছেন ও ইথিক্যাল মানদন্ড মেনে চলছেন কিনা তা পরিদর্শনের মাধ্যমে মূল্যায়ন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করা হয়। অত্র দপ্তর গত অর্থবছরে ২৪টি

প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে। অত্র দপ্তর ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে ঢাকায় ১৯টি, খুলনায় ২টি, রাজশাহীতে ১টি, নারায়নগঞ্জে ১টি ও মুন্সিগঞ্জে ১টিসহ সর্বমোট ২৪টি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন করেছে।

চিত্র: ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস কেন্দ্র পরিদর্শন

ঙ. কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ

১) ভেটেরিনারি শিক্ষা ও পেশার মানোন্নয়নে ৪৩৭ জন পেশাজীবী প্রশিক্ষণে এবং ৬১৫ জন পেশাজীবী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

চিত্র: পেশাজীবীদের প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা

২) দাপ্তরিক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ৬০ ঘন্টা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ

চ. ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ

রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি ডাক্তারের বিবিধ তথ্য সম্বলিত (ডিগ্রী, রক্তের গ্রুপ, ই-মেইল, মোবাইল নং) একটি ডিজিটাল ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে । ইহা একটি চলমান প্রক্রিয়া, ফলে নতুন ডাক্তাররা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্তির পর ডাটাবেজে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছেন। বর্তমানে ডাক্তাররা তাদের যে কোন তথ্য ডাটাবেজের মাধ্যমে ঘরে বসেই জানতে পারছেন। খামারি এবং ব্যবসায়ীরাও তাদের কাঙ্খিত ডাক্তারদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারছেন। বর্তমানে বর্ণিত ডাটাবেজটি নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

ছ. নারী শিক্ষার প্রসার

পূর্বে ভেটেরিনারি শিক্ষার প্রতি নারীরা তেমন আগ্রহী ছিল না। সরকার বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত করাতে বর্তমানে নারী ভেটেরিনারি ডাক্তারের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

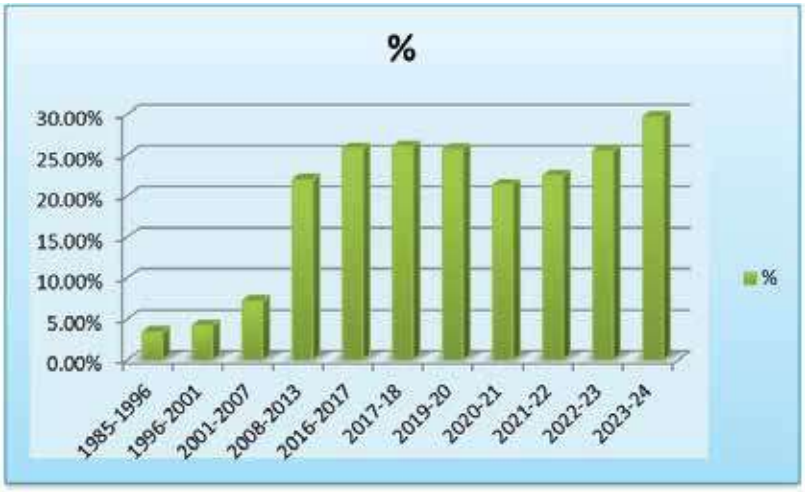

কাউন্সিলের তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, ১৯৮৫ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত পুরুষ ভেটেরিনারিয়ানদের বিপরীতে নারী ভেটেরিনারিয়ানদের হার ছিল ৩.৪%, ১৯৯৬-২০০১ পর্যন্ত ৪.২% এবং ২০০১ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত ৭.২%। জানুয়ারি ২০০৮ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দ্রুত নারী ভেটেরিনারিয়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে যার শতকরা হার ২২%, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরের ২৫.৭৭%, ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরের ২৬.০৪%, ২০১৯-২০ অর্থবছরে ২৫.৭০%, ২০২০-২১ অর্থবছরে ২১.৩৭%, ২০২১-২২ অর্থবছরে ২২.৪৯%, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২৫.৫৩%, ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৯.৬৭% । ভেটেরিনারিতে নারী শিক্ষার হার আরও বৃদ্ধির জন্য ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৭টি প্রতিষ্ঠানে লিফলেট ও পোস্টার বিতরণ এবং ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্বুদ্ধকরণ সভা

জ. নারীর ক্ষমতায়ন

নারী ভেটেরিনারিয়ানরা রেজিস্ট্রেশন প্রাপ্ত হয়ে তৃণমূল পর্যায়ে ভেটেরিনারি সার্ভিস পৌঁছে দিচ্ছেন। তারা প্রান্তিক পর্যায়ের মহিলাদের গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, টিকাদান, খামার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির উপর প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গ্রাম্য মহিলারা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করছেন। ফলে দেশে দুধ, ডিম ও মাংসের উৎপাদন বাড়ছে, জাতির পুষ্টির চাহিদাপূরণ হচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বাংলাদেশ মাংস ও ডিম উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে এবং দুধ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের দ্বারপ্রান্তে। ফলে তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ভিত শক্তিশালী হচ্ছে।

চিত্র: প্রাণী চিকিৎসা পেশায় নারী

চিত্র: স্বাবলম্বী নারী

ঝ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল আইন-২০১৯ এর ৩৬, ৩৭ ও ৩৮ ধারা মোবাইল কোর্ট আইন-২০০৯ এর তফসিলভূক্ত হওয়ায় অনৈতিক ভেটেরিনারি প্র্যাকটিস রোধে ১২টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয় এবং কোয়াকদের জেল জরিমানা করা হয়।

ঞ. নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান

রেজিস্টার্ড ভেটেরিনারি প্র্যাকটিশনারদের প্রদানকৃত সনদপত্র যাতে কেউ নকল করতে না পারে সেজন্য দি সিকিউরিটি প্রিন্টিং করপোরেশন (বাংলাদেশ) লি. হতে মুদ্রণকৃত অধিক নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ প্রদান করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল

Bangladesh Veterinary Council

Certificate of Registration as a Veterinary Practitioner

চিত্র: নিরাপত্তা বৈশিষ্ট্য সম্বলিত সনদ

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) স্বাক্ষরের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৯ম বারের মত পৃথকভাবে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২৪-২০২৫ মেয়াদের জন্য স্বাক্ষর করেছে। চুক্তি অনুযায়ী কাউন্সিল বিগত বছরগুলির মত শতভাগ কৌশলগত উদ্দেশ্য পূরণে সচেষ্ট থাকবে।

৯. SDG অর্জনের অগ্রগতি

বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিলের সাথে সম্পৃক্ত SDG এর Goal এবং Target ম্যাপিং করা হয়েছে। ম্যাপিং অনুযায়ী টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ক্ষেত্র সমুহকে বিবেচনায় নিয়ে Action plan প্রণয়ন করা হয়। Action plan অনুযায়ী বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল ৫টি ক্ষেত্রের উপর লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে (ক) প্রফেশনাল রেজিস্ট্রেশন এবং আইডি কার্ড প্রদান; (খ) ভেটেরিনারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন এবং স্বীকৃতি; (গ) পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন এবং অব্যাহত শিক্ষা (সিইউ); (ঘ) ভেটেরিনারি অনুশীলন কেন্দ্র পরিদর্শন এবং স্বীকৃতি; (ঙ) ভেটেরিনারি শিক্ষা এবং পেশায় নারী শিক্ষার্থীদের সচেতনতা তৈরি করা। উক্ত ক্ষেত্রগুলোতে ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৪৪০, ৩, ৪৮০, ১৬ ও ৪ যা ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ৬৭৪, ১২, ১০৫২, ২৪ ও ১০ হয়েছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর ও সংস্থার নাম	মোট আপত্তির সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	ক্রমপুঞ্জিত নিষ্পত্তির মোট সংখ্যা (১৯৭২ হতে)	হালনাগাদ অনিষ্পন্ন মোট আপত্তির সংখ্যা	সম্পাদিত দ্বিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	সম্পাদিত ত্রিপক্ষীয় সভার সংখ্যা	মন্তব্য
বাংলাদেশ ভেটেরিনারি কাউন্সিল(বিভিসি)	৪৩	২০	২৩	-	-	

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

ভেটেরিনারিয়ানদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এবং পেশা সংশ্লিষ্ট নানাবিধ বিষয়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তাছাড়া কাউন্সিলে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা মোতাবেক প্রকাশযোগ্য তথ্যসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে এবং তা নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে।

১৩. ইনোভেশন/সেবা সহজীকরণ কার্যক্রম

২০২৩-'২৪ অর্থবছরের ইনোভেশন পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করা হয়েছে। ইনোভেশন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। সুফলভোগীদের কাছে কাউন্সিলের সেবা দ্রুত ও সহজে পৌঁছে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট টিম কাজ করে যাচ্ছে। দাপ্তরিক কিছু কাজ সহজ করা হয়েছে; যেমন: প্রাণি চিকিৎসকদের ডাটাবেজ হালনাগাদকরণ, মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে Online এ সেবামূল্য প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এতে সেবা প্রত্যাশীরা সহজে কাঙ্খিত সেবা পাচ্ছেন।

১৪. আইসিটি/ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে d-nothi এর মাধ্যমে ৮৮৮ টি পত্র জারি করা হয়েছে এবং মাইগভ প্লাটফর্মের মাধ্যমে সেবা প্রদানের নিমিত্তে ০৫টি সেবার ভেলিডেশন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। আশা করা যায় দ্রুততম সময়ের মধ্যে বর্ণিত সেবাসমূহ অনলাইনে প্রদান করা সম্ভব হবে।

১৫. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত শুদ্ধাচার কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ইন হাউজ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত কর্মপরিকল্পনা শতভাগ পূরণ করা হয়েছে।

১৬. অভিযোগ/অসন্তোষ্টি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

কাউন্সিলের একটি অভিযোগ বক্স স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া জিআরএস সফটওয়্যারের মাধ্যমে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৭. উপসংহার

ভেটেরিনারি পেশা, পেশাজীবী ও শিক্ষার নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কাউন্সিল বর্তমান সরকারের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। আশা করছি সরকারের অব্যাহত সহযোগিতা নিয়ে আগামী দিনগুলোতে প্রতিষ্ঠানটি এ দেশে ভেটেরিনারি সেবা, পেশা ও শিক্ষার মান আরও উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর
www.flid.gov.bd

১. ভূমিকা

বলা হয়ে থাকে, 'Connectivity is Productivity'। অর্থাৎ সংযুক্তিই উৎপাদনশীলতা। সংযুক্তি বাড়লে উৎপাদনশীলতা বাড়ে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের অংশীজনদের সঙ্গে সংযুক্তির এ মহামূল্যবান কাজটি করে যাচ্ছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর। এ দপ্তর মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বিত প্রচার মাধ্যম হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন অর্জন, উদ্ভাবন ও সাফল্য জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দিতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ফেসবুক, ইউটিউব, ওয়েব পোর্টাল, অ্যান্ড্রয়েড অ্যাপস, নিউজ পোর্টাল, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচারের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর।

২. রূপকল্প (Vision)

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ-এর উন্নয়নের লক্ষ্যে জনসাধারণকে সচেতন, উদ্বুদ্ধকরণ ও অবহিতকরণ।

৩. অভিলক্ষ্য (Mission)

টেকসই মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাত গঠনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট জনসাধারণের মাঝে আধুনিক লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও উদ্বুদ্ধকরণের নিমিত্ত তথ্যাবলী বিভিন্ন গণমাধ্যমের সাহায্যে সরবরাহ নিশ্চিতকরণ।

৪. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Aims and Objectives)

লক্ষ্য

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের টেকসই সমৃদ্ধির লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত সরকারের নীতি ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গণমাধ্যমে প্রচার করে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে বিশেষ করে প্রান্তিক জনসাধারণকে সচেতন, উদ্বুদ্ধকরণ এবং উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্তকরণ।

উদ্দেশ্য

- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ এর সর্বোচ্চ টেকসই (Sustainable) উৎপাদন, খাদ্য নিরাপত্তা (Food Security) নিশ্চিতকরণসহ সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তির (Technologies) সফল কার্যকর হস্তান্তরসহ জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড, টেকসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও গবেষণালব্ধ সাফল্য জনসম্মুখে তুলে ধরা;
- ❖ আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সংগ্রহ, সংরক্ষণ, মূল্যায়ন, বিশ্লেষণ এবং তদনুযায়ী তথ্য প্রযুক্তি সম্প্রসারণের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়তামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;

- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের সাথে সংশ্লিষ্ট সুফলভোগীদের যোগাযোগ নেটওয়ার্কিং স্থাপনে সহায়তা প্রদান;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক তথ্য সম্বলিত প্রচার এবং সম্প্রসারণ সামগ্রী প্রদর্শন ও সরবরাহ সেবা নিশ্চিতকরণ;
- ❖ বন্যা ও খরাজনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগসহ মৎস্য ও পশু-পাখির রোগব্যাধি মোকাবেলায় দুর্যোগ কবলিত এলাকায় চাষিদের করণীয় সম্পর্কে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ❖ সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্য সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করা।

৫. প্রধান কার্যাবলী (Main Functions)

- ❖ পোস্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক-পুস্তিকা ইত্যাদি প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী মুদ্রণ ও বিনামূল্যে সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ;
- ❖ জাটকা নিধন প্রতিরোধ, মা-ইলিশ সংরক্ষণসহ দেশীয় প্রজাতির মৎস্য সংরক্ষণে রেডিও/বেতার, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ, মুদ্রণ এবং বিভিন্ন অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী এবং চাষি-খামারিদের মধ্যে বিতরণ করা;
- ❖ বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে রেডিও/বেতার, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ইলিশ অভয়াশ্রম, ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা, প্রাণিসেবা সপ্তাহ ইত্যাদি উপলক্ষ্যে রেডিও/বেতার, টেলিভিশন ও পত্র-পত্রিকায় প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন সেমিনার, প্রশিক্ষণ, মেলা, কর্মশালা প্রভৃতির ভিডিও চিত্র ও স্থিরচিত্র ধারণ এবং সংরক্ষণ ও প্রচার;
- ❖ নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ- মাছ, মাংস, দুধ, ডিম ইত্যাদি উৎপাদন, বাজারজাতকরণ এবং দৈনন্দিন গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে প্রচার-প্রচারণা;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের টেকসই উৎপাদন নিশ্চিতকরণে জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তি সম্প্রসারণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ বিভিন্ন ধরণের জলজসম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিতকরণে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধকরণ;
- ❖ প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন বন্যা ও খরা পরবর্তী মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ পুনর্বাসনে করণীয় সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার কার্যক্রম;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন প্রকাশনা সামগ্রী মুদ্রণ ও সরবরাহ;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়নকল্পে টিভি ফিলার, টেলপ, জিঙ্গেল ও তথ্যচিত্র তৈরি ও প্রচার;
- ❖ তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে চাষ ব্যবস্থাপনায় নতুন মৎস্য প্রজাতির অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং এর চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণ;

- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংরক্ষণ, সম্প্রসারণসহ সকল আইন ও বিধি-বিধান ব্যাপকভাবে প্রচার;
- ❖ মৎস্য ও পশু-পাখির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যাপক প্রচার/প্রচারণা;
- ❖ গ্রামীণ জনগণকে মৎস্য চাষ ও পশুপাখি পালনে উদ্বুদ্ধকরণ এবং জনসচেতনতা সৃষ্টি;
- ❖ বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশনে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সম্পর্কে পরামর্শ ও উদ্বুদ্ধকরণ বিষয়ক অনুষ্ঠান প্রচারের ব্যবস্থা করা;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত অধিক সংখ্যক ফিচার প্রকাশের ব্যবস্থা করা;
- ❖ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক আধুনিক তথ্যাবলী প্রদর্শন;
- ❖ দেশের গণমাধ্যমকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত ইতিবাচক খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে তথ্য প্রদানে সহায়তা করা;
- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রোগ্রাম/অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রাজধানীসহ দেশের বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ডিজিটাল ডিসপ্লেবোর্ড প্রদর্শনী ও মাইকিং করা;
- ❖ তথ্য সেবা প্রদানে সংশ্লিষ্ট জনবলসহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

৬. সাংগঠনিক কাঠামো (Organization Structure)

সরকার কর্তৃক নিয়োগকৃত একজন উপসচিব দপ্তর প্রধান হিসেবে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে মোট অনুমোদিত জনবল ৮১ জন, বর্তমানে কর্মরত ৫৯ জন ও শূন্য পদ ২২টি। এ দপ্তরের প্রধান কার্যালয় (১) গণমাধ্যম, (২) তথ্য, পরিকল্পনা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, (৩) প্রশাসন ও হিসাব এবং (৪) প্রকাশনা ও সম্পাদনা-এ ৪টি শাখা নিয়ে গঠিত। ৫ (পাঁচ) জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাসহ প্রধান কার্যালয়ের মোট জনবল ৩৭। এ ছাড়া প্রধান কার্যালয়ের অধীন ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল ও কুমিল্লা ৪টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রতিটিতে জনবল সংখ্যা ১১।

৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে উল্লেখযোগ্য কার্যাবলী নিম্নরূপ

ক. মুদ্রণ সামগ্রী

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে পোষ্টার, লিফলেট, ফোল্ডার, পুস্তক, বুকলেট, ফেস্টুন ও ব্যানার মুদ্রণ করে সারাদেশে জনগণের মাঝে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়।

১. পোস্টার মুদ্রণ

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শীর্ষক পোস্টার, কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় শীর্ষক পোস্টার, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ, জবাই পরবর্তী চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয় শীর্ষক পোস্টার, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৩ বিষয়ক পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ ।

২. ফোল্ডার মুদ্রণ ও বিতরণ

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ শীর্ষক ফোল্ডার, মহিষ পালন ব্যবস্থাপনা শীর্ষক ফোল্ডার, ভেড়া পালন শীর্ষক ফোল্ডার, সাইলেজ (Silage) গোখাদ্য সংকটে সমাধান শীর্ষক ফোল্ডার।

চিত্র: মাঠ পর্যায়ে পোস্টার বিতরণ

৩. লিফলেট মুদ্রণ ও বিতরণ

কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় বিষয়ে লিফলেট, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৩ বিষয়ে লিফলেট, কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গবাদিপশু হৃষ্টপুষ্টকরণ, জবাই পরবর্তী চামড়া ছাড়ানো ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ে করণীয় শীর্ষক লিফলেট, সামুদ্রিক মাছের উপকারিতা বিষয়ে লিফলেট, ঈদ উল আযহা উপলক্ষ্যে সম্মানিত কোরবানি দাতাদের জন্য অধিক নিরাপদ মাংস নিশ্চিতে দিক নির্দেশনা বিষয়ে লিফলেট মুদ্রণ করে বিতরণ করা হয়েছে।

চিত্র: লিফলেট বিতরণ

৪. ফেস্টুন ও ড্রপ ডাউন ব্যানার তৈরি

বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ উপলক্ষ্যে ড্রপ ডাউন ব্যানার ও বিভিন্ন ধরণের ফেস্টুন এবং কোরবানির জন্য সুস্থ সবল গবাদিপশু চেনার উপায় সম্পর্কিত ফেস্টুন তৈরি ও বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন।

৫. পুস্তক মুদ্রণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালায়ের অধিন দপ্তর/সংস্থার গত কয়েক বছরের কর্যক্রম নিয়ে একটি বই মুদ্রণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী এবং চাষি-খামারিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৬. বার্ষিক প্রতিবেদন

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-'২৩ মুদ্রণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর, দপ্তর ও সংস্থার পাশাপাশি গবেষক, শিক্ষার্থী এবং চাষি-খামারিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

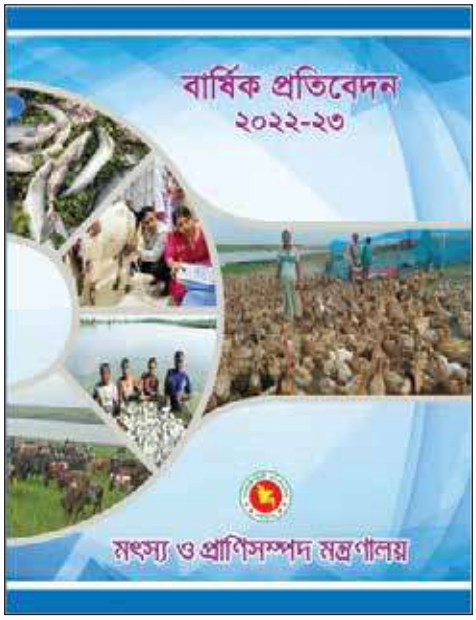

চিত্র: বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২-'২৩

খ. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্তে প্রচার সামগ্রী নির্মাণ

বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচারের নিমিত্ত প্রামাণ্য চিত্র, টিভিসি, ফিলার ও জিঙ্গেল নির্মাণ করা হয়। যেমন-

১. ডিমের পুষ্টিগুণ বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;

২. অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;

৩. জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ বিষয়ক টিভিসি নির্মাণ;

৪. মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩ বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;

৫. জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;

৬. ২০ মে হতে ২৩ জুলাই ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরা নিষিদ্ধ বিষয়ক জিঙ্গেল নির্মাণ;

৭. মহিষ পালনের গুরুত্ব শীর্ষক টিভিসি নির্মাণ;

৮. মা-ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩ বিষয়ক টিভিসি নির্মাণ।

গ. প্রিন্ট মিডিয়ায় জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞপ্তি

মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩, ২০ মে হতে ২৩ জুলাই পর্যন্ত ৬৫ দিন সাগরে মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা, অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন ২০২৪, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪, মহিষ পালন, মহিষ পালনের গুরুত্ব এবং এর দুধ ও মাংসের গুণাগুণ, ডিমের উপকারিতা, দুধ পানের উপকারিতা উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে দেশের স্বনামধন্য ও বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

ঘ. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে স্ক্রল প্রচার

জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে ব্যপক প্রচারের জন্য ৫টি বেসরকারি টেলিভিশনে ৬ দিনব্যাপী স্ক্রল প্রচার, ১২ অক্টোবর/২৩ হতে ০২ নভেম্বর/২৩ 'মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩' পরিচালিত হবে। এ সময়ে ইলিশ ধরা, পরিবহন, বাজারজাতকরণ, মজুদ, ক্রয়-বিক্রয় ও বিপণন থেকে বিরত থাকি বিষয়ক স্ক্রল ৫টি টেলিভিশনে ৬ দিন ধরে প্রচার,"ইলিশ হলো মাছের রাজা-জাটকা ধরলে হবে সাজা" বিষয়ক স্ক্রল ৫টি বেসরকারি টেলিভিশনে ৭ দিন ধরে প্রচার, অবৈধ জাল নির্মূলে 'বিশেষ কম্বিং অপারেশন ২০২৪' 'আসুন জাটকা ও সামুদ্রিক প্রজাতির মাছের ডিম, লার্ভা ও পোনা রক্ষায় বেহুন্দি ও কারেন্ট জালসহ সকল অবৈধ জাল দিয়ে মাছ ধরা থেকে বিরত থাকি' বিষয়ক স্ক্রল ৭টি বেসরকারি টেলিভিশনে ৬ দিন ধরে প্রচার করা হয়।

ঙ. ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার

বাংলাদেশ বেতারে BPL ক্রিকেট সম্প্রচারের সময় ডিমের পুষ্টির গুণাগুণ বিষয়ক জিঙ্গেল ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়। জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ বিষয়ক টিভিসি ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ৬ দিন প্রচার, জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ বিষয়ক জিঙ্গেল ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ৬ দিন প্রচার, মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান ২০২৩ বিষয়ক জিঙ্গেল ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ৬ দিন প্রচার, অবৈধ জাল নির্মূলে বিশেষ কম্বিং অপারেশন ২০২৪ বিষয়ক জিঙ্গেল ২টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে ৬ দিন প্রচার, ডিমের পুষ্টির গুণাগুণ বিষয়ক জিঙ্গেল বিটিভিতে প্রচার করা হয়।

চ. টকশো

বাংলাদেশ বেতার, বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বিভিন্ন বেসরকারি চ্যানেলে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে 'টকশো' আয়োজন করা হয়। গত অর্থবছরে (২০২৩-'২৪) বাংলাদেশ টেলিভিশনে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে এবং বেসরকারি চ্যানেল এটিএন বাংলায় পবিত্র ঈদুল আযহা ২০২৪ উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর সঠিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ২টি টকশোর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও বাংলাদেশ বেতারে পবিত্র ঈদ-উল-আযহা ২০২৪ উপলক্ষ্যে কোরবানির পশুর হাটের সঠিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১টি টকশোর আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: কোরবানির পশুর সঠিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে টেলিভিশন ও বেতারে টকশো আয়োজন

ছ. ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে এলইডি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার

জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ ২০২৪ উপলক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে ২টি এলইডি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে ১১-১৭ মার্চ পর্যন্ত চাঁদপুর, ঢাকা ও বরিশালে জাটকা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য প্রচার করা হয়।

জ. এলইডি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার

টিভিসি, জিঙ্গেল, প্রামাণ্যচিত্র, টিভি ফিলার, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ ২০২৩ উপলক্ষ্যে কক্সবাজার, রাজশাহী, ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম ও কুমিল্লায় ৫ দিন ১৫টি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার করা হয়। মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান উপলক্ষ্যে জনসাধারণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে কক্সবাজার, ঢাকা, রাজশাহী, বগুড়া ও চট্টগ্রামে ১৩টি ডিসপ্লে বোর্ডে ৫ দিন টিভিসি, জিঙ্গেল, প্রামাণ্যচিত্র, টিভি ফিলার, ভিডিও কনটেন্ট ইত্যাদি প্রচার করা হয়।

চিত্র: ভ্রাম্যমাণ ভ্যানে এলইডি ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার

চিত্র: জাতীয় মৎস্য সপ্তাহে কক্সবাজারে এলইডি ডিসপ্লে বোর্ডে প্রচার

ঝ. প্রচার প্রসারের কাজকে গতিশীল করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

১. 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ' নামে একটি নিউজ পোর্টাল চলমান রয়েছে । যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, সচিব ও বিভিন্ন দপ্তর, সংস্থার সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও ওয়ার্কশপের খবর, স্থিরচিত্র ও ভিডিও প্রচারসহ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের সমস্ত উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ও হালনাগাদ তথ্যাদি প্রচার করা হচ্ছে। নিউজ পোর্টালটির লিংক : motshoprani.org

২. 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর -অফিসিয়াল পেইজ' নামে ফেইসবুক পেইজ চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে বিভিন্ন উদ্যোক্তার সফলতার খবর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের নতুন নতুন লাগসই প্রযুক্তির খবর ও বিভিন্ন মিডিয়ায় প্রকাশিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সেক্টরের ইতিবাচক খবরের লিংক প্রচার করা হচ্ছে। যার লিংক: flid20

৩. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল চলমান রয়েছে। যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক নির্মিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিমূলক টিভিসি, ডকুমেন্টারি, জিঙ্গেল ও নাটিকাসহ বিভিন্ন খামারি/চাষিদের সফলতার গল্পের লিংক প্রচার করা হয়। যার লিংক: FLID Bangladesh

৪. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় ও এর অধীন সকল দপ্তর-সংস্থার জনকল্যাণমুখী সকল তথ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল লাগসই প্রযুক্তি, জাত উদ্ভাবন এবং আধুনিক গবেষণাসহ সকল তথ্য জনগণের দোরগোড়ায় সহজে, স্বল্প সময়ে পৌঁছে দিতে 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডার' নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড ও ওয়েববেইজড অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

৫. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক ও সচেতনতামূলক তথ্য জনগণের নিকট সচিত্র ও ভিডিও আকারে তুলে ধরতে তথ্য দপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মুখ প্রান্তে একটি এলইডি স্মার্ট মনিটর স্থাপন করা হয়েছে।

৬. উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক সকল উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের খবর তুলে এনে তথ্য দপ্তরের নিজস্ব নিউজ পোর্টালসহ দেশের অন্যান্য প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়ার কাজকে আরও বেগবান করতে তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসগুলোতে ষাণ্মাষিক রিপোর্ট প্রদানের ভিত্তিতে 'সেরা অফিস অ্যাওয়ার্ড' চালু করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০২৩ সালে কুমিল্লা আঞ্চলিক অফিসকে সেরা অফিস হিসেবে নির্বাচিত করে সেরা অফিস অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে সকল আঞ্চলিক অফিস থেকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে ৩ জনকে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৩য় সেরা প্রতিবেদক হিসাবে বাছাই করা হয়েছে এবং তাদেরকে সম্মাননা ক্রেস্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়েছে।

ঞ. তথ্য দপ্তরে ফটোগ্যালারি এবং লাইব্রেরি স্থাপন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন ধরণের সচেতনতামূলক স্থিরচিত্র ফটোগ্যালারিতে সংযোজন করা হয়েছে। এ ফটোগ্যালারিতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক স্থিরচিত্র সংযোজিত হয়েছে। নতুন ফটোগ্যালারির মাধ্যমে যেকোন ব্যক্তি মৎস্য ও প্রাণিম্পদ বিষয়ে বাংলাদেশের সার্বিক চিত্র সম্পর্কে একনজরে সাম্যক ধারনা লাভ করতে সক্ষম হবে। প্রায় ৪০৬টি বিভিন্ন ধরণের বই নিয়ে একটি নতুন লাইব্রেরি এ অর্থবছরে স্থাপন করা হয়েছে। এ লাইব্রেরি থেকে এ দপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণ এবং গবেষক, খামারি, ছাত্র, শিক্ষক ও সাংবাদিকবিন্দু বই সংগ্রহ করে বিভিন্ন তথ্যে সমৃদ্ধ হচ্ছেন। তাছাড়াও এ লাইব্রেরিতে অফিস চলাকালীনে যেকেউ লাইব্রেরিতে বসে বই নিয়ে পড়তে পারবেন।

চিত্র: মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরে সংযোজিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক নতুন ফটোগ্যালারি

ট. প্রাথমিক সম্প্রসারণ সেবা

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের আঞ্চলিক অফিসসমুহ সিটিজেন চার্টার অনুযায়ী সাধারণ নাগরিকদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শমূলক বিভিন্ন ধরনের তথ্য সেবা ও মুদ্রণসামগ্রী প্রদান করে থাকে। গত ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে সেবা সম্প্রসারণ কার্যক্রমের আওতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ৪টি আঞ্চলিক অফিসের পক্ষ থেকে প্রায় ৫,৬৩০ জন চাষি/খামারিকে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে পরামর্শমূলক তথ্য সেবা এবং প্রায় ১৯,৪৬৯ কপি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বুকলেট, লিফলেট, ফোল্ডার ও পোস্টার প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ, জাটকা সপ্তাহ, মা ইলিশ সংরক্ষণ, বিশ্ব দুগ্ধ দিবস, বিশ্ব ডিম দিবস, বিশ্ব জলাতঙ্ক দিবস, বিশ্ব এন্টিবায়োটিক সচেতনতা সপ্তাহ প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মাইকিং করা হয়েছে। সাধারণ নাগরিকদের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ে সেবা প্রাপ্তিকে সহজ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ৪টি আঞ্চলিক অফিসের

ওয়েবসাইট খোলা হয়েছে; পাশাপাশি ঢাকা, বরিশাল, কুমিল্লা ও রাজশাহীতে অবস্থিত ৪টি আঞ্চলিক অফিসের নামে ফেইসবুক পেইজ ও ইউটিউব চ্যানেল খোলা হয়েছে। এছাড়া আঞ্চলিক অফিস থেকে বিভিন্ন খামার পরিদর্শনপূর্বক রিপোর্ট তৈরি ও বিভিন্ন মুদ্রণসামগ্রী ও পরামর্শ সেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হয়।

চিত্র: জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহে মাছ বাজারে লিফলেট বিতরণ

চিত্র: মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযানে পদ্মার পাড়ে লিফলেট বিতরণ

৮. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির (APA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সম্পন্ন হয়। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে ৩টি কর্মসম্পাদন ক্ষেত্রের বিপরীতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক তথ্য প্রচার-প্রচারণার উদ্দেশ্যে মোট ৬টি কার্যক্রমের জন্য লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং কার্যক্রমসমূহের সফল বাস্তবায়ন করা হয়। প্রথমবারের মত ৪টি আঞ্চলিক অফিসের সাথে প্রধান কার্যলায়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আঞ্চলিক অফিসসমূহে কর্মকর্তা কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা জোরদার হবে এবং সুশাসন সংহতকরণ ও সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

৯. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম

- ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসারের জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের বিভিন্ন পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান, শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রচার প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- টেকসই উন্নয়নের জন্য এসডিজি-১৪ (জলজ জীবন) অর্থাৎ সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও টেকসই ব্যবহারের নিমিত্ত প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য যে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা আছে এর মধ্যে ৯টির সঙ্গে প্রাণিসম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। এ লক্ষ্যে নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের উৎপাদন বৃদ্ধি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

১০. অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিবরণ

অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডশীট জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	জের	মন্তব্য
০৫	৫৯,৭৪,১৫০/-	০৫	০৩	০২	২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত অডিট সম্পন্ন হয়েছে। ২টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রিপক্ষীয় সভায় উত্থাপন করা হচ্ছে।

১১. মানবসম্পদ উন্নয়নে গৃহীত পদক্ষেপ

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে মানবসম্পদ উন্নয়নের নিমিত্ত সর্বমোট ১৫টি ইন-হাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। তন্মধ্যে কৃষি তথ্য কেন্দ্র সংগঠকদের ০৩ (তিন) দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ-১টি, ১৪-১৬ গ্রেডের কর্মচারীদের ০৩ (তিন) দিনব্যাপী মৌলিক প্রশিক্ষণ-১টি, অধীন অফিসসমূহের সমন্বয়ে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার সংক্রান্ত-১টি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ)-১টি, তথ্য অধিকার আইন বিষয়ক-২টি, জাতীয় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত-২টি, অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ-১টি, ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১টি, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ-১টি, কৃষি মিডিয়াভিত্তিক ত্রৈমাসিক প্রান্তিক কর্মশালা-১টি, এপিএএমএস সফটওয়্যার এর তথ্য ইনপুট বিষয়ক-১টি, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা জিআরএস সফটওয়্যার সংক্রান্ত-১টি প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। এছাড়া এখন পর্যন্ত মোট ৪০ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউট, আঞ্চলিক লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চিত্র: মৌলিক প্রশিক্ষণ

চিত্র: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১২. তথ্য অধিকার আইনের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে এ দপ্তর হতে তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে স্বপ্রণোদিতভাবে প্রকাশযোগ্য তথ্য ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে হালনাগাদ করে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধিকরণের লক্ষ্যে ০৩(তিন)টি প্রচার কার্যক্রম যথাক্রমে ঢাকা, বরিশাল এবং রাজশাহীতে সম্পন্ন করা হয়েছে। এ সকল কার্যক্রমে জনগণের মাঝে লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও

২০২৩-'২৪ অর্থবছরে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ ও এর বিধিমালা, প্রবিধানমালা, স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকাসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিয়ে তথ্য দপ্তরে ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।

চিত্র: জনগণের মাঝে তথ্য অধিকার আইন ও বিধি বিধান বিষয়ক লিফলেট বিতরণ

১৩. আইসিটি/ ডিজিটালাইজেশন কার্যক্রম

- ❖ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তরের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী দপ্তরের ছুটি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের নিমিত্ত 'অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা' সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে এবং বর্তমানে এই সফটওয়্যার এর কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- ❖ দপ্তরের সম্মুখভাগে একটি ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে যার মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রতিদিন ডিসপ্লে করা হয়;
- ❖ ডি-নথি ব্যবস্থাপনা;
- ❖ ই-প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা;
- ❖ ডিজিটাল কন্টেন্ট ও ওয়েবসাইটে লিংক সংযোজন;
- ❖ ভিডিও কনফারেন্সিং স্থাপন;
- ❖ দাপ্তরিক ই-মেইল সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট;
- ❖ ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদকরণ;
- ❖ 'মৎস্য ও প্রাণি সংবাদ' নামে একটি নিউজ পোর্টাল চালুকরণ;
- ❖ 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডার' নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড ও ওয়েববেইজড অ্যাপ চালুকরণ;
- ❖ 'অনলাইন চাহিদাপত্র' নামে একটি সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজ করা হয়েছে;
- ❖ FLID Bangladesh নামে একটি ইউটিউব চ্যানেল চালু রয়েছে।

১৪. সেবা সহজিকরণ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক 'অনলাইন চাহিদাপত্র' নামে একটি সেবা সহজিকরণ/ডিজিটালাইজ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন যে কোন দপ্তর/সংস্থা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ের (লিফলেট, ফোল্ডার, পোস্টার, ব্যানার, পুস্তক, বার্ষিক প্রতিবেদন, টিভিসি, জিঙ্গেল, প্রামাণ্যচিত্র,

ফিলার, টেলপ এর হার্ড ও সফটকপি) চাহিদাপত্র বিনা ভোগান্তিতে ও বিনা খরচে প্রেরণ করতে পারবে। এতে করে পেপারলেস অফিসও বাস্তবায়ন হবে। ফলশ্রুতিতে সরকারের এসডিজি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়াও ত্বরান্বিত হবে।

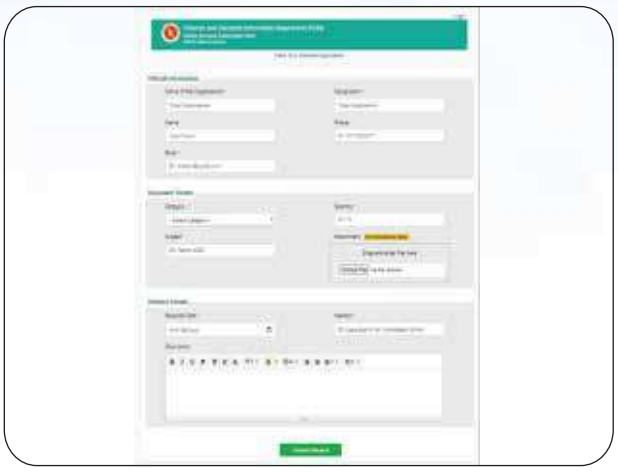

চিত্র: অনলাইন চাহিদাপত্র

চিত্র: সহজিকৃত ও ডিজিটালাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ

১৫. ইনোভেশন

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর কর্তৃক 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডার' নামে একটি নতুন অ্যাপ উদ্ভাবন করা হয়েছে। অ্যাপটির মাধ্যমে তথ্য প্রচার করার কাজ চলমান রয়েছে এবং অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ' এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক বিভিন্ন উন্নয়ন এবং জনসচেতনতামূলক তথ্য প্রচার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। 'অনলাইন ছুটি ব্যবস্থাপনা' নামে ওয়েববেইজড সফটওয়্যার চালু করা হয়েছে ফলে এর মাধ্যমে কর্মচারীরা খুব সহজেই অনলাইনে ছুটি গ্রহণ করতে পারে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে 'অনলাইন চাহিদাপত্র' ওয়েববেইজড সেবাটি চালু করা হয়েছে এবং সেবাটি চলমান আছে, এর মাধ্যমে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা এবং এর আওতাধীন বিভাগীয়/জেলা/উপজেলা কার্যালয় হতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রচার সামগ্রীর চাহিদাপত্র অনলাইনে দিতে পারবে।

চিত্র: অনলাইন নিউজ পোর্টাল 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ সংবাদ'

চিত্র: 'মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য ভাণ্ডার' অ্যাপ

১৬. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার বিবরণ

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল চর্চার নিমিত্ত নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং এ দপ্তরে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন ইন-হাউজ প্রশিক্ষণে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে শুদ্ধাচার সংক্রান্ত ২টি প্রশিক্ষণ, সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে ৪টি সভা এবং ২টি প্রাতিষ্ঠানিক গণশুনানির আয়োজন করা হয়েছে। সদর দপ্তরসহ আঞ্চলিক দপ্তরের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী বিভিন্ন সময়ে এতে অংশগ্রহণ করেন। বিভিন্ন দিবস উপলক্ষ্যে স্থির চিত্র ও ভিডিও চিত্র এই দপ্তরের ফেসবুক পেইজ এবং ইউটিউব চ্যানেলে আপলোড করা হয়। প্রাণিজ আমিষের (দুধ, মাংস, ডিম) গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বরিশালে ১টি র‍্যালি এবং দেশীয় প্রজাতির মাছ সংরক্ষণে জনসচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত কুমিল্লায় ১টি র‍্যালি আয়োজন করা হয়। এছাড়া ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে এ দপ্তরের ১০ম থেকে ১৬তম গ্রেডের মধ্যে ১ জন এবং ১৭তম থেকে ২০তম গ্রেডের মধ্যে ১ জন কর্মচারিসহ মোট ২ জনকে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান করা হয়।

১৭.অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা

অভিযোগ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একজন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে কোনো অভিযোগ নেই। এছাড়াও ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা এবং জিআরএস সফটওয়্যার বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এই দপ্তরের জিআরএস সিস্টেমে ২০২৩-'২৪ অর্থবছরে কোন অভিযোগ না পাওয়া যাওয়ায় অংশীজনের সমন্বয়ে ২টি সভা আয়োজন করা হয়। অভিযোগ নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত ১২টি মাসিক প্রতিবেদন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। এছাড়াও অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে রাজশাহী ও কুমিল্লায় অংশীজনের সমন্বয়ে ২টি অবহিতকরণ সভা আয়োজন করা হয়।

১৮. উপসংহার

দেশের সার্বিক উন্নয়ন এবং টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে তোলার জন্য মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা বাড়লেও দেশের সব মানুষ সমান হারে প্রাণিজ আমিষ গ্রহণ করতে পারছে না বিশেষ করে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠী এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে আছে। নিরাপদ প্রাণিজ আমিষ সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উদ্ভাবিত জনকল্যাণমুখী বিভিন্ন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে এবং বেকার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীকে মাছ চাষ ও গবাদি পশু-পাখি পালনে উদ্বুদ্ধ করতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ তথ্য দপ্তর নিরলসভাবে সরকার ও জনগণের মধ্যে তথ্য সেতুবন্ধন হিসাবে কাজ করে যাচ্ছে ।